আজকাল

www.aajkaal.in | কলকাতা ১০ আশ্বিন ১৪৩৩ সোমবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১০ পাতা | পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করল পুলিশ, গ্রেপ্তার পাত্র-সহ ৪

বিরাট-গিলের শতরানে সহজ জয় ভারতের

এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের দ্বিচারিতা

নির্বাচন কমিশন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল: মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

‘এসআইআরের নামে নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করতে গিয়ে এমন একটি প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন করা হচ্ছে, যেখানে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ভূমিকা রয়েছে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। যে ২৭ লক্ষ নাম নিয়ে এত কথা বলা হচ্ছে, সেই প্রক্রিয়ায় বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ভূমিকা ছিল। তাঁদের নিয়োগের পেছনে আদালতের নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং মিথ্যা প্রচার করে নির্বাচন কমিশন বা বিজেপির ওপর দায় চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া এসআইআরের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত ভাবেই নেওয়া হয়েছে।’ রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সল্টলেকে বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ‘যে বিষয় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেরাই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল, আদালতের নির্দেশে যে প্রক্রিয়া চলেছে, আজ সেই বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। কেরলে এসআইআর ভাল, কারণ সেখানে রাজনৈতিক সমীকরণ অন্য রকম। আর পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর খারাপ— এই দ্বিচারিতা মানুষ বুঝতে পারছে।’ এদিন মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল ও সিপিএমের সম্পর্ক নিয়ে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন। বলেছেন, ‘সিপিএমের শাসনের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। সিপিএমের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে দল রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করেছিল, সেই দলই এখন সিপিএমের সঙ্গে আন্দোলন করছে। বিধানসভা থেকে রাস্তা— সব জায়গায় এই সমঝোতার ছবি মানুষ দেখতে পাচ্ছে। বিধানসভায় একটি ভোটাভুটির সময় তৃণমূলের একটি অংশ এবং সিপিএমের একমাত্র বিধায়কের এক অবস্থানে থাকা, সেই সমীকরণের ইঙ্গিতই বহন করে।’ তৃণমূলের কড়া সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘যারা এতদিন ক্ষমতায় ছিল, তাদের এখন জনভিত্তি কোথায়?’ মমতার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘এখন নামও নেই, নিশানও নেই। সব পাল্টে গেছে। দলও দু’ভাগ হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের কাছে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে নির্বাচনে মানুষ আমাদের পক্ষে বিপুল রায় দিয়েছে, সেই ফলাফলকেই অস্বীকার করার চেষ্টা হচ্ছে।’

জ্ঞানেশ কুমার ও নির্বাচন কমিশন ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন, ‘এসআইআরের সিদ্ধান্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার একক ভাবে নেননি। তাঁদের যৌথ বক্তব্য থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। এসআইআরের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত। তাই একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক প্রচার চলছে, তার কোনও ভিত্তি নেই।’ এদিনও মুখ্যমন্ত্রী বিগত সরকারের কড়া সমালোচনা করে বলেন, ‘দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত ও আইনি পদক্ষেপের মুখোমুখি হওয়ার কারণে বিরোধীরা রাজনৈতিক ভাবে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। আবাস যোজনা, চাকরিতে নিয়োগ, কয়লা, বালি, পশুপাচার— এই বিষয় থেকেই মানুষের নজর ঘুরিয়ে এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে। শ্রীরামপুরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সভা নিয়ে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ‘দেড়শো লোক নিয়ে সভা করেছেন। ১৭০ জন পুলিশ ছিল। আজাদি স্লোগান দিয়েছেন।’ তিনি বলেন, ‘এসআইআর নিয়ে যদি সত্যিই আন্দোলন করতে হয়, তা হলে সেটা কেরলে হচ্ছে না। কেরলে তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা একসঙ্গে আন্দোলন করুক না! পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে আন্দোলন হবে, কেরলে হবে না, এ কেমন দ্বিচারিতা?’

ব্যাঙ্ক ধর্মঘট হচ্ছে না

আজকালের প্রতিবেদন

আপাতত স্থগিত তিন দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট। রবিবার রাতে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন এবং ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন্‌সের মধ্যে বৈঠকের পর ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে আজ, সোম থেকে বুধবার পর্যন্ত দেশের কোনও ব্যাঙ্কই বন্ধ থাকছে না। দীর্ঘদিন ধরেই সপ্তাহে দু’দিন ছুটি-সহ বিভিন্ন দাবিতে ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির আন্দোলন চলছে। ১১ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেছিলেন ব্যাঙ্ককর্মীরা। কিন্তু তার পরেও দাবি পূরণ না হওয়ায় ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা তিন দিন ধর্মঘট ডাকা হয়। আমজনতা ও ছোট ব্যবসায়ীদের কথা ভেবে রবিবার ব্যাঙ্ক খোলা রাখা হয়েছিল। এই নিয়ে কর্মীদের মধ্যে ছিল মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ধর্মঘটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এদিন রাতে দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন এবং ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন্‌স। সেই বৈঠকেই ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাঁচ দিন কর্মদিবস ও পিএলআই স্কিম সংশোধন নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। সূত্রের খবর, এই দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাঁচ দিন কর্মদিবসের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবে এই কমিটি। এর পর গ্রাহকদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অন্য দিকে, পিএলআই স্কিম সংশোধন নিয়ে আলোচনা করে কেন্দ্রের কাছে সেই প্রস্তাব পেশ করার সিদ্ধান্তও হয়েছে।

এসি, টিভির দাম বাড়ছে

আজকালের প্রতিবেদন

১ অক্টোবর থেকে দাম বাড়ছে এয়ার কন্ডিশনার, এলইডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক পণ্যের। দাম বাড়তে পারে ৫ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত। তামা, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়ামের দামবৃদ্ধি, টাকার দামে অস্থিরতা, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি, মুনাফা কমে যাওয়া ইত্যাদি কারণে দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে উদ্ধৃত করে এ খবর জানিয়েছে ইকনমিক টাইমস পত্রিকা।

এই নিয়ে ২০২৬ সালে তিনবার দাম বাড়বে ইলেকট্রনিক পণ্যের। পিটিআই জানিয়েছে, এয়ার কন্ডিশনারের দাম বাড়বে ৫ থেকে ৮ শতাংশ। ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ ও এলইডি টিভির দাম বাড়বে ৩ থেকে ৪ শতাংশ। ব্লু স্টার, গোদরেজ অ্যাপ্লায়েন্সেস, হাইয়ার, দাইকিন এবং সুপার প্লাস্ট্রোনিকসের মতো কোম্পানিগুলি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, তারা তাদের সব পণ্যের দাম বাড়িয়েছে ৪ থেকে ১০ শতাংশ। তবে এখনও দামবৃদ্ধির কথা জানায়নি প্যানাসনিক।

বিদ্যুৎস্পর্শে মৃত ৩ হাতি

বুদ্ধদেব দাস

মেদিনীপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর

পিড়াকাটা রেঞ্জের রঞ্জা বনাঞ্চল এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দুই শাবক-সহ একটি পূর্ণবয়স্ক মা হাতির। ধানজমিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মা হাতি ও দুই শাবকের মৃত্যুর ঘটনায় প্রশ্নের মুখে বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা। বছর খানেক আগে ঝাড়গ্রামের বাঁশতলা রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল দুই শাবক-সহ একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির। রেললাইনে ওই দুর্ঘটনায় একসঙ্গে তিনটি হাতির মৃত্যুতে উদ্বেগ ছড়িয়েছিল বন ও বন্যপ্রাণীপ্রেমীদের মধ্যে।

রবিবার সকালে জঙ্গলঘেরা গ্রামের মানুষ দেখলেন কোলের কাছে দুই বাচ্চা-সহ মা-হাতির নিথর দেহ পড়ে রয়েছে ধানজমিতে। এমন মর্মান্তিক দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে থাকলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি ব্লকের পিড়াকাটা রেঞ্জের রঞ্জা বিটের হাড়তড়া গ্রামের বাসিন্দারা। ধানের জমি থেকে দুটি শাবক ও একটি পূর্ণবয়স্ক মা হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, ছিঁড়ে যাওয়া বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতিগুলির মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন বন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা। কীভাবে এই দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে বন দপ্তর। এক আধিকারিক জানান, খবর পেয়ে বিশেষ টিম নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন তাঁরা।

● এরপর ৬ পাতায়

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনকে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ অন্য নেতারা। কলকাতা বিমানবন্দরে, রবিবার। ছবি: আজকাল

সরকার, দলে সমন্বয় বাড়ুক: নীতিন নবীন

সব্যসাচী সরকার

বিজেপিতে যেন কোনও ভাবেই বেনো জল ঢুকে না পড়ে। নেতৃত্বকে সে বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। নীতিহীন লোকজন যেন দলে স্থান না পায়। সুবিধাবাদীদের চিহ্নিত করে দূরে রাখতে হবে। শুধু সরকারের কাজের ওপর নির্ভর না-করে সাংগঠনিক কাজে বেশি জোর দিতে হবে। জনসংযোগ আরও বাড়াতে হবে প্রতিটি স্তরে। রবিবার নিউ টাউন কনভেনশন সেন্টারে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে এই বার্তা দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। বৈঠকে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী-সহ অন্য নেতৃবৃন্দ। বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয়, ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি এবং সাংগঠনিক কর্মসূচির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। জানা গেছে, নীতিন নবীন জোর দিয়েছেন দল ও সরকারের সমন্বয়ের ওপর। জনপ্রতিনিধি এবং সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয় আরও বাড়াতে হবে। সরকার যে কাজ করেছে গত কয়েক মাসে, সেগুলি নিয়ে সংগঠনকে প্রচারে নামতে হবে। ক্লাবের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের জনসংযোগ বাড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেছেন, পাশাপাশি দল ও সরকারের মধ্যে সমন্বয় রাখার জন্য জেলায় জেলায় যে কোর কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেগুলির কাজ নিয়েও পর্যালোচনা করতে হবে। নম্র ভাবে মিশতে হবে মানুষের সঙ্গে। এমন কোনও ব্যবহার মানুষের সঙ্গে করা যাবে না, যাতে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। নীতিন নবীন এদিন পাড়ায় পাড়ায় জনসংযোগ ও প্রচার কর্মসূচির বিষয়ে নজর দিতে বলেছেন। এলাকার বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। মানুষের কথা, মানুষের অভিযোগ মন দিয়ে শুনতে হবে।

এদিনের বৈঠকে ছিলেন দলের রাজ্য পদাধিকারী, বিভিন্ন জেলার সভাপতি, মোর্চা সভাপতি, জেলা ইনচার্জরা। এদিন কনভেনশন সেন্টারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রেডিও অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’ শোনেন নীতিন নবীন ও অন্য নেতৃবৃন্দ। জাতীয় স্তরে উন্নয়ন, স্বনির্ভরতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার যে বার্তা প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, সেগুলি যথাযথ ভাবে পালন করার কথাও বলেছেন। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনসংযোগ আরও নিবিড় করার কথা বলেছেন, সেই বিষয়টিও এদিনের বৈঠকে উঠে এসেছে। এদিন মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে বারে বারেই বলা হয়েছে, সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতে কর্মীদের আরও বেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে। সরকারের যে সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্প রয়েছে, সেগুলি যাতে প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছোয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এদিন নিউ টাউনের একটি হোটেলে দলের কোর কমিটির বৈঠক হয়। জানা গেছে, পুজোর পরেই পুরভোট। সেই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে নীতিন নবীন আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২৫ বছরের সফল নেতৃত্বের অনুপ্রেরণায় সেবা সঙ্কল্প অভিযানের মাধ্যমে দল মানুষের সেবার নিজেদের সঙ্কল্প আরও দৃঢ় করেছে।

● এরপর ৬ পাতায়

কমিশনের পক্ষে সওয়াল বিজেপি, শরিক দলের

জ্ঞানেশ কুমারকে ‘ভারতরত্ন’ দেওয়ার দাবি

বীরেন ভট্টাচার্য

দিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের যে দাবি বিরোধীরা তুলেছে, তার পাল্টা জবাব দিল বিজেপি। রবিবার দলের তরফে পরিসংখ্যান উল্লেখ করে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, মৃত ভোটারদের নাম কেন ছিল ভোটার তালিকায়? বিজেপির প্রশ্ন, তা হলে মৃত ভোটারদের তালিকায় রেখে দিয়ে কি রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চায় ইন্ডিয়া জোটভুক্ত দলগুলি? একই সময়ে জ্ঞানেশ কুমারকে ‘ভারতরত্ন’ দেওয়ার দাবিতে এদিন দিল্লিতে মিছিল করে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন।

বিজেপির দাবি, পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটারের ৩.২০ শতাংশ বা মোট ২৪.১৭ লক্ষ মৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ২৬.৯৫ লক্ষ, মোট ভোটারের ৪.২০ শতাংশ মৃত ভোটারের নাম ছিল তামিলনাড়ুর ভোটার তালিকায়। এসআইআর প্রক্রিয়ায় সেই সমস্ত মৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিজেপির বক্তব্য, ‘সারা দেশে মোট ২.৮ কোটি মৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন, এই সমস্ত মৃত ভোটারের নাম তালিকায় রেখে দেওয়ায় কাদের সুবিধে হচ্ছিল? কারা এই নামের অপব্যবহার করে ভুয়ো ভোট করাচ্ছিল? যেহেতু এখন এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভোটার তালিকা থেকে মৃত ভোটারদের নাম মোছা হচ্ছে, ইন্ডিয়া জোটভুক্ত দলগুলি হট্টগোল করছে। কেন? তা হলে কি ইন্ডিয়া জোটভুক্ত দলগুলি মৃত ভোটারদের নাম তালিকায় রেখে দিতে চায়? সারা দেশ এই প্রশ্নের জবাব চায়।’ উল্লেখ্য, একদিকে যখন বিরোধীরা জ্ঞানেশ কুমারকে পদ থেকে সরানোর দাবি তুলেছে, সেই সময় তাঁকে পদ্ম-পুরস্কার দেওয়ার দাবি করেছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিন আরও একধাপ এগিয়ে জ্ঞানেশ কুমারকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে। এদিন দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সমর্থনে দিল্লির রাজপথে মিছিল করে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। তাদের দাবি, দেশে স্বচ্ছ নির্বাচন করানোর জন্য জ্ঞানেশ কুমারকে ভারতরত্ন দিতে হবে।

দিল্লিতে বিজেপি নেতারা জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ তুলে মমতা ব্যানার্জি যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন, তার পাল্টা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এদিন দিল্লিতে বলেছেন, ‘মমতা ব্যানার্জি নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। গতবারও তিনি নিজের কেন্দ্রে এসআইআর ছাড়াই পরাজিত হয়েছিলেন। বাংলার মানুষের মন বোঝা গিয়েছিল। মমতা ব্যানার্জির সাংসদ, বিধায়করা চলে গিয়েছেন এবং তিনি রাস্তায় নামতে পারছেন না। খুব শিগগিরই তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হবে। তিনি শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনকেই আক্রমণ করছেন না, এর মধ্য দিয়ে মমতা ব্যানার্জি আসলে বাংলার মানুষকে অপমান করছেন। যে সমস্ত কেন্দ্রে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ২০০০ ভোটও বাদ যায়নি, সেখানেও তৃণমূল পরাজিত হয়েছে।’

> নির্বাচন কমিশন যে বিবৃতি দিয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং অখণ্ডতা দৃঢ় হয়েছে।
> চন্দ্রবাবু নাইডু

নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে উদ্ভূত বিতর্কের মধ্যে সরকারের শরিকদলগুলি দাবি করেছিল, অবস্থান স্পষ্ট করুক কমিশন। ইতিমধ্যেই বিবৃতি দিয়ে নির্বাচন কমিশন তাদের বক্তব্য জানিয়েছে। সে প্রসঙ্গে টিডিপি নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন যে বিবৃতি দিয়েছে, তার মধ্য দিয়ে আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং অখণ্ডতা দৃঢ় হয়েছে। যে সমস্ত অভিযোগ, জল্পনা চলছিল সেগুলিরও অবসান ঘটেছে। ঐক্যবদ্ধ ভাবে এবং প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিক বিধি মেনেই এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক সুবিধার জন্য দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সারা বিশ্বের সামনে ছোট করা দুর্ভাগ্যজনক।’ বিরোধীদের তোলা জ্ঞানেশ কুমারকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব প্রসঙ্গে প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল মুকুল রোহতগি বলেছেন, এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগের কারণে পদচ্যুত করার কোনও বিধি নেই।

চন্দন ভাল্লা

বোলপুরে গুলিতে খুন বিজেপি নেতা

চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

বোলপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর

বোলপুরে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হল বিজেপির বুথ সভাপতিকে। মৃতের নাম চন্দন ভাল্লা (৪৮)। তিনি বোলপুরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির বুথ সভাপতি ছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, রাজনৈতিক শত্রুতার জেরেই এই খুন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যে ফোন করে ডাকা হয়েছিল চন্দনকে। সেখান যাচ্ছিলেন তিনি। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের মিলপট্টিতে একটি নির্জন জায়গায় দুষ্কৃতীরা তাঁর পথ আটকায়। এরপর খুব কাছ থেকে তাঁর মাথায় গুলি করে তারা। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন চন্দন। গুলির শব্দ পেয়েই ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁকে উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা চন্দনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ‘ঘটনার পর একটি বাইকে চেপে দুই যুবককে মুখে কাপড় ঢাকা অবস্থায় দ্রুত গতিতে পালিয়ে যেতে দেখেন তাঁরা। মৃতের ছেলে শুভ্রকান্তি ভাল্লা জানিয়েছেন, তাঁর বাবার সঙ্গে কারও কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। রাজনৈতিক কারণেই এই খুন। মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ। পুলিশের আশ্বাস, অভিযুক্তরা দ্রুত ধরা পড়বে।

● এরপর ২ পাতায়

‘জমানা বদলে গিয়েছে, নির্ভয়ে গীতাপাঠ করুন’

আজকালের প্রতিবেদন

এখন জমানা বদলে গিয়েছে। নির্ভয়ে গীতা পাঠ করুন। রবিবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে বাঙুর জাগরণ মঞ্চ আয়োজিত ১১ হাজার কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে একথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘এখন আর সাধু-সন্তদের ভয় দেখানো যাবে না। এবার থেকে আপনারা মন খুলে গীতা পাঠ, হনুমান চালিশা পাঠ করুন। যত খুশি গীতা বিতরণ করুন। শাঁখ, মৃদঙ্গ, খঞ্জনি বাজান, হরেকৃষ্ণ বলুন। কোনও ভয় নেই। মৌসমও বদলে গিয়েছে, জমানাও বদলে গিয়েছে। টিকা, শিখা, ধুতি, তুলসীর সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। গোমাতাকে রক্ষা করার সরকার ক্ষমতায়। একদম ভয় পাবেন না। সবাইকে এক থাকতে হবে। এখনকার সরকার সাধু-সন্তদের যারা অপমান করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। এই সরকার গোমাতাকে রক্ষাকারী সরকার। টুকরে টুকরে গ্যাংদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।’ এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ২৯ ডিসেম্বর ফের কলকাতায় ১০ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ হবে। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের আসার কথা।

এদিন বাগেশ্বর বাবা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সাধু-সন্তরা সনাতনি ধর্মের প্রচার করবেনই। স্বাধীন দেশে এসব হবেই। চাইলে মানবেন, না চাইলে মানবেন না। কিন্তু তাঁর ছবি পোড়ানো ও তাঁকে অপমান করা হয়েছে। কমিউনিস্ট এবং জামাতি মমতা এসব করেছে। সরকার ব্যবস্থাও নিয়েছে। সাধু-সন্তদের অপমান করা হলে বা ভয় দেখানো হলে সোজা জেলে যেতে হবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামপুর ১৫০ জন নিয়ে সভা করেছেন। বলছেন আজাদি চাই। এই ধরনের কথা যারা বলবে, রাষ্ট্রবাদী জনতা তাদের উপড়ে ফেলবে। বাংলাকে বাঁচাতে হবে। কুরুক্ষেত্রে গীতাপাঠের মহোৎসব হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার সেখানে প্যাভিলিয়ন করবে। অংশগ্রহণ করবে।’ বক্তব্য শেষে মুখ্যমন্ত্রী গীতার একটি অধ্যায় পাঠ করেন।

অনুষ্ঠানের সহ-আয়োজক বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ এবং সনাতন সংস্কৃতি পরিষদ। উপস্থিত ছিলেন জ্ঞানানন্দ মহারাজ, কার্তিক মহারাজ, পুরীধামের দয়িতাপতি ভবানী দাস মহারাজ প্রমুখ।

রবিবার পুজোর বাজার জমজমাট

মলয় সিন্‌হা

পুজোর বাকি মাত্র ১৮ দিন। ক’দিন বৃষ্টির কারণে বাজার যেন কিছুটা থমকে ছিল। শনিবার থেকে আবহাওয়া ধীরে ধীরে অনুকূল হতে শুরু করে। রবিবার সকাল থেকেই আকাশ ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। বেলা বাড়তেই বাজারমুখী হয় বাঙালি। বেশ কিছু জায়গায় সামান্য মেঘলা হলেও যেহেতু বৃষ্টি হয়নি, সেজন্য রবিবারের দুপুরে শহরে সর্বত্র পুজোর বাজার জমে ওঠে। কলকাতার নিউ মার্কেট, গড়িয়াহাট ও হাতিবাগানের মতো প্রধান বাজারগুলিতে ক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বাঙালি যে উৎসবের সঙ্গেই, তা আবার বুঝিয়ে দিল এদিনের ভিড়। সপ্তাহান্তের ছুটির দিনে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত ক্রেতাদের ভিড়ে হাসি ফুটেছে বড় ব্যবসায়ী থেকে হকারদের মুখে।

নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল মহানগরে। বৃষ্টির জেরে মাথায় হাত পড়েছিল বিক্রেতা থেকে পুজো উদ্যোক্তাদের। সপ্তাহান্তে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতেই সবার মুখে হাসি। এদিন তিনটের পর থেকেই হাতিবাগানের ফুটপাথে দেখা গেল ঠাসাঠাসি ভিড়। ভিড় জমেছিল গড়িয়াহাট, নিউ মার্কেটেও। ফুটপাথে পশরা নিয়ে বসা হকার হোক বা বড় দোকান, দলে দলে লোক এসেছিলেন কেনাকাটা করতে। মাসের শেষ। বেতন পেতে আরও দিন কয়েক বাকি। তা সত্ত্বেও ধর্মতলা চত্বর, লিন্ডসে স্ট্রিট, শহরের শপিং মলে ভিড় দেখা গেল। প্রিয় দুর্গোৎসবের আগে নতুন প্রজন্মের স্মার্ট শপিং ফান্ডার পাশাপাশি আনকোরা পোশাকের জন্য বাজারে ভিড় জমিয়েছিলেন পুজো-বিলাসিরা। হাতিবাগানের পোশাক বিক্রেতা মনোজ সাউয়ের কথায়, ‘প্রতি বারের মতো এবারও সব ধরনের ছেলেমেয়েদের জন্য হাল-ফ্যাশনের পোশাক রেখেছি। বৃষ্টির জন্য কয়েক দিন বিক্রি কম ছিল। দু’দিন ধরে বাজার জমেছে। আশা করছি, মাস পড়লে বিক্রি আরও বাড়বে।’ গড়িয়াহাটের নামী পোশাক বিপণির কর্ণধার সোমেন সাহার কথায়, ‘মাসের শেষ হলেও ক্রেতার সংখ্যা বেড়েছে। বৃষ্টি না হলে অক্টোবরের শুরু থেকেই বাজার আরও ভাল হবে।’ দোকানের ঢিলছোড়া দূরত্বে হকারি করেন আশিস দে। তিনি জানালেন, ‘বৃষ্টির জন্য ব্যবসা করতে পারছিলাম না। রবিবার থেকে বাজারে ক্রেতা বেড়েছে।’ শহরের এক শপিং মলের জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের দোকানের কর্মীর কথায়, ‘শনিবারের তুলনায় রবিবার দ্বিগুণ ক্রেতা এসেছেন। পরের সপ্তাহে আরও বাড়বে বলে আশা করছি।’ দক্ষিণ কলকাতার একটি শপিং মলে বেহালা থেকে সপরিবার এসেছিলেন সুমন চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, ‘গড়িয়াহাটে খুব ভিড়। হাঁটা যাচ্ছে না। তাই পরিবার নিয়ে এখানে এসেছি কেনাকাটা করতে।’ ঠাকুরপুকুরের এক পুজোকর্তা জানালেন, ‘বৃষ্টি হলে আমাদের চিন্তা বাড়ে। কিন্তু দেখা গেছে, বৃষ্টিকে হারিয়ে জিতে গিয়েছে উৎসবমুখর বাঙালি।’ পুজোর আগে ক্যালেন্ডারে আরও দুটি রবিবার মিলবে। সেই হিসেবে ক্রেতা-বিক্রেতাদের কাছে এদিনটি ছিল পুজোর বিকিকিনির কোয়ার্টার ফাইনাল। বোঝাই যাচ্ছে, বৃষ্টি হেরেছে। খালি পকেটেও হাসল পুজোর বাজার।

পুজোর বাজারে ভিড়। হাতিবাগানে, রবিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

সিংহী পার্কের পুজোয় বস্তার শিল্পশৈলীর জীবন্ত প্রদর্শনী

মলয় সিন্‌হা

শিল্প শুধু সৌন্দর্যের প্রকাশ নয়। বরং সমাজের ইতিহাস, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও জীবনদর্শনের প্রতিফলন। তেমনই অনেক শিল্পশৈলী রয়েছে দেশের মধ্যাঞ্চলে থাকা ছত্তিশগড়ে। এই রাজ্যের বস্তার অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকে শিল্প ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বস্তারের আদিবাসী

সিংহী পার্ক সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপের কাজ চলছে।

সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব শিল্পরীতি, কারুশিল্প এবং প্রকৃতি-নির্ভর জীবনযাপনের মাধ্যমে এক অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। শিল্পের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক। রুক্ষ, শুষ্ক, লাল মাটির দাবদাহের প্রভাব তাদের প্রতিটি কাজের মধ্যে শিল্পীদের হৃদয়ের কথা প্রস্ফুটিত হয়। সেই নাম না-জানা শিল্পীদের শ্রদ্ধা জানাতেই তাঁদের বিভিন্ন সৃজনশীলতার উপস্থাপনা করতে চলেছে সিংহী পার্ক সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। তাদের ৮৫তম বর্ষের থিম 'বস্তারীয়'।

পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার জানালেন, 'বস্তার অঞ্চলে লোহাকে আগুনে গলিয়ে তাকে মোমের ছাঁচে ফেলে এবং পরবর্তীতে পিটিয়ে নানা অবয়বের সৃষ্টিই এই শিল্পশৈলীর মূল রসদ। যাকে আমরা ডোকরা শিল্প বলেই জানি। এই শিল্পের প্রতীকী ছোঁয়া থাকছে ও তার সঙ্গে কাঠ, বাঁশ, বেতের কারুকার্য ও আদিবাসী অলঙ্করণশৈলীর বিভিন্ন উপাদানকে সৃজনশীলতার সঙ্গে উপস্থাপনা করতে চলেছেন থিমশিল্পী অঙ্কিতা ব্যানার্জি। আলোকসজ্জায় সুদীপ সান্যাল। প্রতিমা সাবেকি ঐতিহ্যে একচালার মৃন্ময়ী মাতৃ প্রতিমা গড়ছেন ভাস্কর প্রদীপ রুদ্রপাল। আবহ সঙ্গীতে বিশিষ্ট তবলাবাদক পণ্ডিত শুভেন চ্যাটার্জি।' শিল্পী অঙ্কিতা ব্যানার্জির কথায়, 'প্রবেশপথ থেকে মূল মণ্ডপ, আলোকসজ্জা, ভাস্কর্য এবং সাজসজ্জার প্রতিটি স্তরে বেশ কিছু নকশা ও প্রতীকের ব্যবহার থাকবে। যা দর্শকদের সামনে বস্তারের শিল্পভাষাকে জীবন্ত করে তুলবে। আমাদের মণ্ডপে ধাতব ভাস্কর্যের আদলে নকশা ও অলঙ্করণ ব্যবহার করা হচ্ছে। যা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক সুন্দর মেলবন্ধন সৃষ্টি করবে। মণ্ডপে প্রাকৃতিক রং, মাটির আবহ এবং পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। মণ্ডপের উপরিভাগে বস্তার গ্রামের এক বাহ্যিক রেখাচিত্র থাকছে। যা দর্শকদের মনে করিয়ে দেবে ছত্তিশগড়ের পাহাড়ি উপত্যকা ও উঁচু-নিচু টিলার পরিবেশ।' পুজো উদ্যোক্তারা জানান, 'পুজো প্রাঙ্গণে থাকছে চন্দননগরের আলোকসজ্জার চমক। সমুদ্র মন্থনের পর দেবাদিদেব মহেশ্বরের বিষপান, গঙ্গার মর্তে অবতরণ ও শিবের জটায় ধারণ, নন্দীর পিঠে ভোলা মহেশ্বরের মর্তে অবতরণ-সহ নানা মজার আলোর কেরামতি।'

আসছে পুজো

সন্তোষপুর লেকপল্লী মহাদেবের তাণ্ডবে দক্ষযজ্ঞ

আজকালের প্রতিবেদন

দক্ষযজ্ঞ নিয়ে হিন্দু পুরাণে রয়েছে, প্রজাপতি দক্ষ ছিলেন ক্ষমতাবান ও অহঙ্কারী। তিনি এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে সকল দেবর্ষি, দেবতা ও ঋষির আমন্ত্রণ থাকলেও নিজের জামাতা দেবাদিদেব মহাদেবকে আমন্ত্রণ জানাননি। শিবের বেশভূষা, শ্মশানবাসী জীবনযাত্রাকে দক্ষ নিচুমানের বলে মনে করতেন। শিবকে তিনি অপছন্দ করতেন। পিতা বিশাল যজ্ঞ করছেন শুনে সতী স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কা ও নিষেধ সত্ত্বেও সেই যজ্ঞে উপস্থিত হন। দক্ষ প্রকাশ্যসভায় সতীর সামনেই তাঁর স্বামী মহাদেব সম্পর্কে অপমানকর মন্তব্য করেন। স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে সতী যজ্ঞের পবিত্র অগ্নিতে নিজের দেহ আহুতি দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। সতীর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছোলে মহাদেবের শোক রূপ নেয় রুদ্রক্রোধে। শুরু হয় তাণ্ডব। এই পৌরাণিক কাহিনিকে ভিত্তি করে সন্তোষপুর লেকপল্লীর ৬৯তম বর্ষের থিম 'তাণ্ডব'। তবে মণ্ডপে পুরাণের ঘটনার পুনর্নির্মাণ হচ্ছে না। মানুষের অহঙ্কার, অপমান, ভালবাসা, আত্মমর্যাদা, শোক এবং শক্তির জাগরণকে নতুন করে উপলব্ধির প্রচেষ্টা হচ্ছে। থিমের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে, তাণ্ডব শুধু ধ্বংসের নৃত্য নয়, ধ্বংস থেকে নতুন সৃষ্টির এক চিরন্তন যাত্রা। এক সতীর বিচ্ছেদ থেকে জন্ম নেয় অসংখ্য শক্তিকেন্দ্র।

পুজো কমিটির অন্যতম সোমনাথ দাসের বক্তব্য, 'তাণ্ডবের গভীরতম দর্শন— অহঙ্কারের ধ্বংস প্রয়োজন, মানুষের ধ্বংস নয়। শিল্পী রিন্টু দাসের ভাবনায় থিমের কাজ চলছে

সন্তোষপুর লেকপল্লীতে মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে।

জোরকদমে।' থিমশিল্পীর কথায়, 'মণ্ডপে তিনটি ধাপে থিমের ভাবনা উপস্থাপনা করতে চলেছি। প্রথম ধাপে, অহঙ্কারী দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন শিব। পরে দক্ষরাজার ঘাড়ের ওপর ছাগলের মাথা বসিয়ে দেওয়া হয়। মণ্ডপের প্রবেশপথে দেখা যাবে বিশাল একটি সিংহাসন। সিংহাসনের ওপরে থাকবে রাজবেশে ছাগলের মাথা। দ্বিতীয় ধাপ, বড় গোলাকার জায়গায় ১২ ফুটের বিশাল কড়াই ভাসছে। তার ওপরে শিবের দু'টি পা এসে ধাক্কা মারছে। এতে যে শব্দ হবে, তা শিবের নৃত্যের প্রতীক। চারিদিকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মনে হবে যেন কোন এক শক্তির আবির্ভাব হচ্ছে। তৃতীয় ধাপে দেখা যাবে, চারিদিকে রাজসিংহাসনে দেবতারা বসে আছেন। এরপর একটু এগোলেই দেখা যাবে সাবেকি রূপে মা দুর্গা। প্রতিমা গড়ছেন অমল পাল।' তিন-চার রকম প্রযুক্তি ব্যবহার, সঙ্গে অ্যানিমেশন এবং মর্ফিং ব্যবহার করা হবে। মনে হবে যেন মায়ের চোখের পাতা নড়ছে। দেখানো হবে মা দুর্গা থেকে সতীর রূপ। যজ্ঞে আহুতি দেওয়া। সেখান থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘুরতে ঘুরতে ওপরে ওঠা মাত্র আবার মা দুর্গার সৃষ্টি। শিল্পী রিন্টু দাসের দাবি, এই ধরনের প্রযুক্তির কাজ কলকাতার পুজোতে আগে হয়নি।

রাজ্যে পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ নিয়ে কনক্লেভে অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত, পর্যটনমন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, পর্যটন দপ্তরের সচিব সুমন্ত সহায়, পর্যটন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বরুণ রায়, দপ্তরের বিভাগীয় সচিব সৌমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত, পর্যটন উন্নয়ন নিগমের এমডি সুমন্ত সহায়। রবিবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

পর্যটন শিল্পে সাড়ে ১২ হাজার কোটির লগ্নির প্রস্তাব রাজ্যে

আজকালের প্রতিবেদন

বিশ্ব পর্যটন দিবসে আয়োজিত ইনভেস্টর্স মিটে পর্যটন শিল্পে প্রায় ১২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিলেন বিনিয়োগকারীরা। রবিবার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। পরিকাঠামো উন্নয়ন, চা-পর্যটন এবং হোটেল নির্মাণ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কথা উঠে এসেছে। অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের কর্ণধার হর্ষ নেওটিয়া জানান, হোটেল শিল্পে ৩ হাজার ১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন। দিঘা, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, নিউ টাউন-সহ পাঁচটি জায়গায় হোটেল তৈরি হবে। পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, '২২ হাজার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। ১০০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে যাঁরা বিনিয়োগ করবেন, তাঁদের ওয়ান উইন্ডো পলিসির মধ্যে নিয়ে আসা হবে।' মন্ত্রী জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নতুন প্রযুক্তি আনা হবে। পর্যটনকে প্রযুক্তিনির্ভর করা হবে। পর্যটন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পে জোর দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে আমরা সবাই কাজ করছি।' এদিনের অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, 'রাজ্যে পর্যটনক্ষেত্রে যে সম্পদ রয়েছে, তার অপব্যবহার করা হয়েছে। বিপুল সম্ভাবনা ব্যবহার করা হয়নি। পর্যটনের জন্য কোনও পরিকাঠামো নেই। নতুন করে আমাদের ভাবতে হচ্ছে, এগোতে হচ্ছে। সংগঠিত পর্যটনক্ষেত্র দরকার। এই রাজ্য যাতে দেশের পর্যটন মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পায়, সেটা আমাদের দেখতে হবে।'

রাজ্যের পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ টানতে রাজ্য পর্যটন দপ্তর আয়োজন করেছে ট্যুরিজম ইনভেস্টর্স মিট। এখানে উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের অনেক বিনিয়োগকারী ও

ট্যুরিজম ইনভেস্টর্স মিট

বণিকসভার প্রতিনিধিরা। পর্যটন সচিব বরুণ রায় জানান, কেন্দ্রীয় সরকার দার্জিলিং ও সুন্দরবনকে বিশ্বের অন্যতম পর্যটনক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দার্জিলিঙে রোপওয়ে চালু করা হবে। সুন্দরবনের ঝড়খালিতে ৯২ একর জমিতে পিপিপি মডেলে পর্যটনক্ষেত্র তৈরি করা হবে। নদীভিত্তিক পর্যটন ও ধর্মীয় ট্যুরিজম সার্কিটের উন্নয়নেও জোর দেওয়া হচ্ছে। এদিন পর্যটনমন্ত্রী একটি ওয়েবসাইট (www.shankarghosh.in) উদ্বোধন করেন।

পর্যটন উন্নয়নে এআই

আজকালের প্রতিবেদন

পর্যটন শিল্পে রুট পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বুকিং, ভ্রমণ গাইড, সময় ও খরচ বাঁচানো-সহ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ নতুন ও নীরব বিপ্লব ঘটাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুরিজম সার্ভিস প্রোভাইডার্স অফ বেঙ্গল (এটিএসপিবি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত একটি আলোচনাসভায় অংশগ্রহণকারী বক্তারা এই অভিমত প্রকাশ করলেন। রবিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এটিএসপিবি আয়োজিত 'পর্যটনে নতুন রূপ দিতে ডিজিটাল অ্যাজেন্ডা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' শীর্ষক আলোচনাসভায় অংশ নিয়েছিলেন এআই বিশেষজ্ঞ অভিজিৎ চ্যাটার্জি, ওশান ৬ হলিডেস-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা তীর্থঙ্কর দে, স্টপ পেয়িং ওটাস-এর প্রতিষ্ঠাতা পার্থপ্রতিম কুণ্ডু, ভ্রমণ বিশেষজ্ঞ নারায়ণ সরকার, নরেস্তে ট্যুর ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের অধিকর্তা সুকুমার মণ্ডল। এ ছাড়াও ছিলেন এটিএসপিবির সভাপতি সাগর গুহ, সহ-সভাপতি সমর ঘোষ, যুগ্ম-সম্পাদক স্বরূপ ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা।

'বিশ্ব পর্যটন দিবস ২৬' উপলক্ষে পর্যটনে এআইয়ের ভূমিকা নিয়ে আলোচনাসভার উদ্বোধনে অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুরিজম সার্ভিস প্রোভাইডার্স অফ বেঙ্গলের সভাপতি সাগর গুহ। রয়েছেন সহ-সভাপতি সমর ঘোষ, সম্পাদক স্বরূপ ভট্টাচার্য-সহ সংগঠনের শীর্ষকর্তারা। প্রেস ক্লাবে, রবিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল মাধ্যম বড় ভূমিকা নিতে চলেছে। এ বিষয়ে পর্যটন শিল্পে যুক্ত ব্যক্তি, সংস্থার পাশাপাশি পর্যটকদের সচেতনতা আরও বৃদ্ধি হওয়া দরকার বলে মনে করেন এআই বিশেষজ্ঞ অভিজিৎ চ্যাটার্জি। তিনি জানান, 'বর্তমান কর্মব্যস্ততায় অনেকের সময় নেই। ছুটি পেলেই ভ্রমণ পরিকল্পনা থেকে হোটেল বুকিং করার জন্য অনেকেই এআই-নির্ভর হয়েছেন। এতে সময় বাঁচবে এবং বাজেট নিয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা হবে।' এটিএসপিবির যুগ্ম সম্পাদক স্বরূপ ভট্টাচার্যের কথায়, 'এখন এআই মারফত ভ্রমণের জন্য বুকিং হবে। এটি অনেক বেশি তথ্যবহুল হবে। এ ছাড়া যে কাজ করতে অনেক বেশি সময় লাগত, তা খুব সহজে হয়ে যাবে।'

সুপারি কিলার দিয়ে খুনের চেষ্টা: কুণাল

আজকালের প্রতিবেদন

শনিবার উত্তরপাড়ার পর রবিবার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের ওপর ফের হামলার অভিযোগ উঠল। এদিন বেলেঘাটায় একটি অনুষ্ঠানে ঢোকার আগে গাড়ি আটকে হামলা, গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। কুণাল ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, 'গতকাল উত্তরপাড়ায় আমার ওপর হামলা করে শান্তি হয়নি। আমি নিশ্চিত আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা হচ্ছে। চলছে বাংলায়। এভাবে আমাকে থামানো যাবে না। প্রেসারটা খুব বেড়ে আছে। তবু, এরপরেও বেলেঘাটার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে আমার যাওয়ার কথা ছিল গিয়েছি। দলের সহযোদ্ধাদের কাছে কৃতজ্ঞ, সঙ্গে থাকছেন। দিদি, অভিষেক খবর নিয়েছেন। অন্য দল থেকেও ফোন পেয়েছি।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'এটা বিজেপির সংস্কৃতি নয়।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

দুষ্কৃতী হামলায় ভাঙচুর হওয়া নিজের গাড়ি দেখাচ্ছেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। রবিবার। ছবি: আজকাল

আজ আবার আমার ওপর ভয়ঙ্কর হামলা হল। খুনের চেষ্টা। বাইকবাহিনী তাড়া করে ঘিরে গাড়ির কাচ হাতুড়ি দিয়ে মেরে ভেঙে আমাকে টেনে বার করে গুলির চেষ্টা করল। আমার নিরাপত্তারক্ষী রিভলবার বার করে পরিস্থিতি সামলায়। দুষ্কৃতী তাণ্ডব বা সুপারি কিলারদের হাত থেকে বাঁচতে কোনও রকমে নারকেলডাঙা থানায় গাড়ি ঢোকাই আমরা। আমি বেলেঘাটার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে যাচ্ছিলাম বিধায়ক হিসেবে উন্নয়নের কাজের ফলোআপ করতে। বাড়ির সামনে থেকে অনুসরণ করা হয়। ফুলবাগান থেকে বাইকবাহিনী তাণ্ডব শুরু করে। তারপর রাস্তা ঘুরে নারকেলডাঙা মেন রোডের বিস্তীর্ণ অংশে হামলা চালায়। এটা কলকাতা শহর? জঙ্গলের রাজত্ব

শুভঙ্কর সরকার ঘটনার নিন্দা করে বলেন, 'গতকাল বিধায়ক কুণাল ঘোষের ওপরে একটি আক্রমণের ঘটনা ঘটে গেছে। তা সত্ত্বেও তাঁর নিরাপত্তার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানা কেন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করল না। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে এভাবে দমানো যায় না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।' কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরি বলেন, 'কুণাল ঘোষকে হয়তো ভয় পাচ্ছে বিজেপি! তাঁকে আক্রমণ করার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটছে।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'এটা তৃণমূলের নিজেদের মধ্যের লড়াই।' মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূলের ঋতব্রত ব্যানার্জি বলেছেন, 'নাটক করছে।'

খুন বিজেপি নেতা

● ১ পাতার পর

উল্লেখ্য, ২০২১ সালেও একই ভাবে টার্গেট করা হয়েছিল চন্দনকে। বোলপুরে বুথ সভাপতি খুনের পরে বিজেপির জেলা সম্পাদক মেঘদূত রায় বলেন, 'আশা করি পুলিশ প্রশাসন দোষীদের খুঁজে বার করে উপযুক্ত শাস্তি দেবে।' নিহত বুথ সভাপতির ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা বিজেপির গত বিধানসভার প্রার্থী দিলীপ ঘোষ অবশ্য বলেছেন, এর পেছনে কী কারণ আছে সেটা খতিয়ে দেখুক পুলিশ।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে গ্রাহকদের ভিড়। বি কে পাল অ্যাভিনিউ শাখায়, রবিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

শব্দরঙ্গ-৪১৬

১			২	■	■	■	■
	■	■	৩			৪	■
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	■		■
■		■	■	৭			৮
■		■	■		■	■	
■	৯				■	■	
■	■	■	■	১০			

পাশাপাশি

১. উত্যক্ত, বিপর্যস্ত ৩. মুনাফা করেছে এমন ৫. ভিন্ন রাষ্ট্রে প্রেরিত কূটনীতিক ৭. সহায়হীন ৯. জৈনদের দেবীবিশেষ ১০. খণ্ডবিখণ্ড।

উপর-নীচ

১. উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের পরস্পরের প্রতি ইশারা করা বা ফস্টিনস্টি করা
২. লোলুপ, অত্যন্ত লোভী
৩. হাস্যপরিহাসপূর্ণ
৬. যে মাসে জন্ম হয়
৭. অবিশ্বাস
৮. যে রং চিনতে পারে না, বর্ণান্ধ।

সমাধান-৪১৫

■	■	■	খো	ল	ক	■	স
■	অ	নি	শ	■	ট	■	ফ
■	প	■	ব	খ	রা	দা	রি
মা	য়া	ম	য়	■	■	■	আ
ল	■	■	■	প	রি	শ্র	ম
আ	হ্নি	ক	গ	তি	■	থি	■
মা	■	শ্য	■	গৃ	হী	ত	■
ল	■	প	র্বা	হ	■	■	■

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**
সকাল ৬-০০ **দাবাড়ু**, সকাল ৮-৫৫ **অন্তরঙ্গ**, সকাল ১১-৩০ **শতরূপা**, দুপুর ২-২০ **গীত সংগীত**, বিকেল ৫-০০ **চৌধুরী পরিবার**, রাত ৮-০০ **অভাগিনী**

● **জলসা মুভিজ**

সকাল ৭-৩০ **সিঁদুরের বন্ধন**, সকাল ১১-১৫ **মেজদিদি**, দুপুর ২-১৫ **সাত পাকে বাঁধা**, বিকেল ৪-১৫ **শত্রু**, রাত ৯-৩০ **হনিমুন**

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**
সকাল ১০-৩০ **সাথী আমার**, দুপুর ১-৩০ **খিলাড়ী**, বিকেল ৫-০০ **খোকাবাবু**, রাত ৯-৩০ **বোঝেনা সে বোঝেনা**

● **আকাশ আট**
দুপুর ৩-০৫ **অমর সঙ্গী**

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২-৩০ **কোরাস**

● **কালার্স সিনেপ্লেক্স**
সকাল ৮-৩৫ **হ্যালো ব্রাদার**, সকাল ১১-১৫ **হাউসফুল**, দুপুর ২-১৫ **হামকো তুমসে প্যায়ার হ্যায়**, বিকেল ৫-০০ **শ্রীমান শ্রীমতি**, রাত ১০-৫০ **জরু কা গুলাম**

জি বাংলা সোনার
দেবিকা
রাত ১১-০০

কালার্স সিনেপ্লেক্স
রা.ওয়ান
রাত ৭-৫০

● **জি সিনেমা**
সকাল ৬-০০ **শিরডি কে সাইবাবা**, সকাল ৯-০০ **রাম লক্ষ্মণ**, দুপুর ১২-৫০ **দাবাং ২**, দুপুর ৩-১৫ **রেস**, সন্ধে ৬-০০ **ফুকরে**, রাত ৮-৫০ **ডন ২**, রাত ১১-৫৫ **গ্যাংস্টার**

● **সোনি ম্যাক্স ২**
সকাল ৭-১০ **অনুরাগ**, সকাল ৯-৩৯

কুছ না কহো, দুপুর ১-০৪ **পিয়াসা**, বিকেল ৩-৫৯ **কালাপানি**, সন্ধে ৬-২৪ **গোপাল**, রাত ৯-০৮ **আনজান রাহেঁ**, রাত ১১-৩০ **শঙ্কর শম্ভু**

বিশেষ অনুষ্ঠান

● **সুস্বাস্থ্য**

সুস্থ শরীর পেতে হলে হৃদয়কে সুস্থ রাখা জরুরি। হার্টের সমস্যা বলেকয়ে আসে না। আচমকা উদয় হয়। অথচ মশলাদার খাবার, ধূমপান, মদ্যপান এড়িয়ে নিয়মিত হাঁটাচলার অভ্যাস করে মানসিক চাপমুক্ত থাকতে পারলে হার্টকে সুস্থ রাখা যায়। এবারের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের আলোচনাও বিশ্ব হার্ট দিবস নিয়ে। লাইভ ফোন-ইন অনুষ্ঠান।
ডিডি বাংলা: সন্ধে ৬-০২

ধারাবাহিক

● **আশীর্বাদ**

মল্লারের ছন্নছাড়া সংসারে ভালবাসার আশীর্বাদ নিয়ে পড়বে কি লক্ষ্মীর পা?
স্টার জলসা: সন্ধে ৬-০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: সোমবার, ১১ আশ্বিন ১৪৩৩, ইং ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, মুং ১৬ রবিয়স সানি ১৪৪৮
সূর্যোদয় ঘ ৫।৩০।৩৪
সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৪।২৮
তিথি: (ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষ) দ্বিতীয়া দং ৩৪।১৮ রাত্রি ঘ ৭।১৪
নক্ষত্র: রেবতী দং ১১।৫৫ দিবা ঘ ১০।১৭

অন্য পঞ্জিকা: সোমবার, ১০ আশ্বিন ১৪৩৩, ইং ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, হিজরি ১৬ রবিয়স সানি ১৪৪৮

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রামকৃষ্ণ মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জন্স অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

মুনিশ ঝাঝারিয়া

বণিকসভা এমসিসিআই-এর নতুন সভাপতি হলেন মুনিশ ঝাঝারিয়া। ১২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁকে ২০২৬-২৭ বর্ষের জন্য চেম্বারের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। ছবি: আজকাল

আবহাওয়া

সোমবার	সর্বোচ্চ ৩৪
আংশিক মেঘলা আকাশ।	সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস

রবিবার	সর্বোচ্চ ৩২.৪ (০)
বৃষ্টি হয়নি	সর্বনিম্ন ২৮.৮ (+১)
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯৭% ৬৮%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা জলপাইগুড়ি ৩৫.৬°

মোদির মুখে ঝড়খালির বাঘ-বিধবাদের কথা

গৌতম চক্রবর্তী

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে উঠে এল সুন্দরবনের নাম। রবিবার অনুষ্ঠানের বেশ কিছুটা সময় জুড়ে সুন্দরবন নিয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিশেষ করে ঝড়খালির বাঘ–বিধবাদের ম্যানগ্রোভ রক্ষার লড়াইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সুন্দরবনের মানুষরাই সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমকে তৈরি করছেন। স্থানীয় মানুষরাই ম্যানগ্রোভ লাগাচ্ছেন, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। আর এই মহিলাদের মধ্যে অনেকেই বাঘ–বিধবা। যাঁদের স্বামীদের জঙ্গলে মাছ বা কাঁকড়া ধরতে গিয়ে তুলে নিয়ে গেছে বাঘ। আজ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাঁচানোর জন্য তাঁরাই সবচেয়ে বেশি এগিয়ে এসেছেন।' ঝড়খালির মহিলাদের প্রশংসা করে তিনি আরও বলেন, 'আমরা যখন পরিবেশ রক্ষা করি, তখন শুধু একটা কাজ করি না, পুরো ইকোসিস্টেমকে রক্ষা করি।'

'মন কি বাত'

এদিন তিনি অসমের সোনাই–রূপাইয়ের প্রসঙ্গও তোলেন। সেখানে তিন বছর আগে অধিগৃহীত জমি মুক্ত করার পর অদ্ভুত ভাবে হাতির দল ফিরে এসেছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের ঝড়খালির মহিলাদের কথা, যাঁরা ম্যানগ্রোভ রোপণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে নতুন করে ম্যানগ্রোভ অরণ্য তৈরি করেছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখে নিজেদের প্রত্যন্ত গ্রামের প্রশংসা শুনে আপ্লুত ঝড়খালির বাঘ–বিধবা পরিবারগুলি। উল্লেখ্য, প্রতি বছর সুন্দরবনে বাঘের হামলায় বহু মানুষ প্রাণ হারান। অভিযোগ, তাঁদের পরিবারেরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণও পান না, আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'–এ তাঁদের লড়াইয়ের স্বীকৃতি পাওয়ায় নতুন করে আশার আলো দেখছেন সুন্দরবনের এই প্রান্তিক মানুষরা।

গীতা পাঠ করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নেতাজি ইনডোরে, রবিবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন কার্যকরী সভাপতি অশোক সিঙ্ঘলের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন কার্যকরী সভাপতি, হিন্দু হৃদয়সম্রাট, রাষ্ট্রবাদী, সনাতন সংস্কৃতির প্রচারক, পরমপূজ্য শ্রীঅশোক সিঙ্ঘলজির জন্মজয়ন্তীতে সশ্রদ্ধ প্রণাম।'

বর্ধমানে কার্যালয় খুলল থলপতি বিজয়ের দল

বিজয়প্রকাশ দাস
বর্ধমান, ২৭ সেপ্টেম্বর

বর্ধমান জেলায় দলীয় কার্যালয় খুলল তামিল সুপারস্টার সি জোসেফ বিজয় অর্থাৎ থলপতি বিজয়ের দল তামিলগা ভেট্রি কাজাগম (টিভিকে)। রবিবার বর্ধমান শহরের ফাগুপুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে টিভিকে–র অফিস উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোঅর্ডিনেটর সঞ্জয় ডি এবং চৈতালি রায়। ছিলেন বিভিন্ন জেলার দলীয় নেতৃত্বরাও। দলের নেতারা জানালেন, সংগঠনের পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করতে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের ওপর জোর দেওয়া হবে। তামিলনাড়ু থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেসব রাজ্যে দলের সংগঠন তৈরি হচ্ছে, সেখানে সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই পশ্চিমবঙ্গে সংগঠন বিস্তারের প্রাথমিক পর্বে সামাজিক কাজকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কলকাতার পর জেলা হিসেবে বর্ধমানের ফাগুপুরে দলীয় কার্যালয় উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে জেলায় টিভিকে–র সাংগঠনিক কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হল। জেলার বহু যুবক–যুবতী সদস্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করছেন। আমরাও চাই, শিক্ষিত ও যুব সম্প্রদায় দলে যোগ দিক। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠন বাড়ানো, সামাজিক কর্মসূচি চালানোর পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

ফাগুপুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে টিভিকের অফিস উদ্বোধন করছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কোঅর্ডিনেটর চৈতালি রায় ও সঞ্জয় ডি। বর্ধমানে, রবিবার। ছবি: প্রতিবেদক

এসআরএফটিআইয়ে ধুন্ধুমার, পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ

আজকালের প্রতিবেদন

অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত বা এবিজিপি–র (পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত) সভা চলাকালীন একদল পড়ুয়ার সঙ্গে গোলমালের অভিযোগ উঠল সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)–এ। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। দুই পক্ষ থেকেই ইট, পাটকেল ছোড়া হয়। বেশ কয়েকজন আহত হয় বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে যায় পুলিশ। উভয় পক্ষকেই সরিয়ে দেয়। রাত পর্যন্ত গোলমাল চলে। রবিবার এসআরএফটিআই–এর প্রেক্ষাগৃহে সভা করছিল 'অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত' বা এবিজিপি (পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত)। অভিযোগ, কিছু পরেই ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ে আপত্তি তোলা হয় পড়ুয়াদের একাংশের তরফ থেকে। প্রেক্ষাগৃহের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। কেন বেসরকারি সংগঠনকে ক্যাম্পাসে সভা করতে দেওয়া হল, রেজিস্ট্রারের কাছে তা জানতে চান তাঁরা। এবিজিপি–র অভিযোগ, তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়।

এ প্রসঙ্গে এবিজিপি–র রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ রায় বলেন, '১৫ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে, কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমরা সভা করছিলাম। আমাদের সংগঠন মূলত ক্রেতাসুরক্ষা, ক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে। কিন্তু আমাদের সভা বানচাল করার চেষ্টা করা হয়। ভারত মাতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়।' এসআরএফটিআইয়ের ছাত্র সংসদ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'কর্মসূচির অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে ছাত্র সংসদ বা সাধারণ শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে কোনও তথ্য জানানো হয়নি। দুপুরে শিক্ষার্থীরা মূল প্রেক্ষাগৃহে পোস্টার লাগাতে যান। শিক্ষার্থীদের না জানিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলাই ছিল পোস্টার লাগানোর উদ্দেশ্য। এটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। প্রেক্ষাগৃহে পড়ুয়াদের প্রবেশ রুদ্ধ হয়। সেখানে বেসরকারি সংগঠনের লোকজন এসে সভা করছিলেন। আমরা কয়েকজন তার প্রতিবাদ করি। তখনই আমাদের 'দেশবিরোধী' এবং 'আরবান নকশাল' বলে আক্রমণ করা হয়। তারপর কয়েকজন মারধর শুরু করে। বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী লাইব্রেরির ভেতরে আশ্রয় নেন। ওই দলটি তাদের পিছু নিয়ে সেখানেও যায় এবং লাইব্রেরিয়ানকেও লাঞ্ছিত করে।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ঘটনার নিন্দা করে বলেন, 'আমরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' এবিভিপি–র কলকাতা মহানগর সম্পাদক স্বাধীন হালদার জানিয়েছেন, 'জাতীয়তাবাদি কার্যক্রম চলাকালীন একটি অতিবাম সংগঠন আক্রমণ করেছে। দ্রুত তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। পুলিশ, প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উদ্যোগ

মুম্বইয়ে ৭৫ হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হল ডুয়ার্সের চা

পার্থসারথি রায়
জলপাইগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর

মুম্বইয়ে চায়ের একটি সরকারি প্রদর্শনীতে ৭৫ হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হল ডুয়ার্সের চা। ময়নাগুড়ির জামতলা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে তৈরি প্রায় সমস্ত চা বিক্রি হয়ে যায় সেই প্রদর্শনীতে। ডুয়ার্সের অর্থোডক্স চায়ের এই বিপুল পরিমাণ চাহিদা দেখে খুশি জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা–চাষি সংগঠনের সদস্যরা।

ভারতীয় চা পর্ষদের উদ্যোগে ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে আয়োজিত হয়েছিল 'ইন্ডিয়া টি ইনোভেশন এক্সপো'। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি চায়ের এই বিশেষ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের ৭ জন ক্ষুদ্র চা–চাষি। তাঁদের উৎপাদিত বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু চা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছে সেখানে। প্রদর্শনীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সিটিসি চা, অর্থোডক্স চা, হোয়াইট টি, ব্লু টি, গ্রিন টি–সহ বিভিন্ন ধরনের চা। সেখানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় উত্তরবঙ্গের চা দারুণ ভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র চা–চাষিদের মাধ্যমে পরিচালিত সমবায়ভিত্তিক চা ফ্যাক্টরি 'জয় জল্পেশ' সংস্থার সমস্ত চা সেখানে বিক্রি হয়ে যায়। পাশাপাশি, প্রচুর নতুন ক্রেতার সন্ধান পাওয়া গেছে সেখানে। এছাড়া ময়নাগুড়ি ব্লকে পরিচালিত জামতলা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে তৈরি হোয়াইট টি ৭৫ হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে সেখানে। পাশাপাশি কককুরা, নতুন বস্তি, ধারিকামারি গোষ্ঠীর প্রদর্শিত চা বিক্রি ভাল হয়েছে সেখানে।

দেশের বাণিজ্যনগরীতে ডুয়ার্সের চা আকাশছোঁয়া মূল্যে বিক্রি হওয়ায় খুব খুশি জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা–চাষিরা। জানিয়েছেন জেলা ক্ষুদ্র চা–চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী।

মুম্বইয়ে 'ইন্ডিয়া টি ইনোভেশন এক্সপো'য় নিজের হাতে তৈরি চা বিক্রি করেছেন জামতলা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য দীপ্তি রায়। ছবি: সংগৃহীত

দোকানে মালিকের নাম, পরিচয় প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে

গিরিশ মজুমদার
শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর

শিলিগুড়ি শহরের প্রতিটি দোকান, স্ট্রিট হকার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মালিকের নাম ও পরিচয় স্পষ্ট ভাবে প্রদর্শনের দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের শিলিগুড়ি মহানগর শাখার পক্ষ থেকে শহরের চারটি প্রধান থানায় একযোগে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, শিলিগুড়ি থানা, প্রধাননগর থানা, ভক্তিনগর থানা এবং নিউ জলপাইগুড়ি থানায় স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দাবি জানানো হয়েছে, থানা এলাকার অন্তর্গত প্রতিটি স্থায়ী দোকান, ফুটপাতের হকার, অস্থায়ী বিক্রেতা এবং সমস্ত ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান স্থানে মালিক বা প্রোপ্রাইটরের নাম, ট্রেড লাইসেন্স এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দাবি

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের শিলিগুড়ি মহানগর সংযোজক অভিষেক দাস বলেন, 'বর্তমানে শহরের অনেক দোকান বা স্টলে প্রকৃত মালিক কে, তা সাধারণ মানুষ জানতে পারেন না। অনেক সময় বেনামে ব্যবসা চলে। মালিকানার তথ্য স্পষ্ট ভাবে প্রদর্শিত থাকলে সাধারণ ক্রেতারা সহজেই জানতে পারবেন তিনি কার কাছ থেকে জিনিস কিনছেন। এতে ব্যবসায় স্বচ্ছতা বাড়বে।' তাঁর দাবি, 'কোনও ভেজাল, প্রতারণা বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে পুলিশ–প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দ্রুত চিহ্নিত করে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে। এটি কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, এটি সম্পূর্ণ ভাবে আইনশৃঙ্খলা ও ক্রেতাসুরক্ষার স্বার্থে।'

সংগঠনের পক্ষ থেকে পুলিশ–প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে দ্রুত আইনসঙ্গত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। এই দাবি মানা না হলে আগামিদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

বৈঁক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

বেকবাগান শাখা
৩, মৃগেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা–৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। ই–মেল: dbdeck@bankofbaroda.bank.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(১)–সহ পঠনীয় পরিশিষ্ট IV অনুসারে]

যেহেতু, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদার** অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১০.০৭.২০২৬** তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **১০.০৭.২০২৬–এর ভিত্তিতে ₹৩৫,৩৬,৫৭০.৫৫ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র),** তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি পরিশোধের জন্য **ঋণগ্রহীতা মেসার্স মা মনসা ট্রেডিং কোং, প্রোপ্রাইটর: মিসেস ইন্দু ভৌমিক**–এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্ট–এর ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **₹৩৫,৩৬,৫৭০.৫৫ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র), তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি সমেত ব্যাঙ্ক অফ বরোদার প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।**
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকাধীনে সামান্য কমবেশি ০৬ কাঠা ০৫ ছটাক ১৬ বর্গফুট জমির প্লটের অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ, তৎসহ এই জমিতে নির্মিত 'শ্রীজি টেরেস অ্যাসোসিয়েশন' নামক জি+4 তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের যৌথ এলাকা, সাধারণ সুযোগ–সুবিধা, এজমালি ইত্যাদি ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে (উত্তর দিক খোলা) সামান্য কমবেশি ২৪৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট শপ নং ৩–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ১০২/৩এ, ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি রোড (আগে পরিচিত ছিল বেলিয়াঘাটা মেন রোড নামে), ওয়ার্ড নং ০৩৩, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা– বেলিয়াঘাটা, পিন–৭০০০১০, স্বত্বধারক: মিসেস ইন্দু ভৌমিক ও মিঃ শুভজিৎ ভৌমিক। চৌহদ্দি: উত্তর– বেলিয়াঘাটা মেন রোড, যা বর্তমানে ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি রোড নামে পরিচিত; দক্ষিণ– অংশত প্রেমিসেস নং ১০২, বেলিয়াঘাটা মেন রোড এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৬, খোদাগঞ্জ রোড; পূর্ব– প্রেমিসেস নং ১০২/৩, বেলিয়াঘাটা মেন রোড; পশ্চিম– ২০ ফুট চওড়া খোদাগঞ্জ রোড।

(সুধীর কুমার গুপ্তা)
তারিখ: ২৫.০৯.২০২৬ — চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা — ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
Aadhar Housing Finance Ltd
কর্পোরেট অফিস: অফিস নং ৫০১ ও ৫০৩, ফ্লোর নং ৫, লাইটব্রিজ, সাকি বিহার রোড, আন্ধেরি (ইস্ট), মুম্বই সাবার্বান (জেলা), মহারাষ্ট্র–৪০০০৭২
বর্ধমান শাখা অফিস: ফার্স্ট ফ্লোর, গোপাল ভবন, হোল্ডিং নং ৩৯, মৌজা– ইচলাবাদ, ওয়ার্ড নং ১০, বর্ধমান–৭১৩১০৩, পশ্চিমবঙ্গ

দখল বিজ্ঞপ্তি [পরিশিষ্ট–IV] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি কোম্পানির অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ও তদুপরি সুদ সমেত এএইচএফএল–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং	ব্রাঞ্চের নাম / ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১.	(লোন কোড: ০৬৪০০০০১১৯৭; বর্ধমান শাখা) প্রয়াত শেখ নূর হোসেন (আইনি উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব) (ঋণগ্রহীতা) মাসুদ হোসেন (সহ–ঋণগ্রহীতা)	২২০ বর্গফুট মাপের পাকা কাঠামো সহ কমবেশি ৫ শতক জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা–গোয়ালমোড়, জে এল নং ৪২, এল আর খতিয়ান নং ২২৪ (দলিল অনুসারে), আর এস ও এল আর প্লট নং ৩৩৩, থানা পোলবা, জেলা হুগলি। চৌহদ্দি: পূর্ব: তোরাপ আলি মণ্ডলের বাড়ি; পশ্চিম: ৮ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; উত্তর: ১২ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; দক্ষিণ: ৮ ফুট চওড়া রাস্তা।	০৯.০১.২০২৬ ₹২,১৩,৫২৮/–	২৬.০৯.২০২৬

স্থান: বর্ধমান — অনুমোদিত আধিকারিক
তারিখ: ২৮.০৯.২০২৬ — আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
CIN: U67100MH2007PLC174759
রেজিস্টার্ড অফিস: এডেলওয়েইস হাউস, সিএসটি রোডের ওপর, কলিনা, মুম্বই–৪০০০৯৮

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ('রুলস')–এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১)–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এখানে নীচে উল্লিখিত ভারার্পণকারীগণের (এখানে এর পরে 'ভারার্পণকারী/ প্রকৃত ঋণদাতা' হিসেবে উল্লিখিত) আর্থিক সুবিধাবলি এখানে নীচের টেবিলে উল্লিখিত বিবিধ ট্রাস্টের ট্রাস্টিরূপে ক্রিয়াশীল **এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (ইএআরসি)**–এর অনুকূলে অর্পণ করা হয়েছে। উক্ত ভারার্পণের প্রেক্ষিতে ইএআরসি ভারার্পণকারীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে এর অধিকার প্রয়োগ করছে। সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ক্রিয়াশীল **ইএআরসি**, সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারা ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থান অনুসারে নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির দখল নিয়েছে।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে ১৫/৩০ দিনের এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যার মাধ্যমে সর্বসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার(গণ)–এর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ইএআরসি–র পাওনা অর্থাঙ্ক (তৎসহ পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, অন্যান্য খরচ/ মাশুল) পুনরুদ্ধারের জন্য সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক ('এও') দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। প্রতিটি সম্পত্তির পাশে এর সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা হয়েছে।

নিলাম হতে চলা সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিশদ তথ্য:

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	ট্রাস্টের নাম	২৪.০৯.২০২৬ অনুযায়ী মোট বকেয়া	সংরক্ষণ মূল্য (₹)	বায়না জমা বা ইএমডি (₹)	নিলামের তারিখ ও সময়	দখলের প্রকৃতি
১	629477086, 629877703 এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিঃ	১. মিঃ আলম পারভেজ (ঋণগ্রহীতা) ২. মিসেস খাতুন সাবানা (সহ–ঋণগ্রহীতা)	ইএআরসি–ট্রাস্ট–এসসি–৪৬৯	₹ ৪৬,২৯,৫৫৮.০১	₹ ১৫,০০,০০০/–	₹ ১,৫০,০০০/–	১৫.১০.২০২৬ বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট	বাস্তবিক
সম্পত্তির বিবরণ: সম্পত্তিটি ফ্ল্যাট নং ৫৩০৪, মাপ ৯৬৮ বর্গফুট (৮৯.৯৬ বর্গ মিটার) (আনুমানিক), থার্ড ফ্লোরে, ব্লক ৫, তৎসহ একটি কভার্ড কার পার্কিং স্পেস নং সি–৬৬, সোয়ান গ্রিন নামে কমপ্লেক্সে, কমবেশি ২১৪.৬১৫ ডেসিমেল মির উপর নির্মিত, মৌজা রসপুঞ্জ, জে এল নং ১৫, আর এস দাগ নং ১৮৪২, ১৮৪৪, ১৮৯৮, এল আর দাগ নং ১২৫১, ১২৫৩, ১২৫৪, ১৩০৯, এল আর খতিয়ান নং ৪৪১৬, ৪৪৮৪, ৪৪৮২, ৪৪৭৭, ৪৪৭৯, ৪৪৯৩, ৪৪৭৮, ৪৪৮৩, ৪৪৭৫, ৪৪৮১, ৪৪৯০, ৪৪৯১, ৪৪৮৭, ৪৪৮৯, ৪৪৯৪, ৪৪৯৬, ৪৪৯৫, ৪৪৮৮, ৪৪৮৫, ৪৪৯২, ৪৪৮৬, ৪৪৮০, ৪৪৭৬, রসপুঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা বিষ্ণুপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর: ফ্ল্যাট নং ৫৩০৩; দক্ষিণ: সিঁড়ি; পূর্ব: ফাঁকা জায়গা; পশ্চিম: ফ্ল্যাট নং ৫৩০১।								
২	KOLHL17000405/ এল অ্যান্ড টি ফিনান্স লিমিটেড	১. মেসার্স গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড আয়ুর্বেদিক কোং প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ডিরেক্টর মিঃ অমিত গুপ্তা ২. মিঃ অমিত গুপ্তা (সহ–ঋণগ্রহীতা)	ইএআরসি–ট্রাস্ট–এসসি–৩৯৬	₹ ১,৮৮,২৬,৬৬০.৮২	₹ ৭২,৩০,০০০/–	₹ ৭,২৩,০০০/–	৩০.১০.২০২৬ দুপুর ১২টা	বাস্তবিক
সম্পত্তির বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৮২ এর অংশে নির্মিত ন্যাচারাল ভিউ নামে বিল্ডিংয়ের সেগমেন্ট নং ২ এর ফার্স্ট ফ্লোরে বাণিজ্যিক ইউনিট নং আইই–এর সমগ্র, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০০ বর্গফুট, সেগমেন্টের নিচের জমির অবিভক্ত অংশ সহ, বিধাননগর রোড (পূর্বে উল্টাডাঙা মেন রোড হিসাবে পরিচিত), কলকাতা–৭০০০৬৭, থানা মানিকতলা, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস শিয়ালদহ, কলকাতা পুরনিগমের এলাকাধীন এবং প্রেমিসেসের চৌহদ্দি: উত্তর: ক্যানাল রোড (পূর্বে নিউ কাট ক্যানাল রো) হিসাবে পরিচিত পুর রাস্তা; পূর্ব: ভারত সরকারের রেল দফতরের জমি এবং তার উপর পূর্ব রেলের রেললাইন; দক্ষিণ: বিধাননগর রোড (পূর্বে উল্টাডাঙা মেন রোড হিসাবে পরিচিত) হিসাবে পরিচিত পুর রাস্তা; পশ্চিম: প্রেমিসেস নং ৮২, বিধাননগর রোড, কলকাতার অংশ হিসাবে সমগ্র সম্পত্তির বাকি অংশ।								
৩	14459785, 9156538 এইচডিবি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড	১. মেসার্স সিং ট্রেডার্স (ঋণগ্রহীতা) ২. মিসেস মঞ্জু সিং (সহ–ঋণগ্রহীতা) ৩. মিঃ সুনীল সিং (সহ–ঋণগ্রহীতা)	ইএআরসি–ট্রাস্ট–এসসি–৪৮২	₹ ৯৫,১৮,৮৪৬.১০	₹ ৬৫,১০,০০০/–	₹ ৬,৫১,০০০/–	৩০.১০.২০২৬ দুপুর ১২টা	বাস্তবিক
সম্পত্তির বিবরণ: দোতলা পাকা বিল্ডিংয়ের অংশ সহ জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মাপ ১৮০৮.৭৫ বর্গফুট বা ৪.১৫ ডেসিমেল, ৫ কাঠা, ৪ ছটাকের মধ্যে, মৌজা আলমগঞ্জ, জে এল নং ৩১, পূর্বের এল আর খতিয়ান নং ২৮১, আর এস প্লট নং ১৩১, এল আর প্লট নং ২৫৪, এল আর খতিয়ান নং ৩৫০৩, বর্ধমান পুরসভার ওয়ার্ড নং ২২, হোল্ডিং নং ৬, মহল্লা–মোতিবাগ, থানা বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, এডিএসআর অফিস বর্ধমানের অধিক্ষেত্রাধীন। চৌহদ্দি: দলিল নং I–০২০৩০৩২৩৭১২০১৬ অনুসারে সীমানা চিহ্নিত: উত্তর: অংশত আর এস প্লট নং ১৩১; পূর্ব: ১২ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; দক্ষিণ: অংশত আর এস প্লট নং ১৩১; পশ্চিম: অংশত আর এস প্লট নং ১৩১।								

নিলাম প্রক্রিয়া সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

১.	ইএমডির ডিমান্ড ড্রাফ্ট (ডিডি) 'EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED- EMD ACCOUNT'–এর অনুকূলে ও 'Mumbai'–তে প্রদেয় হতে হবে	
২.	আরটিজিএস–এর মাধ্যমে ইএমডি আদায় দেওয়া যাবে এখানে: **অ্যাকাউন্টের নাম:** 'EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED- EMD ACCOUNT', **অ্যাকাউন্ট নং:** 000405158602; **ব্যাঙ্কের নাম:** ICICI BANK; **আইএফএস কোড:** ICIC0000004	
৩.	ইএমডি জমার শেষ তারিখ	নিলামের ১ দিন আগে পর্যন্ত জমা নেওয়া হবে
৪.	বিড জমার স্থান	১ম ফ্লোর (দ্বিতীয় তল), এডেলওয়েইস হাউস, সিএসটি রোডের ওপর, কলিনা, মুম্বই–৪০০০৯৮
৫.	নিলামের স্থান (নিলামের ওয়েবসাইট)	ই–নিলাম (https://auction.edelweissarc.in)
৬.	যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য	টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ২৬৬ ৬৫৪০, ওয়েবসাইট: https://auction.edelweissarc.in/
৭.	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	আগাম যোগাযোগ সাপেক্ষে

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক ইএআরসি–র ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **https://auction.edelweissarc.in**–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন
তারিখ: ২৮.০৯.২০২৬, স্থান: কলকাতা — **স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড–এর পক্ষে**
Edelweiss Asset Reconstruction

GRIHUM
গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, 'বি' বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুনো, লোহেগাঁও, পুণে, মহারাষ্ট্র–৪১১০১৪
ব্রাঞ্চ অফিস ইউনিট: ৩ নং ফ্লোর, ১৭৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি টি রোড), ডানলপ, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৩৫

ই–নিলাম–বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('অ্যাক্ট') অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (উক্ত অ্যাক্ট অনুসারে এখানে এর পরে 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' হিসেবে উল্লিখিত)–এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত এই পরিসম্পদগুলি **৩০.১০.২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, **https://www.bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্য নিলাম পরিচালিত হবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক জিএইচএফএল/ সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.grihumhousing.com** দেখুন।

ক্রম নং	প্রোপোজাল নম্বর গ্রাহকের নাম {A}	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক {B}	দখলের প্রকৃতি {C}	সম্পত্তির বিবরণ {D}	সংরক্ষণ মূল্য {E}	ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) {F}	ইএমডি জমার শেষ তারিখ {G}	বিড বাড়ানোর মূল্য {H}	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় {I}	নিলামের তারিখ ও সময় {J}	জানা দায়/ আদালতের মামলা (যদি থাকে) {K}
১	লোন নং: HF0011H21100055 অভিজিৎ দেবনাথ (ঋণগ্রহীতা) প্রীতিকণা দেবনাথ (সহ–ঋণগ্রহীতা)	নোটিসের তারিখ: ০৭.১১.২০২৪ মোট বকেয়া: ₹৫,৯৬,২৪১/– (পাঁচ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুশো একচল্লিশ টাকা মাত্র), ০৭.১১.২০২৪ তারিখের ভিত্তিতে, তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৭.৫% হারে সুদ	বাস্তবিক	কমবেশি ২ কাঠা, ৮ ছটাক ও ৪ বর্গফুট জমির প্লটের উপর নির্মিত জি+২ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরের সমগ্র, মাপ ৩০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) যার অবস্থান: মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৫/৯/৭/১, হাজার হাত কালীতলা লেন, থানা শিবপুর, জেলা হাওড়া, হাওড়া পুরনিগমের ওয়ার্ড নং ৪২, সম্পাদিত বিক্রয় দলিলে বিশেষভাবে উল্লিখিত। **প্লটের চৌহদ্দি:** পূর্ব: সুচিত্রা গোস্বামীর জমি ও বাড়ি; পশ্চিম: হাজার হাত কালীতলা লেনের রাস্তা; উত্তর: শান্তিপ্রভা দত্তর জমি ও বাড়ি; দক্ষিণ: বেলা সরকারের জমি ও বাড়ি।	₹৭০৮৭৫০.০০/– (সাত লক্ষ আট হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র)	₹৭০৮৭৫.০০/– (সত্তর হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা মাত্র)	২৯.১০.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	₹ ১০,০০০/–	২৬.১০.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে)	৩০.১০.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য
২	লোন নং: LAP06172000000050444667 এবং LAP 05622000000005010670 রবিউল হক লস্কর (ঋণগ্রহীতা) সাবাহাত লস্কর (সহ–ঋণগ্রহীতা)	নোটিসের তারিখ: ১০.০৫.২০২৫ মোট বকেয়া: ₹১৩৫৮৪৩০.০০/– (তেরো লক্ষ আটান্ন হাজার চারশো তিরিশ টাকা মাত্র) যা LAP06172000000005044667–তে ₹২৩৩৪৭১.০০/– এবং LAP 05622000000005010670–তে ₹১১২৪৯৫৯.০০/– বকেয়া সহ ১০.০৫.২০২৫ তারিখের ভিত্তিতে, তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৮.৩৫% ও ১৮.৩৫% হারে সুদ	বাস্তবিক	দাগ নং ৯৪১–তে ৮ ডেসিমেল জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা–ভাগানখালি, জে এল নং ৬৯, তৌজি নং ২১৪ বি ১, আর এস খতিয়ান নং ১২০৯, ১১৮১, এল আর খতিয়ান নং ৪৪৭, হোল্ডিং নং ৫০০৭, পিন কোড ৭৪৩৩২৯, থানা বাসন্তী, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। **প্লটের চৌহদ্দি:** উত্তর: ৬ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ: ইলিয়াস লস্করের সম্পত্তি; পূর্ব: আবুল কালাম আজাদের সম্পত্তি; পশ্চিম: আবুল কাহার লস্করের সম্পত্তি।	₹১৬,২৪,৭৬৬.০০/– (ষোল লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশো ছেষট্টি টাকা মাত্র)	₹১,৬২,৪৭৬.৬০/– (এক লক্ষ বাষট্টি হাজার চারশো ছিয়াত্তর টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র)	২৯.১০.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	₹ ১০,০০০/–	২৬.১০.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে)	৩০.১০.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য

নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে সুরক্ষিত ঋণদাতার শাখায় এসে নিলামে তোলা সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করে নিজস্ব অনুসন্ধান চালিয়ে সম্পত্তি সংক্রান্ত অতিরিক্ত চার্জ, দায়ভার ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সম্পর্কে জেনে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার জন্য আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তির ওপর নির্ধারিত সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল/ জল কর ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ বকেয়া সফল বিডারকেই প্রদান করতে হবে।
যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই সম্পর্কিত পোর্টালে আগ্রহী বিডারদের নাম রেজিস্টার করিয়ে নিতে হবে এবং ই–বিডিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড নিলামের সার্ভিস প্রোভাইডার সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, গুড়গাঁও, হরিয়ানা–১২২০০৩, হেল্পলাইন নম্বর: ৭২৯১৯৮১১২৪, ২৫, ২৬, সাপোর্ট ই–মেল আইডি: Support@bankeauctions.com, **যোগাযোগের ব্যক্তি: ধরণী পি, ই–মেল আইডি: dharani.p@c1india.com, যোগাযোগের নম্বর: ৯৯৪৮১৮২২২২–এর থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে।** অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, আগ্রহী বিডাররা কেবলমাত্র এঁদের থেকেই ই–নিলামের অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। **২৯.১০.২০২৬** বা তার আগে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত বা তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে এনইএফটি/ আরটিজিএস/ ডিমান্ড ড্রাফ্ট রূপে 'Grihum Housing Finance Limited- Auction Proceeds A/c' (ব্যাঙ্কের নাম: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 091551000028; আইএফএস কোড: ICIC0000915, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, পঞ্চশীল টেক পার্ক, গণপতি চকের কাছে, ৪৩/৪৪, বিমান নগর–৪১১০১৪)–এর অনুকূলে জমা দিয়ে https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্টার করবেন এবং সার্ভিস প্রোভাইডারের থেকে বিনামূল্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নেবেন। ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশনের পরে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা নিম্নলিখিত আপলোড করা নথিগুলি ই–মেলের মাধ্যমে প্রেরণ করবেন এবং **এগুলির স্ব–স্বাক্ষরিত মুদ্রিত প্রতিলিপি জমা দেবেন এই ঠিকানায়: ৩ নং ফ্লোর, ১৭৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি টি রোড), ডানলপ, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৩৫, মোবাইল: +৯১–৮২৮১১৩৮১৪৩, ই–মেল আইডি: p.adith@grihumhousing.com।** শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে এবং ই–নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankeauctions.com** এবং **www.grihumhousing.com** দেখুন।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অধীনে সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিসটি ৩০ দিনের নোটিস হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে।
ইংরেজি সংবাদপত্র ও আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনও ফারাক পরিলক্ষিত হলে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড সংবাদপত্রে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ভাষ্য সঠিক রূপে বিবেচিত হবে।
তারিখ: ২৮.০৮.২০২৬; স্থান: পশ্চিমবঙ্গ — **স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**

আজকাল

৪৬ বর্ষ ১৮৬ সংখ্যা ১০ আশ্বিন ১৪৩৩ সোমবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

স্বাগত ব্রাজিল

এখন কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের সমর্থক অনেক বেড়ে গেলেও, এখনও ব্রাজিল সমর্থকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ১৯৭৭ সালে কসমস দলের হয়ে পেলে কলকাতায় খেলে গেলেও, ব্রাজিল টিম এই প্রথম আসছে। পাঁচবারের বিশ্বকাপজয়ী দেশ এখন পিছিয়ে পড়েছে, তবু পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ। পুরনো ঘরানা ছেড়ে পেলের দেশ এখন ইওরোপীয় ঘরানায় ঢুকেছে অনেকটা। কারণ, সেরা ফুটবলাররা সারা বছর খেলেন ইওরোপের নানা দেশের লিগে। এখন তো কোচও ইওরোপীয়। তবু ভিনিসিয়াস জুনিয়র আছেন, দেশের নাম ব্রাজিল, ওদের সফর ঘিরে উৎসাহ প্রবল। বেসুরে বাজলেন বাইচুং ভুটিয়া। বললেন, ৫০ কোটি খরচে ব্রাজিলের একটা ম্যাচের বদলে, এই অর্থ ভারতের ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট স্কিমে দিলে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি হতে পারত। যুক্তি আছে অবশ্যই। কলকাতায় দাপটের সঙ্গে খেলে গেছেন ব্রাজিলের ডগলাস। তিনিও বাইচুংয়ের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। বললেন, এই ম্যাচটায় যদি ব্রাজিল ৫–৭ গোলে জেতে, ওদের লাভ হবে না, প্রস্তুতি হবে না। বিশ্বকাপ চার বছর দূরে, এই সময় সেই প্রস্তুতি নয়। অর্থ এবং শুভেচ্ছা–দৌত্য। ডগলাসও ৫০ কোটি টাকা ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট স্কিমে খরচ চাইছেন। এই ম্যাচে ভারতের দু–তিনজন, আশা করি, ভাল খেলবেন। ওঁরা এবং অন্যরা অনুপ্রাণিত হবেন। দর্শকরা আন্তর্জাতিক মানের দলকে দেখবেন। আবার, ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট স্কিমও গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়ে উদীয়মানদের উন্নতিতে অর্থ মঞ্জুর সম্ভব। দুটোই দরকার। ‘অথবা’ নয়, ‘এবং’।

প্রিয় সম্পাদক

অভাব অভিযোগ

অসহনীয় বিলম্ব

দক্ষিণ–পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া–খড়্গপুর শাখায় বিলম্বে ট্রেন চলাচল কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, বরং রোজকার নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে, কোভিড–পর্বের সময় থেকে এ নিয়ে সাধারণ নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অথচ, রেল কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। সবচেয়ে অবাক করে, কোনও রকম আগাম ঘোষণা ছাড়াই সংশ্লিষ্ট শাখায় সাধারণ ‘ইমু’ লোকাল প্রায়শই বাতিল করে দেওয়া হয়। সমস্যায় পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। এই শাখায় বহু গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের উপস্থিতি এবং সে কারণেই নৈমিত্তিক হাজার–হাজার নিত্যযাত্রী ট্রেন ধরে যাতায়াত করেন। হাওড়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, এই তিনটি জেলাকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে এই শাখা। দৈনন্দিন কাজের সূত্রে তো বটেই, এমনকী বয়স্ক ও শিশুদের চিকিৎসার জন্যও অসংখ্য মানুষ কলকাতায় আসেন দূরবর্তী অঞ্চল থেকে ট্রেনে চেপেই। এককথায়, আবাদা, সাঁকরাইল, উলুবেড়িয়া, বাগনান, বীরশিবপুর বা আরও দূরের দেউলটি বা দুই মেদিনীপুরের কোলাঘাট, মেচেদা, ভোগপুর, পাঁশকুড়া, ক্ষীরাই, বালিচক, শ্যামচক বা আরও অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও মানুষ শহরে এসে পৌঁছোন। এবং সেক্ষেত্রে হাওড়া–খড়্গপুর শাখার এই লোকাল ট্রেনগুলিই তাদের কাছে জীবনরেখা। অথচ সকাল থেকে রাত, এমনকী দিনের ব্যস্ত সময়েও এই শাখার প্রায় সমস্ত লোকালই ৩০–৩৫ মিনিট দেরি করে চলে। রোজকার এই নিয়মমাফিক বিলম্ব সত্যিই ক্রমশ ‘অসহনীয়’ হয়ে উঠছে। কবে যে রেল কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙবে, কে জানে!

● *অনিলেশ চট্টরাজ*
বীরশিবপুর, হাওড়া

নামেই সল্টলেক!

বাংলা ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে, বর্ষার অবসান ঘটেছে। কিন্তু মাঝেমধ্যেই যেরকম বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে অনেকেই আশঙ্কা করতে শুরু করেছেন, এবার পুজোতেও হয়তো ভিজে–ভিজেই ঠাকুর দেখতে হতে পারে। তবে তার আগে বলা দরকার, শহর কলকাতা এবং সন্নিহিত মফস্সল অঞ্চলের বেহাল রাস্তাঘাটগুলোর কথা। গত কয়েক বছর ধরেই বর্ষা এই দক্ষিণবঙ্গে একটু বেশিই সময় কাটাচ্ছে। তার ওপর স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষের লাগাতার গাফিলতিতে কলকাতার পাশাপাশি ছোট শহরের অধিকাংশ পথঘাট বেজায় খারাপ অবস্থায় রয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই যানবাহনের ভিড় থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে সাধারণ মানুষকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। না হলেই বিপদ। লবণহ্রদের কথাই ধরা যাক। নামেই সল্টলেক, ঝাঁ–চকচকে ব্যাপার। এই শেষ বর্ষায় একবার যদি করুণাময়ী থেকে বাস বা নিজস্ব যানে ৮ নং জলট্যাঙ্কের রাস্তায় সফর করেন, তাহলেই বুঝবেন। এমনকী সেক্টর–৫ মেট্রো স্টেশন থেকে সোজা যে রাস্তাটি কাঠগোলা, ৪ নং হয়ে পিএনবি–র চার মাথার মোড় অভিমুখে এসেছে, সে রাস্তার হালও যথেষ্টই খারাপ। আর খোদ সেক্টর–৫ অঞ্চলের এসডিএফ থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত এবড়ো–খেবড়ো খানা–খন্দে ভরা রাস্তার কথা না হয় বাদই দিলাম। সামনেই পুজো। অন্য বছরগুলোর মতোই পুর কর্তৃপক্ষ এবারও নিশ্চিত ভাবেই জোড়াতাপ্পি মেরে রাস্তা মেরামতির কাজটা সেরে ফেলবেন। কিন্তু, তা ক’দিন টিকে থাকবে, সংশয় সে নিয়েই।

● *বারীন্দ্রমোহন সাহা*
সল্টলেক, কলকাতা ৯১

আস্ত ‘নরক’

বৃষ্টির মরশুমে অন্য আরও অনেক কিছুর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ দ্বিগুণ করে তোলে খারাপ রাস্তাঘাট। কলকাতা শহরের সাধারণ নাগরিকেরাও যেমন এর ভুক্তভোগী, তেমনই কলকাতা লাগোয়া হাওড়া বা হুগলি জেলার মানুষকেও ফি–বছরই নিয়মিত এই ভোগান্তি পোহাতে হয়। কলকাতার কেন্দ্রস্থলে কর্মস্থল হওয়ায় নিয়মিতই হাওড়ার বালি থেকে বাস মারফত সেখানে পৌঁছোতে হয়। যাত্রাপথে এমনকী অফিস–টাইমেও বাসের গতিবেগ থাকে খুবই কম। তার অন্যতম প্রধান কারণ, জি টি রোডের বেহাল দশা। বালি হাউসের পর অপরিসর রাস্তা খানা–খন্দ, গর্তে ভর্তি। বেলুড় মঠের পর রাস্তার অবস্থা সামান্য ভাল তাতে সন্দেহ নেই, তবে, লিলুয়া ডন বস্কো থেকে জয়সওয়াল হাসপাতালের মধ্যবর্তী রাস্তা যে কোনও নিত্যযাত্রী বা অটো–টোটো বা দু’চাকার চালক ও সওয়ারিদের কাছে বেশ কষ্টকর। হাওড়া অভিমুখের যানকে জয়সওয়াল হাসপাতালের মোড় থেকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এই রাস্তার নাম নস্করপাড়া রোড। বর্ষাকালে এটি মরণফাঁদে পরিণত হয়। অজস্র ছোট–বড় গর্ত, সেগুলিতে বৃষ্টির জল জমে প্রায় ছোটখাটো চৌবাচ্চা তৈরি হয়েছে। টানা বৃষ্টিতে রাস্তার পাশের নর্দমার জল তাতেই এসে মিশছে। ওই রাস্তাতেই রয়েছে এলাকার সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত আবর্জনাগার। বর্ষায় সেটির অবস্থা আরও খারাপ। বছরের পর বছর এ ভাবেই দেখে আসছি। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনের কোনও পদক্ষেপ নেই।

● *সুমন্ত্র ভট্টাচার্য*
উত্তরপাড়া, হুগলি

পানিহাটিতে পথকুকুরের দৌরাত্ম্য

পানিহাটির পাড়ায় পাড়ায় পথকুকুরদের দৌরাত্ম্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। এই ওয়ার্ডে বড় রাস্তা–সহ অলিতে–গলিতে প্রতিদিন পথকুকুরের সংখ্যা বাড়ছে এবং নাগরিক জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। মানুষ দিনে–রাতে এদের দৌরাত্ম্যে আতঙ্কিত। ইতিমধ্যেই আকস্মিক ভাবে পথকুকুরদের আক্রমণে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। বি টি রোড থেকে গঙ্গা–তীরবর্তী অঞ্চলে রাস্তার মোড়ে, দোকানের সামনে, মানুষের সদর দরজার সামনে এই পথকুকুরদের সকাল–সন্ধে খাওয়ানো হয়। পথচারী, গৃহস্থ, অফিসযাত্রী, স্কুলপড়ুয়া— প্রত্যেকের কাছে এ এক আতঙ্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। অথচ সারমেয়প্রেমীরা এসব বিষয়ে উদাসীন। দিনে দিনে এলাকায় সারমেয়প্রেমীর

সংখ্যাও বাড়ছে। এলাকার মানুষের দাবি, অবিলম্বে এ ব্যাপারে পুরসভা ও পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। সারমেয়দের অত্যাচার বন্ধ হোক।

● *স্নেহাশিস সান্যাল*
পানিহাটি

রাস্তা সংস্কার ও বাস চলাচল ব্যবস্থা

মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা থানার অন্তর্গত বালি গ্রাম থেকে রামপুরহাট একটি বাস সকাল ৫টায় চলাচল করে ডাকাতিয়া পোতা গ্রামের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে ডাকাতিয়া পোতার রাস্তা সমস্ত যানবাহন চলাচলের অযোগ্য। ফলে, সংস্কার জরুরি। কিন্তু ডাকাতিয়া পোতা থেকে রেজিনগর পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা ভীষণ খারাপ। বালি থেকে পাটিকাবাড়ি, সর্বাঙ্গপুর এবং সাহেবনগর (নদিয়া) রাস্তাগুলিরও সংস্কার জরুরি। বালি থেকে সাহেবনগর হয়ে বর্ধমান ভায়া কৃষ্ণনগর পর্যন্ত একটি বাস ৬/৭ বছর আগে চলাচল করত। জনস্বার্থে তাহা পুনরায় চলাচলের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে বালি থেকে কৃষ্ণনগর এবং বালি থেকে বহরমপুর ভায়া সাহেবনগর (নদিয়া) কোনও বাস চলাচল করে না। বালি থেকে কৃষ্ণনগর এবং বালি থেকে বহরমপুর ভায়া সাহেবনগর (নদিয়া) পর্যন্ত একটি বাস চলাচল করলে জনগণ উপকৃত হবে। প্রকাশ থাকে যে, বালি–সহ পাঁচটি গ্রামের শবদেহ পলাশির গঙ্গায় দাহ করা হয়। সেই কারণে বালি থেকে পলাশির গঙ্গার ঘাট (যেখানে নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন) পর্যন্ত একটি বাস জনস্বার্থে চলাচল করা অত্যন্ত জরুরি। অর্থাভাব থাকলেও উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে।

● *লক্ষ্মী চ্যাটার্জি*
মুর্শিদাবাদ

একব্বরপুরে গ্রামীণ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চাই

হাওড়া জেলার একব্বরপুর এলাকার মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি, একটি গ্রামীণ উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র হোক। এখানকার মানুষকে ৩ কিমি দূরে গাববেড়িয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে যেতে প্রবল সমস্যায় পড়তে হয়। মুমূর্ষু রোগীকে নিয়ে যেতে হলে ঘুর পথে আসতে হয়। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগ চাই। স্বাস্থ্য কেন্দ্র হলে স্থানীয় জনসাধারণ উপকৃত হবেন। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

● *হেমন্তকুমার পাঁজা*
একব্বরপুর জুজারসাহা, হাওড়া

চিঠি লিখুন ই-মেলেও priyo.sampadak100@gmail.com

বাংলার শিল্পায়নের নতুন সম্ভাবনা

সুজনকুমার দাস

পশ্চিমবঙ্গে যে শিল্প দরকার একথাটা বুঝেছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার। বুদ্ধদেববাবু উপলব্ধি করেছিলেন ‘চলছে না, চলবে না’ স্লোগান রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড দিলেও অর্থনৈতিক ডিভিডেন্ড দিতে পারে না। অনেক কষ্ট করে সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো গাড়ি তৈরির প্রকল্প এনেছিলেন। কিন্তু বাম সরকারের বিধি বাম ছিল, সাত মন তেল পুড়িয়েও রাধা নাচেনি।

তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা, মমতার আঁচল বিছিয়ে দিলেন জমি দিতে অনিচ্ছুক কৃষকদের জন্য। শুরু হল ন্যানো প্রকল্প বিরোধী আন্দোলন। দশকের পর দশক ধরে যারা ক্যাপিটালিস্টদের ‘শ্রেণিশত্রু’ বুঝিয়ে এসেছে, সেই বাম নেতারা যখন বোঝাতে লাগল যে, টাটা কোম্পানির প্রকল্প সফল হলে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে, মানুষ কাজ পাবেন ইত্যাদি। তখন তা আর মানুষ বুঝবে কেন? ফলে ন্যানো প্রকল্পের পক্ষে জনমত তৈরি করতে ব্যর্থ হল সরকার। অবশেষে তৃণমূলের আন্দোলনে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে রতন টাটা প্রায় সম্পন্ন ন্যানো প্রকল্প সিঙ্গুর থেকে নিয়ে গেলেন সানন্দে। আর আনন্দে আটখানা হয়ে আমরা ক্ষমতায় নিয়ে এলাম তৃণমূল সরকারকে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, শিল্প বিতাড়নের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা তৃণমূল সরকার শেষের কয়েক বছর প্রচুর টাকা খরচ করে ‘বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন’ করত কেন? কারণ ততদিনে ইন্টারনেট, টিভি, স্মার্টফোন আর সমাজমাধ্যমের দৌলতে বঙ্গবাসীর চোখ–কান সব খুলে গেছে। অন্য রাজ্য ও দেশের জীবনযাপন দেখে বুঝতে পেরেছে— যেমন ‘কানু বিনে গীত নাই’, তেমনই শিল্প বিনে গতি নাই। তাই এত শিল্প সম্মেলন। লোককে বোঝানো, দেখো আমরা শিল্প আনতে কত আগ্রহী।

কিন্তু শিল্প তো আর ‘আয় খুকু আয়’ করে ডাকলেই আসে না, তার জন্য বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হয়। জমি অধিগ্রহণ আইন সরল করতে হয়। এগুলোর দিকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে প্রতিটি শিল্প সম্মেলনে লক্ষ লক্ষ টাকার সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর হত, বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটত না। ফলে হাজার হাজার স্কিল্ড এবং আনস্কিল্ড শ্রমিক পরিযায়ী হয়েছে। আইটিআই পাশ করা ছেলেদের দেখি সামান্য চোদ্দো–পনেরো হাজার টাকার চাকরির জন্য পুনেতে গিয়ে কোম্পানিতে কাজ করছে।

এমন একটা সার্বিক হতাশার আবহে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার সচেষ্ট হয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে আবার নতুন করে শিল্প মানচিত্রে ফিরিয়ে আনতে। তাই শিল্পপতি গৌতম আদানির এই কলকাতা সফর এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে রাজ্যে ধাপে ধাপে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যবাসীর নজর কেড়েছে। তবে নিছক কোটি টাকার অঙ্কে চোখধাঁধানো নয়, এই মেগা ঘোষণার আসল তাৎপর্য লুকিয়ে রয়েছে এর অর্থনৈতিক অভিমুখ ও পরিকাঠামোগত অগ্রাধিকারের মধ্যে।

নিউ টাউনে প্রায় ৫২ একর জমির ওপর গড়ে উঠতে চলা ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’ ও হেল্‌থ কেয়ার সিটিকে কেবল একটি সামাজিক পরোপকারের চোখ দিয়ে দেখলে এর ভেতরের গভীর অর্থনৈতিক সমীকরণটি স্পষ্ট হবে না। দু’হাজার শয্যার এই সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে আর্থিক ভাবে দুর্বল মানুষের জন্যও ৫০ শতাংশ শয্যা বিনামূল্যে রাখা নিছক কোনও সামাজিক অনুদান নয়। এর বড় একটি অর্থনৈতিক দিক হল নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে চিকিৎসার বিপুল খরচের ধাক্কা থেকে রক্ষা করা। চিকিৎসার জন্য সাধারণ মানুষের জমিবাড়ি বিক্রি বা চড়া সুদে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা কমলে বাজারে তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা ও পারিবারিক সঞ্চয় সুরক্ষিত থাকে। এর পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক মানের এমন একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র যখন গড়ে ওঠে, তখন তৈরি হয় আস্ত একটা ‘স্বাস্থ্য–অর্থনীতি’। উত্তর–পূর্ব ভারত এবং বাংলাদেশ বা নেপালের মতো প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে যখন রোগীরা উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসবেন, তখন তার হাত ধরে হোটেল, গেস্ট হাউস, পরিবহণ এবং রোগনির্ণয় কেন্দ্রের মতো অজস্র সহযোগী ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। অর্থনীতিতে যাকে অনুসারী পরিষেবার বিকাশ বলা হয়। এই মেগা হাসপাতাল ঠিক সেই গতিটাই আনতে পারে।

তবে যে কোনও অঞ্চলের শিল্পবিকাশের আসল মেরুদণ্ড হল তার পণ্য পরিবহণ বা লজিস্টিকস পরিকাঠামো। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলা উত্তর–পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার এবং দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার অন্যতম মেরিটাইম করিডোর হওয়া সত্ত্বেও এতদিন চড়া পরিবহণ খরচ আর দুর্বল পরিকাঠামোর কারণে অন্য উপকূলবর্তী রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল। এই জায়গায় গভীর সমুদ্র বন্দরের ভাবনাটি সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। তাজপুরে বন্দর নির্মাণের পাশাপাশি সড়ক ও রেল যোগাযোগের জমি নিয়ে অতীতে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তা কাটিয়ে মূল স্থান থেকে কিছুটা দূরে ‘দাদনপাত্রবাড়’ এলাকায় প্রায় ১৭০০ একর জমিতে বন্দর ও ফ্রেইট হাব তৈরির সরকারি আহ্বান বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। নদী ও সমুদ্রের সংযোগকে কাজে লাগিয়ে কাঁচামাল আমদানি এবং তৈরি পণ্য বাইরে পাঠানোর খরচ যদি কমে, তবেই রাজ্যের ছোট–বড় কারখানাগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার শক্তি পাবে।

এর সঙ্গে সাঁওতালডিতে ১৬০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র, কলকাতাকে ঘিরে রিং রোড ও সেতু এবং হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টারের মতো প্রকল্পগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ ও পরিবহণ হল শিল্পের মৌলিক প্রয়োজন। আবার ডেটা সেন্টার ডিজিটাল অর্থনীতির পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে। ফলে এই প্রকল্পগুলি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। একটি ভাল বন্দর, উন্নত রাস্তা, নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ এবং শক্তিশালী ডিজিটাল পরিকাঠামো একসঙ্গে থাকলে যেকোনও অঞ্চলে ব্যবসা করা সহজ হয়।

এখানেই আসে বেসরকারি বিনিয়োগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব— ‘আস্থার প্রভাব’। একজন বড় বিনিয়োগকারী যখন একটি রাজ্যে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন, তখন অন্য বিনিয়োগকারীরাও সেই রাজ্য সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে পারেন। একটি বড় প্রকল্প সফল ভাবে বাস্তবায়িত হলে তার সাফল্য অন্য শিল্পপতিদের কাছে একটি বার্তা দিতে পারে— এই রাজ্যে ব্যবসা করা সম্ভব, বাজার আছে এবং পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে। ফলে একটি বিনিয়োগের পর আরেকটি বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

এখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির কথাও বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বড় শিল্প একা দাঁড়িয়ে থাকে না। বড় হাসপাতালকে ওষুধ, খাবার, পরিষেবা, যন্ত্রপাতি, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবহণের জন্য বহু ছোট সংস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়। একই ভাবে একটি বন্দরকে কেন্দ্র করে ট্রাক, গুদাম, প্যাকেজিং, মেরামতি, পরিবহণ ও অন্য ব্যবসা গড়ে ওঠে। অর্থনীতিতে বড় প্রকল্পের সঙ্গে ছোট ব্যবসার এই সম্পর্ককে বলা হয় ‘ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিঙ্কেজ’। সহজ কথায়, বড় শিল্পের আগে যারা তাকে কাঁচামাল ও পরিষেবা দেয় এবং পরে যারা তার উৎপাদন বাজারে পৌঁছে দেয়— দুই দিকেই নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি হয়।

এই কারণেই কর্মসংস্থানের প্রশ্নটি শুধু একটি হাসপাতাল বা একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে কতজন চাকরি পাবেন, তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একটি বড় প্রকল্পের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তার চারপাশে যে নতুন ব্যবসা তৈরি হয়, সেখানেও কাজের সুযোগ তৈরি হতে পারে। তরুণদের জন্য এই ধরনের স্থায়ী ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নিয়মিত আয় বাড়লে মানুষের ভোগের ক্ষমতা বাড়ে। মানুষ বেশি পণ্য ও পরিষেবা কিনলে বাজারে চাহিদা বাড়ে, আর সেই বাড়তি চাহিদা আবার নতুন ব্যবসা ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে পারে। অর্থনীতিতে এটাই বিনিয়োগ ও চাহিদার পারস্পরিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এর পাশাপাশি আরও একটি স্পর্শকাতর দিক হল স্থানীয় সমাজের সঙ্গে বহিরাগত পুঁজির সম্পর্কের সমীকরণ। গৌতম আদানির কালীঘাটে পুজো দিয়ে বাংলাকে ‘দ্বিতীয় কর্মভূমি’ বলা, শতাব্দীপ্রাচীন মহাকরণ ভবনের সংস্কারে হাত বাড়ানো কিংবা বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব তৈরি করা— এই পদক্ষেপগুলির পেছনে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরির এক সুপরিকল্পিত প্রয়াস স্পষ্ট। শিল্পায়নের ইতিহাস বলে, স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন না ঘটলে কোনও উদ্যোগই শেষপর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সামাজিক আস্থা থাকলে তবেই বড় শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষোভ বা বিরোধিতার ঝুঁকি অনেকটাই কমে আসে।

পরিশেষে কথা একটাই— কাগুজে সমঝোতাপত্র বা আকাশছোঁয়া প্রতিশ্রুতি বাংলায় কোনও নতুন বিষয় নয়। আসল পরীক্ষা হল, এই সুবিশাল পরিকল্পনা কত দ্রুত প্রশাসনিক ফাইল ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটিয়ে বাস্তবের মাটিতে রূপ নেয়। যদি দাদনপাত্রবাড়ের গভীর সমুদ্র বন্দর, সাঁওতালডির বিদ্যুৎ এবং নিউ টাউনের স্বাস্থ্য শহর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ণতা পায়, তবে তা কেবল একটি কর্পোরেট সংস্থার ব্যবসা বিস্তার হবে না— তা বাংলার পরিকাঠামো, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতার বৃহত্তর পুনরুত্থানের সূচনা হতে পারে।

‘আলোচনার পথ খোলা’, ট্রাম্পকে বার্তা আরাঘচির

সংবাদ সংস্থা
তেহরান, ২৭ সেপ্টেম্বর

কূটনৈতিক আলোচনার পথ খোলা আছে। হরমুজ প্রণালী নিয়ে অবস্থানে অনড় থেকে আমেরিকাকে বার্তা দিল ইরান।

ইরানের শর্ত মানলে সাত দিনের মধ্যে হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে ইরান। প্রস্তাব নাকচ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হাল ছাড়েনি ইরান। আমেরিকার উদ্দেশে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, ‘আমাদের শর্ত খুব পরিষ্কার। হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত করার যেকোনও পদক্ষেপ শর্তপূরণের ওপর নির্ভর করছে। শর্ত থেকে পিছু হটার প্রশ্ন নেই। কূটনীতি বা আলোচনার পথ আমরা কখনও বন্ধ করিনি। একই সঙ্গে আমরা কখনও আমাদের অধিকারের সঙ্গে আপস করিনি।’

ডোনাল্ড ট্রাম্প

আব্বাস আরাঘচি

আরাঘচির কথায়, লেবানন–সহ মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত জায়গায় হামলা বন্ধ করতে হবে। যুদ্ধবিরতি চুক্তির চেষ্টা হলেও ভেস্তে গেছে, সেই চুক্তির শর্তাবলি বাস্তবায়িত করা, ইরানের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া, ইরানের তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং আমেরিকার নৌ–অবরোধ বাতিল করার শর্ত দিয়েছে ইরান। ইরানের শর্ত বাতিল করে ট্রাম্প বলেছেন, ‘আমি ওদের প্রস্তাব বাতিল করেছি... ওদের চুক্তি খারিজ করেছি। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ওরা হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত করতে তড়িঘড়ি চুক্তি করতে মরিয়া।’

ট্রাম্পের মন্তব্যের পাল্টা আরাঘচি বলেছেন, ‘মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শুনলেও মধ্যস্থতাকারীরা এখনও কিছু জানায়নি। মধ্যস্থতাকারীদের থেকে ওদের চূড়ান্ত অবস্থান জানার পর আমরা সিদ্ধান্ত নেব।’ আরাঘচির মন্তব্যে আলোচনার সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে হামে হাজার, ডেঙ্গিতে মৃত শতাধিক

সমীর দে
ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯ জন হামের উপসর্গে মারা গিয়েছেন। ফলে চলতি বছরে এ–পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৯৬। এ ছাড়া চলতি মরশুমে ডেঙ্গিতেও শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। অক্টোবর মাসে ডেঙ্গি আরও ভয়াবহ চেহারা নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জনসাধারণকে হাম ও ডেঙ্গি মোকাবিলায় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৩৪১ জন। এঁদের মধ্যে ১ হাজার ২২৮ জনেরই রয়েছে হামের উপসর্গ। হাম শনাক্ত হয়েছে ১১৩ জনের। গোটা দেশে ১৫ মার্চ থেকে এ–পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪১ জনের শরীরে হামের উপসর্গ মিললেও রোগ নির্ণীত হয়েছে ২১ হাজার ২১২ জনের। সরকারি হিসেবে এই তথ্য উঠে এলেও, বাস্তব পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। হামের পাশাপাশি বর্ষায় মশাবাহিত ডেঙ্গিও ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে। শুধু এ মরশুমে ২২৫ জন, সেপ্টেম্বর মাসে এ–পর্যন্ত ১১৭ জন ডেঙ্গিতে মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

তুষারধসে নিখোঁজ ১০ অভিযাত্রী

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর

রবিবার নেপালের মানাং জেলার হিমলুং হিমাল পর্বতের বেস ক্যাম্পে তুষারধসের ফলে ১০ জন নিখোঁজ হয়েছেন। নিখোঁজদের মধ্যে পর্বতারোহী ও সহায়ক কর্মীরা রয়েছেন বলে জানা গেছে। ‘এক্সপেডিশন অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন নেপাল’–এর সাধারণ সম্পাদক ঋষি ভাণ্ডারি এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ঋষির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নিখোঁজদের মধ্যে দু’জন ‘ইমাজিন নেপাল প্রাইভেট লিমিটেড’–এর সঙ্গে যুক্ত এবং আটজন ‘হিমালয়ান হলিডেজ নেপাল’–এর কর্মী। নেপালের পর্যটন বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল রামকৃষ্ণ লামিছানে জানিয়েছেন, বিভাগটি পরিস্থিতি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। আধিকারিকেরা ঘটনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

অভিযান আয়োজক মিংমা গ্যালজে শেরপাও তুষারধসের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং জানিয়েছেন, নিখোঁজদের মধ্যে তাঁর দলের দু’জন রান্নার কর্মীও রয়েছেন। শেরপা জানান, গত সপ্তাহে আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্কবার্তা পাওয়ার পর অভিযানকারী দল ও রোপ–ফিক্সিং দলগুলি পাহাড়ের ঢাল থেকে সরে এসেছিল। তবে কিছু মানুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেখানে থেকে গিয়েছিলেন।

নেপাল

পার্বত্য অঞ্চলে বেশ কয়েক দিন ধরে ভারী তুষারপাত হওয়ায় পর্বতারোহীরা হিমলুং হিমাল জয়ের শরৎকালীন অভিযান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হন। রবিবার তুষারধসের ঘটনায় নিখোঁজ ব্যক্তিরা বিভিন্ন অভিযাত্রী দলের সদস্য।

মানাং জেলায় অবস্থিত ৭,১২৬ মিটার উচ্চতার হিমলুং হিমাল শৃঙ্গে হেলিকপ্টার চলাচলের জন্য বাড়তি অনুমতির প্রয়োজন হয়। এর ফলে সেখানে পৌঁছোনোর প্রক্রিয়াটি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

পুরো নেপাল জুড়ে বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যেই এই তুষারধসের ঘটনাটি ঘটেছে। শুক্রবার থেকেই পাহাড় ও সমতল এলাকায় টানা বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি ও তুষারপাতের ফলে নেপালের বেশ কিছু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় পর্যটন কর্তৃপক্ষ ট্রেকার ও পর্বতারোহীদের তাঁদের কার্যক্রম স্থগিত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত মাসে রাসুওয়ায় ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় ১,৪০০–এরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান এবং ৫,০০০–এরও বেশি মানুষ নিখোঁজ হন। সেই দুর্যোগে ত্রিশূলী নদীর তীরবর্তী জনবসতিগুলি ভেসে গিয়েছিল এবং নেপালের পর্যটন শিল্প বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছিল।

তথ্য

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মাথায় থাকে প্রায় এক লক্ষ চুল। এক একটা চুল মাথায় থাকে দু’বছর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত। সেই চুল পড়ে গেলে আবার নতুন চুল গজায়।

দে মু

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি–২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি–৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ– শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি–৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত।** Published from BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; Office Block, G–212, City Centre, Siliguri–734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri–734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta.** ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭৫৫১১ Phone: (033) 23675511, E-mail: mail@aajkaal.net **REGD. NO. KOL RMS/243/2019–2021 RNI NO: R.N. 37263/81**

জলেই জীবন! নিরাপদ জায়গায় সরে যাচ্ছেন বন্যার্তরা। প্রয়াগরাজে, রবিবার। ছবি: পিটিআই

উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টি, ৪৮ ঘণ্টায় মৃত ১৮

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর

সেপ্টেম্বরের শেষেও ভারী বৃষ্টি পূর্ব ও মধ্য ভারতে। বৃষ্টির কমতি নেই উত্তর ভারতেও। প্রবল বৃষ্টিতে দু'দিনে শুধু উত্তরপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। উত্তরাখণ্ডে মারা গেছেন একজন। সবমিলিয়ে বৃষ্টি প্রাণ কেড়েছে ১৮ জনের। দেশের নানা প্রান্তে কোথাও বন্যা–পরিস্থিতি, চাষের জমি জলের নীচে, অসংখ্য মানুষ গৃহহীন, কোথাও অতিবৃষ্টিতে ঘটেছে শস্যহানি। বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী দু–একদিন উত্তরাখণ্ডের কয়েকটি জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে। পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি ও মধ্যপ্রদেশে বজ্রবিদ্যুৎ–সহ বৃষ্টিপাত হবে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর খামখেয়ালিপনায় উত্তর, পূর্ব ও মধ্যভারতে ভারী বৃষ্টি চলছে। বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ জেলা। ৪৮ ঘণ্টায় সে রাজ্যে বৃষ্টিপাতজনিত কারণে ১৭ জন মারা গেছেন। পাঁচজন আহত। ৭৫টি জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে ১৯ গুণ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। চাষিদের মাথায় হাত। বৃষ্টিতে নাজেহাল ওড়িশা। ৭৩ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ৪০ হাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ওড়িশার কোরাপুট, নবরংপুর, মালকানগিরি, রায়গড়, গঞ্জাম ও গজপতি জেলা। বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত বিহারও। বিপদ বেড়েছে বাল্মীকিনগর বাঁধ থেকে জল ছাড়ায়। গণ্ডক নদী ফুলে ওঠায় তীরবর্তী গ্রামগুলিকে ভাসিয়েছে। তথৈবচ অবস্থা ছত্তিশগড়ের। রাজ্যের অনেক জেলায় বন্যা–পরিস্থিতি। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত।

মৌসুমি বায়ুর বিদায়বেলায় ভারী বৃষ্টির কারণ কী? বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, উত্তর–পূর্ব মধ্যপ্রদেশ এবং লাগোয়া উত্তর–ছত্তিশগড়ে নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়েছিল। শনিবার থেকে সেটি উত্তর ও উত্তর–পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। শক্তি হারিয়ে দুর্বল হলেও নিম্নচাপের কারণে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা।

ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে অশান্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সংবাদ সংস্থা

ফাগোয়ারা, ২৭ সেপ্টেম্বর

এক বহিরাগত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে, এই খবরকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে অশান্ত হয়ে ওঠে পাঞ্জাবের ফাগোয়ারার লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি চত্বর। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ভাঙচুর করে এবং অবরোধ করে জাতীয় সড়ক। পুলিশ জানিয়েছে, ছাত্রদের অভিযোগের ভিত্তিতে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করা হয়েছে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধর্ষণের অভিযোগকে 'গুজব' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। শনিবারই ক্যাম্পাসে দুই ছাত্রী আত্মহত্যা করেছেন, এরকম একটি খবরে অশান্ত হয়ে উঠেছিল পাতিয়ালার চিতকারা ইউনিভার্সিটি চত্বর। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা একটি পুলিশ ভ্যানে আগুন লাগিয়ে দেয়। তবে ওই দুই ছাত্রীর আত্মহত্যার দাবিও নিশ্চিত নয় বলে জানা গেছে।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর

মন কি বাত

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে কড়া বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ কোনও ভাবেই বরদাস্ত করবে না ভারত।' ২০১৬ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করা সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নিয়ে চলেছে, চলবে।' ভিন্‌দেশের পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের নীতির উদাহরণ দিতেই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি।

'মন কি বাত' বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, '২০১৬ সালের ২৮ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল, সেটি ছিল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের কঠোর অবস্থানের প্রকাশ।' তিনি আরও বলেন, 'আজ ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলছে এবং আমরা তার ফল বুঝতে পারছি।' দশ বছর আগের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'সেদিনের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ছিল ভারতের ঐতিহাসিক লক্ষ্যপূরণ।' তাঁর কথায়, 'দশ বছর আগে, ২০১৬ সালের ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানে জঙ্গিদের ডেরায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল ভারতীয় সেনা। জঙ্গিদের দমন করতে যেভাবে ভারত সীমান্ত পেরিয়ে অভিযান চালিয়েছিল তাতে বিস্ময় প্রকাশ করেছে সারা বিশ্ব। সেদিনই সারা বিশ্বের সামনে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং সাহসী অবস্থান তুলে ধরেছে ভারত।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দীর্ঘদিন সন্ত্রাসবাদের ফলে ভারত যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এই অভিযান ছিল তার জবাব।' ভারতে সন্ত্রসবাদের নজির তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ভারতের ক্ষতি করেছে সন্ত্রাসবাদ। একটা সময় ছিল, যখন প্রায়ই ভারতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হত।' ২০০৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে হওয়া ধারাবাহিক বিস্ফোরণ এবং ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বই হামলার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী জানান, সেই সময় সন্ত্রাসবাদ দমনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার দাবি উঠলেও, যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হত না। তিনি বলেন, 'আজ ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং তার ফলও দেখা যাচ্ছে।'

চার বছরে দল বদলেছেন ১১১ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর

এডিআর রিপোর্ট

গত চার বছরে দলবদল করছেন ১১১ জন সাংসদ এবং বিধায়ক। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্ম (এডিআর) তাদের সমীক্ষা রিপোর্টে জানিয়েছে, ২০২২ সাল থেকে ২০২৬ সাল, এই চার বছরে নির্বাচন, উপনির্বাচন, রাজ্যসভার নির্বাচনের পর সাত জন রাজ্যসভার সাংসদ, ৭৮ জন বিধায়ক দলবদল করেছেন। সেই তালিকায় রয়েছেন এনসিপিআইয়ের ২০ জন সাংসদও। এডিআরের রিপোর্ট অনুযায়ী, দলবদলু মোট ১১১ জন সাংসদ–বিধায়কের মধ্যে ২৯ জন শাসকদল বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম যোগদান হয়েছে বিজেপিতেই। এডিআরের রিপোর্ট অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি সাংসদ, বিধায়ক যোগ দিয়েছেন নাগা পিপল্‌স ফ্রন্টে। এক লপ্তে ৩২ জন যোগ দিয়েছেন এই দলে। ২০২৫ সালে দলটিতে বড় সংখ্যায় সাংসদ ও বিধায়ক এনপিএফে মিশে যাওয়ার কারণে তারা দলে নেওয়ার দিকে বিজেপির থেকে এগিয়ে। মোট ১৭টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই দলবদল হয়েছে। নাগাল্যান্ডের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর ২০ জন তৃণমূল সাংসদ দলবদল করে এনসিপিআইয়ে যোগ দেন। তেলেঙ্গানায় ন'জন, গোয়া এবং পাঞ্জাবে আট জন করে দলবদল করেছেন।

বিজেপিতে যোগদান করা ২৯ জনের মধ্যে সাত জন রাজ্যসভার সাংসদ ও ২২ জন বিধায়ক। তবে এই সময়ে কোনও লোকসভার সাংসদ দল বদলে বিজেপিতে যোগদান করেননি। যে সাত জন রাজ্যসভার সাংসদ বিজেপিতে যোগদান করেছেন, সেই তালিকায় রয়েছেন স্বাতী মালিওয়াল, অশোক মিত্তল, হরভজন সিং, রাঘব চাড্ডা, সন্দীপকুমার পাঠক, বিক্রমজিৎ সিং সাহানে এবং রাজিন্দর গুপ্তা। তাঁরা প্রত্যেকেই আপ সাংসদ ছিলেন।

১০০% ইথানলে চলবে গাড়ি: গাডকারি

অক্টোবরে এমন গাড়ি বাজারে আসছে, যা পুরোপুরি ইথানলে চলবে। পেট্রোল লাগবেই না। জানালেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গাডকারি। মন্ত্রী এও জানান, খুব তাড়াতাড়িই ভারতে পুরোপুরি ইথানলে গাড়ি চলবে। ফ্লেক্স ফুয়েল ইঞ্জিন তৈরি করবে গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলি। এই ফ্লেক্স ফুয়েল ইঞ্জিনগুলি ২০ থেকে ১০০ শতাংশ ইথানলে চলতে পারে। গাডকারির কথায়, ১৯টি দেশ এই মুহূর্তে পুরোপুরি ইথানল জ্বালানি নির্ভর। কোথাও সমস্যা নেই। তাঁর দাবি, এই গাড়ি চালানোর খরচ হবে পেট্রোলচালিত গাড়িতে লিটারপ্রতি প্রায় ২৫ টাকা দামের পেট্রোল ব্যবহারের সমান। নতুন গাড়িটি চলার সময় ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎও তৈরি করবে। সরকারের ই২০ ইথানল নীতি নিয়ে সমালোচনার জবাবেই গাডকাড়ি তাঁর বক্তব্য একথা জানান।

আরটিআই: বিজয় পিছু হটলেন

জনরোষের মুখে তথ্য জানার অধিকারের (আরটিআই) ইস্যুতে পিছু হটল সি জোসেফ বিজয়ের সরকার। আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত দপ্তরকে তথ্য জানার অধিকার আইনের বাইরে রাখা নিয়ে সম্প্রতি নির্দেশিকা জারি করেছিল তামিলনাড়ু সরকার। টিভিকে–র জোটসঙ্গী সিপিএম এবং অন্য বিরোধী দলগুলি এই সিদ্ধান্তের তুমুল সমালোচনা করে। সাধারণ মানুষও রাজ্য সরকারের এহেন নির্দেশিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিতর্কের মুখে সেই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করে নিয়েছে তামিলনাড়ু সরকার। উল্লেখ্য, নির্দেশিকায় পুলিশের গুলি ও হেফাজতে মৃত্যু সংক্রান্ত তদন্ত রিপোর্ট, পুলিশি নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ, রাজনৈতিক বিক্ষোভ–সহ অন্য বিষয়কে আরটিআইয়ের বাইরে রাখার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।

অনুমতি পেল না ককরোচরা

নির্বাচন কমিশন এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ২ অক্টোবর শিবাজী পার্কে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি। সেই কর্মসূচির অনুমতি দিল না মুম্বই পুলিশ। অন্য দিকে, জ্ঞানেশ–বিতর্কে ককরোচদের আন্দোলনের পাশে থাকার বার্তা দিলেন সোনম ওয়াংচুক। তাঁর বক্তব্য, 'দেশে সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন, তা হল একটি স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়া। আমি এটিকে পূর্ণ সমর্থন করি।' আন্দোলন নিজের শক্তিতেই এগিয়ে যাক, চান তিনি। ওয়াংচুক বলেন, গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন ব্যবস্থা নষ্ট হলে গণতন্ত্রে আর কী থাকে? ন্যায়বিচার চেয়ে সরব সমস্ত সংগঠন, রাজনৈতিক দলকে সমর্থনের কথাও জানান তিনি। বলেন, 'ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি আন্দোলনে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না হলেও শুরু থেকেই এগুলোর প্রতি সমর্থন জানিয়ে এসেছি।"

গিটারের মাথায় হেলমেট নেই!

গিটারকে যাত্রী ভেবে জরিমানার বিল ধরাল এআই। এক যুবকের গিটারকে দ্বিতীয় যাত্রী ঠাউরেছে এআই–ট্র্যাফিক ব্যবস্থা। বেঙ্গালুরুর হেব্বাল–টিন ফ্যাক্টরি রুটে স্কুটারে চড়ে যাচ্ছিলেন শৌভিক দত্ত। পিঠে ছিল গিটার। সিগনালের এআই ক্যামেরা ছবি তোলার সময় শৌভিকের পিঠের গিটারকে ভুল করে মানুষ ভাবে। এআই মনে করে, স্কুটারের পিছনের 'যাত্রী' হেলমেট পরেনি। ব্যস, ৫০০ টাকার জরিমানা হয় তাঁর। শৌভিক ও তাঁর স্ত্রী প্রথমে অবাক হয়ে গেলেও পরে বিষয়টি নিয়ে রসিকতাও হয়েছে। তবে এই ঘটনার পরেই ব্যবস্থা নেয় বেঙ্গালুরুর ট্র্যাফিক পুলিশ বিভাগ। এমন ঘটনা ঘটলে নাগরিকদের ইমেল বা নির্দিষ্ট ফোন নম্বরে অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বন্দুকবাজের হামলায় হত ২৭

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ ও কেপটাউনে বন্দুকবাজের হামলায় মৃত্যু হল ২৭ জনের। আহত হয়েছেন ২৬ জন। রবিবার সকালের ঘটনা। বন্দুকবাজদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, অবৈধ খনিতে ঝামেলার কারণে জোহানেসবার্গে হামলা হয়েছে। অন্য দিকে, কেপটাউনে হামলার পেছনে বাণিজ্যিক রেষারেষি রয়েছে। দুটি হামলার মধ্যে কোনও যোগসূত্র পাননি তদন্তকারীরা। এর আগে মঙ্গলবার রাতে কোয়ামাখুথা টাউনশিপের একটি বাড়িতে অনুষ্ঠান চলাকালীন এক বন্দুকবাজ হামলা চালায়। এক গর্ভবতী মহিলা–সহ ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল ওই ঘটনায়। কোয়ামাখুথার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। উল্লেখ্য, এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫২৪৭টি খুনের ঘটনা ঘটেছে।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এআরএমবি: পূর্ব মেদিনীপুর, পদুমবসান, পোঃঅঃ– তমলুক, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৬৩৬
মোবাইল: ৯৮৩৬৩ ১১৯০৯; ই–মেল: cs8300@pnb.bank.in / copurbarmb@pnb.bank.in

সংযোজনী 'বি'

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

ক্রম নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক প্রদত্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ/ স্বত্বধারকের নাম (সম্পত্তি/গুলির বন্ধকদাতাগণ)	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরন (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই–নিলামের তারিখ ও সময় সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়ের বিবরণ
১.	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মেসার্স গিরি এন্টারপ্রাইজ** **প্রোপ্রাইটর: মিঃ অসীম কুমার গিরি** গ্রাম– বলভদ্রপুর, পোঃঅঃ– পৈলাছনপুর, থানা– কাঁথি, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন– ৭২১৪০১ **মিঃ অসীম কুমার গিরি** (ঋণগ্রহীতা, প্রোপ্রাইটর এবং বন্ধকদাতা) পিতা– মিঃ গুরুপদ গিরি **মিসেস মঞ্জুশ্রী গিরি (জামিনদার)** স্বামী– মিঃ অসীম কুমার গিরি **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম– বলভদ্রপুর, পোঃঅঃ– পৈলাছনপুর, থানা– কাঁথি, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন– ৭২১৪০১	জমি এবং ভবন সমেত বাণিজ্যিক স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম ও মৌজা– বলভদ্রপুর, নয়াপুট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা– কাঁথি, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, জে এল নং ৩৬১, এল আর খতিয়ান নং ৬৪৯, প্লট নং (আর এস) এবং (এল আর) ৬৩৯, মোট জমির পরিমাপ ২২.৫০ ডেসিমেল (বাস্তু), ১০.০৫.২০১৮ তারিখের দান দলিল নং I–৪৫০৮/২০১৮ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ অসীম কুমার গিরি,** পিতা– মিঃ গুরুপদ গিরি।	ক) ০১.০৩.২০২২ খ) ₹৯৬,৮৮,০৭৮.৭৮ (ছিয়ানব্বই লক্ষ অষ্টাশি হাজার আটাত্তর টাকা আটাত্তর পয়সা মাত্র), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ০৮.০৬.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৪৮,৭৫,০০০.০০ খ) ₹৪,৮৭,৫০০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০	২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মেসার্স করণ ফিড সেন্টার** **প্রোপ্রাইটর: দেবদুলাল করণ** গ্রাম– দক্ষিণ নিশ্চিন্তা, পোঃঅঃ– ধানঘরা, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন– ৭২১৪৪৪, পশ্চিমবঙ্গ **দেবদুলাল করণ (মেসার্স করণ ফিড সেন্টারের প্রোপ্রাইটর),** পিতা– সুনীল করণ **দেবাঞ্জন করণ (জামিনদার),** পিতা– দেবদুলাল করণ **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম– দক্ষিণ নিশ্চিন্তা, পোঃঅঃ– ধানঘরা, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন– ৭২১৪৪৪, পশ্চিমবঙ্গ	বাস্তু জমি এবং ভবন সমেত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– দক্ষিণ নিশ্চিন্তা, থানা– মারিশদা, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন– ৭২১৪৪৪, জে এল নং ৪৪, খতিয়ান নং ৫২৯, প্লট নং (আর এস) (এল আর) ৩৭৫, মোট জমি ৮ ডেসিমেল, এডিএসআর–কাঁথি–২, ১৬.০৩.২০১৭ তারিখের দান দলিল নং I–৭১৬ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: দেবাঞ্জন করণ।**	ক) ১৩.০৯.২০২৪ খ) ₹৩৬,৩৭,৬৬৭.৬৩ (ছত্রিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছশো সাতষট্টি টাকা তেষট্টি পয়সা মাত্র), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ২৭.১১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৪,৮০,০০০.০০ খ) ₹১,৪৮,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩.	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মেসার্স মা সারদাময়ী মিনি রাইস মিল** **প্রোপ্রাইটর: প্রতিমা বেরা** গ্রাম– জুখিয়া, পোঃঅঃ– জুখিয়া বাজার, থানা– ভূপতিনগর, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন– ৭২১৪৩০ **প্রতিমা বেরা (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী– কমল বেরা গ্রাম– জুখিয়া, পোঃঅঃ– জুখিয়া বাজার, থানা– ভূপতিনগর, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন– ৭২১৪৩০ **কমল বেরা (জামিনদার),** পিতা– পুলিন বেরা গ্রাম– জুখিয়া, পোঃঅঃ– জুখিয়া বাজার, থানা– ভূপতিনগর, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন– ৭২১৪৩০	**সম্পত্তি নং ১:** সামান্য কমবেশি ০.৭৫ ডেসিমেল জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– জুখিয়া, থানা এবং এডিএসআরও– ভূপতিনগর, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, জে এল নং ২৪০, বর্তমান (এল আর) খতিয়ান নং ১৯২৯, প্লট নং ১০২৫, ২০১২ সালের দলিল নং I–১৬৭০ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: প্রতিমা বেরা।** **সম্পত্তি নং ২:** সামান্য কমবেশি ১০ ডেসিমেল জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– জুখিয়া, থানা এবং এডিএসআরও– ভূপতিনগর, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, জে এল নং ২৪০, বর্তমান (এল আর) খতিয়ান নং ১৯২৯, দাগ নং ১২৪৮, ২০১২ সালের দলিল নং I–১৬৭০ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: প্রতিমা বেরা।**	ক) ০৬.০৮.২০১৫ খ) ₹২৩,০৯,০৩০.০০ (তেইশ লক্ষ নয় হাজার তিরিশ টাকা মাত্র), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ০৩.০৬.২০১৬ ঘ) প্রতীকী দখল	সম্পত্তি নং ১ ক) ₹১৩,৭০,০০০.০০ খ) ₹১,৩৭,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ সম্পত্তি নং ২ ক) ₹৬,৫০,০০০.০০ খ) ₹৬৫,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ডিআরটি–II, কলকাতা সমীপে এসএ/৩০/২০২২ মীমাংসাধীন
৪.	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **রাজিবুল মল্লিক (ঋণগ্রহীতা),** পিতা– ইয়াসিন মল্লিক গ্রাম– বুরুন্ডা, পোঃঅঃ– বরোজ, থানা– চণ্ডীপুর, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৬৩৩ **ইয়াসিন মল্লিক (সহ–ঋণগ্রহীতা)** পিতা– মহিমুদ্দিন মল্লিক গ্রাম– বুরুন্ডা, পোঃঅঃ– বরোজ, থানা– চণ্ডীপুর, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৬৩৩	সামান্য কমবেশি ০৬.১৯৯ ডেসিমেল জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, থানা– চণ্ডীপুর, মৌজা– বুরুন্ডা, জে এল নং ৪৯, দাগ নং ৭১৮ ও ৭২১, খতিয়ান নং ৫৪০ (এল আর), জমির প্রকৃতি– বাস্তু, ২৫.০৬.২০১৫ তারিখে সম্পাদিত ২০১৫ সালের বিক্রয় দলিল নং ২৮৮৭, ২২.০৮.২০০৬ তারিখে সম্পাদিত ২০১৬ সালের বিক্রয় দলিল নং ৩৫১৯, ০৫.০৪.২০০৭ তারিখে সম্পাদিত ২০০৭ সালের দান দলিল নং ১২০৩, ০৫.০৪.২০০৭ তারিখে সম্পাদিত ২০০৭ সালের দান দলিল নং ১২০২ এবং ১৭.০৬.১৯৮৭ তারিখে সম্পাদিত ১৯৮৭ সালের বিক্রয় দলিল নং ৪১৭২ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: ইয়াসিন মল্লিক,** পিতা– মহিমুদ্দিন মল্লিক।	ক) ১৪.১১.২০২৩ খ) ₹২৫,৩৯,২২৬.০০ (পঁচিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুশো ছাব্বিশ টাকা মাত্র), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ২৫.০১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩৩,৩০,০০০.০০ খ) ₹৩,৩৩,০০০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০	২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ডিআরটি–II, কলকাতা সমীপে এসএ/৮৬/২০২৪ মীমাংসাধীন
৫.	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মিঃ তরুণ ভুঁইয়া (ঋণগ্রহীতা)** পিতা– নারায়ণ ভুঁইয়া গ্রাম ও পোঃঅঃ– পূর্ব দক্ষিণ ময়না, থানা– ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৬২৯ **মিঃ নারায়ণ ভুঁইয়া (সহ–ঋণগ্রহীতা)** **মিঃ বরুণ ভুঁইয়া (জামিনদার),** পিতা– নারায়ণ ভুঁইয়া **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম ও পোঃঅঃ– পূর্ব দক্ষিণ ময়না, থানা– ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৬২৯	বাস্তু জমি এবং দোতলা আবাসবাড়ি নিয়ে গঠিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– পূর্ব দক্ষিণ ময়না, আর এস প্লট নং ২৪১০, এল আর প্লট নং ২৬০৯, জে এল নং ২১০, এল আর খতিয়ান নং ৪২৯৮ ও ৪৩০০, পোঃঅঃ ও থানা– ময়না, এডিএসআর– ময়না এর অধিক্ষেত্রাধীন, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭২১৬২৯, মোট জমি– ৫ ডেসিমেল। ২৬.০৯.২০১১ তারিখের রেজিস্টার্ড দান দলিল নং ৩৬৪৩/২০১১ এবং ২৬.০৮.২০০৪ তারিখের রেজিস্টার্ড দান দলিল নং ৪১০৯/২০০৪ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ নারায়ণ চন্দ্র ভুঁইয়া।**	ক) ০২.০৪.২০২৪ খ) ₹২৩,৮৬,৮৭৩.০০ (তেইশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার আটশো তিয়াত্তর টাকা মাত্র), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ১২.০৬.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩০,১০,০০০.০০ খ) ₹৩,০১,০০০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০	২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ডিআরটি–II, কলকাতা সমীপে এসএ/৫৯৩/২০২৪ মীমাংসাধীন

–: ই–নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি :–

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. এই নিলাম **'অনলাইন ই–নিলাম'** পদ্ধতিতে **https://baanknet.com** পোর্টালের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে https://baanknet.com পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোডের জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (দুটি কাজের দিন লাগতে পারে) আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা **২৬.১০.২০২৬** তারিখের মধ্যে (ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগে) তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। এই রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথিসমূহ যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তরের কাজগুলি নিলামের আগে যথেষ্ট সময় থাকতে করে রাখতেই হবে।

৩. ওপরে উল্লেখ করা বায়না জমা (ইএমডি) বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইনের মাধ্যমে ৩টি উপায়ে আদায় দেওয়া যাবে অর্থাৎ, এনইএফটি/ নগদ/ ট্রান্সফার **(https://baanknet.com** থেকে চালান জেনারেট করে নেওয়ার পর)। এনইএফটি ট্রান্সফার তফসিলভুক্ত যে কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ থেকে করা যেতে পারে। চেক–এর মতো অন্য কোনও উপায়ে এই ইএমডি জমা দেওয়া যাবে না। অনলাইনে ইএমডি জমা দেননি এমন বিডারদের এই ই–নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।

৪. ই–নিলামের প্ল্যাটফর্ম **(https://baanknet.com)** দেবে ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স, রেজিস্টার্ড অফিস: ইউনিট ১, ফ্লোর নং ৩, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই–৪০০০৩৭ (যোগাযোগের নম্বর ও টোল নম্বর: +৯১–৮২৯১২ ২০২২০)।** ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই–নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই–নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।

৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://baanknet.com; (২) www.pnbindia.in**।

৬. ই–নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই–নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি **https://baanknet.com** পোর্টাল থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

৭. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোডের জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (দুটি কাজের দিন লাগতে পারে) আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগে তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। কেবলমাত্র নিজের ওয়ালেটে যথেষ্ট ইএমডি থাকলে তবেই আগ্রহী বিডার ই–নিলামের তারিখে বিড করতে পারবেন।

৮. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।

৯. ই–নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে ওপরে সংশ্লিষ্ট ক্রমের পাশে উল্লিখিত সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর উপরিলিখিত বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই–নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।

১০. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই–নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)–এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে। (১) ই–নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই–অকশন পোর্টাল **https://baanknet.com**–তে দেওয়া আছে।

১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই–নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই–মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই–মেল ঠিকানায়)।

১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।

১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **'The Authorised Officer, Punjab National Bank,** A/c (অ্যাকাউন্টের নাম)'–এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে কাটা ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।

১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর ১৯৪–১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।

১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।

১৬. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।

১৭. **'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেমন আছে', 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে।

১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।

১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

২০. রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সমেত যাবতীয় বিধিবদ্ধ বকেয়া/ অ্যাটেন্ড্যান্ট চার্জ/ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।

২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো ব্যাপারগুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই–নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।

২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য **https://baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন।

২৪. এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষ হবে।

২৫. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।

২৬. এই বিক্রি **২৭.১০.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট** পর্যন্ত **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।

২৭. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হলেও এতে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।

২৮. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

তারিখ: ২৮.০৯.২০২৬
স্থান: তমলুক

স্বাঃ– মিঃ ভিকি বর্মণ (চিফ ম্যানেজার / অনুমোদিত আধিকারিক)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, এআরএমবি– পূর্ব মেদিনীপুর

গাড়ির ছাদে চড়ে ৪০ কিমি ছুট পুলিশের, ধৃত দুষ্কৃতী

আজকালের প্রতিবেদন

সিনেমায় যেমন হয়! ৩০০ প্যাকেট নিষিদ্ধ গুটখা ও তামাক নিয়ে পালাচ্ছিল অপরাধীদের গাড়ি। তাদের ধরতে গাড়ির ছাদ আঁকড়ে ঝুলে রইলেন হেড কনস্টেবল। এভাবেই গাড়ি দৌড়োল ৪০ কিলোমিটার রাস্তা। অবশেষে ধরা পড়ে অপরাধীরা।

রবিবার সকালে কোয়েম্বাটোরের রাস্তায় চলছিল পুলিশের রুটিন চেকআপ। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ায় একটি গাড়ি। এগিয়ে যান এক পুলিশকর্মী। দেখেন গাড়ির পেছনে রয়েছে স্তূপীকৃত প্যাকেট। কী আছে দেখতে চান ওই পুলিশকর্মী। হঠাৎই দরজা লক করে দিয়ে সজোরে গাড়ি চালিয়ে দেয় তিন আরোহী। কাছেই ছিলেন হেড কনস্টেবল ভেলমুরুগান। বিপদ আঁচ করে লাফ দিয়ে গাড়ির ওপর উঠে পড়েন তিনি। আঁকড়ে ধরেন গাড়ির ছাদ। সেই অবস্থাতেই দ্রুতগতিতে চলতে থাকে গাড়ি। শহরের ভিড়ে ঠাসা রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটছে। গাড়ির ছাদ আঁকড়ে প্রাণপণে ঝুলে রয়েছেন হেড কনস্টেবল। পথচারীরা এমন দৃশ্য দেখে হতবাক। অনেকে সেই দৃশ্য মোবাইল বন্দি করে ছড়িয়ে দেন। মুহূর্তে ভাইরাল হয় সেই ছবি। ইতিমধ্যে এসে যায় টোলপ্লাজা। গাড়ির চালক ফ্যাস্ট্যাগ থেকে টোল মিটিয়ে ঝড়ের গতিতে টোলপ্লাজা পেরিয়ে ফের গাড়ি ছুটিয়ে দেয়। এভাবে গাড়িটি ছুটে চলে প্রায় ৪০ কিলোমিটার। ইতিমধ্যে খবর চলে যায় আশপাশের থানায়। তিরুপ্পুর জেলার পুলিশের অনেকগুলি ভ্যান ও একটি অ্যাম্বুল্যান্স অবশেষে ঘিরে ফেলে পলায়মান গাড়িটিকে। উপায়ন্তর না দেখে গাড়ি থামায় চালক। ইতিমধ্যে দুজন গাড়ি থেকে নেমে পালায়। তৃতীয় জনকে ধরে পুলিশ। পরে তল্লাশি চালিয়ে পলাতক দুজনকেও গ্রেপ্তার করে। গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৩০০ কেজি নিষিদ্ধ গুটখা এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ তামাক। গাড়ি আটক করেছে পুলিশ। অপরাধীদের নাম বাবু ধারা, রাজেশ ও সুরেশ। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ধৃতেরা জানিয়েছে, তারা ওই জিনিসগুলি বেঙ্গালুরু থেকে কোয়েম্বাটোর পৌঁছে দেওয়ার বরাত পেয়েছিল।

বিজ্ঞপ্তি

• আমার মক্কেল তাপস দাস পিতা- শান্তি রঞ্জন সাং-হীরাপোল থানা- হাবড়া অসিত বরণ চক্রবর্তীর নিযুক্ত আমমোক্তার অনুপ ঘোষের নিকটহইতে ADSR হাবড়া ৫৩/২০ আমমোক্তারদ্বারা মৌজা- হীরাপোল JL-৮৬ দাগ-৩৩১, ৩৩২ খতিয়ান ১২ থেকে ৩৩৫৮/২৩ দলিলে ২.৪৮শতক জমিকিনে নামপওনের আবেদন করে। এবিষয়ে কারোর আপনি থাকিলে বিজ্ঞপ্তির ১মাসেরমধ্যে BL&LRO হাবড়া জানাতে পারেন অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য্য হইবে।

Debraj Das, Advocate

• আমার মক্কেল কেয়া দাস স্বামী অরুপ সাং-জানাফুল থানা- গোবরডাঙ্গা, রমেশ ও রত্না দাসের নিযুক্ত আমমোক্তার রিক্তা দাসের নিকটহইতে DSR-1 বারাসাত ৭৫৮/২৪ আমমোক্তারদ্বারা মৌজা- জানাফুল JL-৭৭ দাগ-২৩৪৯, খতিয়ান- ২৯৩৪,২৯৩৫ থেকে মোট ৩.৩০শতক জমি ২৫৭৯/২৬ দলিলেকিনে নামপত্তনের আবেদন করে। এবিষয়ে কারোর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তির ১মাসেরমধ্যে BL&LRO হাবড়া জানাতে পারেন অন্যথায় নিয়মানুসরে কার্য্য হইবে।

Debraj Das,Advocate

• আমার মক্কেল জাহেরা মোল্লা, মাতা– ছায়রা মোল্লা বাঁশড়া মৌজায় ০৭.০৮.২৫ সালে ৬২৪৭ নং দলিল মূলে জমি কেনেন দাগ নং–১৯০৮, খতিয়ান নং–৫৪৭৭। উক্ত জমি পাওয়ার হোল্ডার (১) জহির দেওয়ান (২) সুশান্ত হালদার, পাওয়ার নং–৬৮৪৬ তাং–২০.০৯.২১ কারো আপত্তি থাকলে ক্যানিং–১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate

• আমার মক্কেলগণ (১) উর্মিলা মন্ডল, স্বামী– অজয় মন্ডল (২) মালতী মন্ডল, স্বামী– সনাতন মন্ডল মৌজা–কলাড়িয়া ১৫.০৫.১৯, ১০.০৩.১০ সালে দলিল নং–২৬৯৮, ১৪৮০ দলিল মূল্যে জমি কেনেন দাগ নং–৮৬৬, খতিয়ান–৬৯৮ উক্ত জমি পাওয়ার হোল্ডার নাম– সুকুমার মন্ডল পাওয়ার নং–২৩৩, তারিখ ০৮.১১.২০০০ সালে কারো আপত্তি থাকলে ক্যানিং–১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate

• আমার মক্কেল ঐশি রায়, স্বামী– অয়ন রায়, মৌজা–কলাড়িয়া ০৯.০১.২৬ সালে ২৬৭ নং দলিল মূল্যে জমি কেনেন দাগ নং–১১৬৩, খতিয়ান–৬৮৬, ৭০৪ উক্ত জমি পাওয়ার হোল্ডার নাম– ভাস্কর সরদার, দীপঙ্কর সরদার, পাওয়ার নং–৩২, ১৫ তারিখ ০৬.০৭.৪, ১৬.৪.৯২ সালে কারো আপত্তি থাকলে ক্যানিং–১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate

• আমার মক্কেল বরুন দাস, মাতা– সবিতা দাস গৌড়দহ মৌজায় ১৩.৪.২৬ সালে ৩০৭০ নং দলিল মূলে জমি কেনেন দাগ নং–৬৭৪, খতিয়ান নং–৬২৬৭, ৬২৬৮, ৬২৬৯ উক্ত জমির পাওয়ার হোল্ডার– অলোক নস্কর, পাওয়ার নং–৫৪৯২, তাং–১১.৭.২০২৫ কারো আপত্তি থাকলে ক্যানিং–১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate

• আমার মক্কেল লতিকা হালদার, স্বামী– অরুণ হালদার, কলাড়িয়া মৌজায় ১৩.০৩.১৩ সালে ২৪৬২ নং দলিল মূলে জমি কেনেন দাগ নং–৮৬৫, খতিয়ান নং–১৭৫, উক্ত জমির পাওয়ার হোল্ডার– অশোক মন্ডল, পাওয়ার নং–১০১২, তারিখ– ১০.০৭.১২ কারো আপত্তি থাকলে ক্যানিং–১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate

• আমার মক্কেল লক্ষ্মী শর্মা, স্বামী– রাজেশ শর্মা গৌড়দহ মৌজায় ২৪.০৪.২৪ সালে ২৭৫৩ নং দলিল মূলে জমি কেনেন দাগ নং–৬৭৫, খতিয়ান নং–৫০৪৮ উক্ত জমির পাওয়ার হোল্ডার– অলোক নস্কর, পাওয়ার নং–২৩৪৫, তাং– ০৪.০৪.২২ কারো আপত্তি থাকলে ক্যানিং–১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate

• আমার মক্কেল ষষ্ঠী মাহত, পিতা– সুরেন মাহত গৌড়দহ মৌজায় ০৯.০৩.২৬ সালে ১৩৯৬ নং দলিল মূলে জমি কেনেন দাগ নং–৬৬২, খতিয়ান নং–৩৪/১ উক্ত জমির পাওয়ার হোল্ডার নাম– অলোক নস্কর, পাওয়ার নং–১৫৭৪৮ তাং– ১২.১১.২৫ কারো আপত্তি থাকলে ক্যানিং–১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate

ভুল সংশোধনী

• গত 09/07/2026 তারিখে এই কাগজে 8 নং পৃষ্ঠায় 3 নং কলমে 6 নং বিজ্ঞপ্তি–এর 6 নং লাইনে সম্পা বাগ পড়তে হইবে।

নাম পদবি পরিবর্তন

• আমি SAHANA BIBI, স্বামী MD Selim, গ্রাম -আবদালপুর নতুনপল্লী, পোস্ট - আবদালপুর, থানা -মধ্যমগ্রাম, জেলা -উত্তর২৪পরগনা, কোল -৭০০১৫৫, আমারপুত্র MD AKRAM এর আধারকার্ডে MOHAMMAD AKRAM নামে লিপিবদ্ধ আছে। গত ২২/০৯/২০২৬তারিখে বারাসাত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকোর্টে ফাস্টক্লাস এপিডেভিটদ্বারা MD AKRAM এবং MOHAMMAD AKRAM একইব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

• আমি মায়াদুল ইসলাম পিতা- জামালুদ্দিন, সাং-বানিয়াপুকুর, পোঃ- ভূপালপুর, থানা-রায়গঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৩১৪৩। রায়গঞ্জ আদালতের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ১৭-০৯-২০২৬ তারিখে হলফনামা করে আমার নাবালক পুত্র মোহাঃ শাহেনশা আলম (Md. Shahensha Alam), জন্ম: ০৯-১০-২০১৬ এর নাম পরিবর্তন করে শাহিন ইসলাম (Shahin Islam) রাখলাম ও তার জন্ম নথিতে মায়ের নাম SABANA AZMI থেকে SABANA AJMI করলাম।

• I, BHARU KONAI, W/o PRADIP KONAI, R/o Bagdanga, Kandi, Bagdanga, Murshidabad, West Bengal, 742138, have changed my name to VARATI KONAI for all purposes.

• আমি, কুসুম আগরওয়াল, পিতা প্রয়াত ব্রিজ মোহন আগরওয়াল, কলকাতার বাসিন্দা, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে: ১) আমার প্রকৃত নাম হলো কুসুম আগরওয়াল। ২) অসাবধানতাবশত আমার পাসপোর্টে "কুসুম আগরওয়াল"-এর পরিবর্তে আমার নাম "কুসুম কুমার আগরওয়াল" লেখা হয়েছে। ৩) ২০২৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতায় নোটারি পাবলিকের সামনে শপথ নেওয়া হলফনামা (Affidavit) নম্বর ৩০/২৩/৯/২৬ অনুযায়ী, এখন থেকে আমি "কুসুম আগরওয়াল" নামে পরিচিত হব। ৪) কুসুম আগরওয়াল এবং কুসুম কুমার আগরওয়াল উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

• I Gourbhusan Ghosh S/o Bhaktibhusan Ghosh R/o 54/2, Debendra Chandra Dey Road, Tangra, VTC: Tangra, PO: Tangra, District: Kolkata, West Bengal-700015, have changed my name to Gour Ghosh.

বিজ্ঞপ্তি

• আমার মক্কেল শিখা কর্মকার 3688/24 দলিলে 2 কাঠা জমি ক্রয় করেন। দাতা– রোহিনী মন্ডল, আমমোক্তার– সনৎ মন্ডল, POWER- 9226/23, মৌজা– ভবানীপুর, দাগ– 34, খতিয়ান– 3, 144, 941 মিউটেশনের আবেদন করেছেন, কারোর আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে Sonarpur B.L.R অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate

• আমার মক্কেল বিশু রাউৎ, মৌজা– তিহুরিয়া, J.L নং– 16, LR দাগ– 160, LR খতিয়ান– 248, পাওয়ার দলিল নং– 495, 2678/2010, 2022 সাল, গ্রহীতা– বদ্দিনাথ নস্কর, সঞ্জীবকুমার মন্ডল, কারোর আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে Sonarpur B.L.R অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate

• আমার মক্কেল পলাশচন্দ্র গিরি, মৌজা– চৌহাটি, J.L নং– 76, LR দাগ– 220, LR খতিয়ান– 4586, 4616, পাওয়ার দলিল নং– 10135/2025 সাল, (সোনারপুর) গ্রহীতা– মিন্টুদে সরকার ও শঙ্কর দাস, কেস নং MN-30350/26, কারোর আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে Sonarpur B.L.R অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate

• আমার মক্কেল Ajgar Sk, মৌজা– জগন্নাথপুর, J.L নং– 51, LR দাগ– 182, LR খতিয়ান– 2389, 2390, 2434, 2435, পাওয়ার দলিল নং– 273, 1490/2008, 2010 সাল, (সোনারপুর) গ্রহীতা– আব্দুলহামিদ মল্লিক, কেস নং MN-23812/26, কারোর আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে Sonarpur B.L.R অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate

• আমার মক্কেল ১) অসীম হালদার, পিতা– জন্মেঞ্জয় হালদার, ২) শকুন্তলা রায়, স্বামী– ধনঞ্জয় রায়, ৩) কাজল পণ্ডিত, স্বামী– কৈলাস পণ্ডিত, মৌজা– চৌহাটি, J.L নং– 76, LR দাগ– 893, 894, LR খতিয়ান– 606, পাওয়ার দলিল নং– 7583/2022 সাল, (সোনারপুর) গ্রহীতা– নেপাল মন্ডল ও দুলাল মন্ডল দিগর–এর পক্ষে সোমনাথ মন্ডল, পাওয়ার নিযুক্ত করা হয়। কেস নং MN-11530, 26183, 26305/26, কারোর আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে Sonarpur B.L.R অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate
Howrah Civil Court

দুই শাবক-সহ তিনটি হাতি। শালবনির পিড়াকাটা এলাকায়। রবিবার। ছবি: স্বরূপ মণ্ডল

বিদ্যুৎস্পর্শে মৃত ৩ হাতি

● ১ পাতার পর

খাবারের সন্ধানে বাচ্চাদের নিয়ে ওই স্থানে এসেছিল দুই শাবক ও এদের মা। ধানের জমিতে পাম্প চালানোর জন্য বিদ্যুতের সংযোগ নেওয়া হয়েছিল। খুঁটি কিছুটা হেলে পড়েছে। সেই তারের সংস্পর্শে হাতিগুলি এসেছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে প্রকৃত কারণ জানা যাবে। হাতিমৃত্যু ঠেকাতে গ্রামে গ্রামে সচেতনতা অভিযান করছে বন বিভাগ। পাশাপাশি, ক্যাম্পও করা হচ্ছে, যাতে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করা যায়। যদিও গ্রামবাসীদের অভিযোগ, হাতির সমস্যা মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পরিবর্তে অনেক সময় এক বন বিভাগ থেকে অন্য বন বিভাগে হাতির দলকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে হাতির সমস্যার স্থায়ী সমাধান তো হচ্ছেই না, বরং এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর সময় বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। হাতিদের স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র রক্ষা, নিরাপদ করিডর নিশ্চিত করা এবং কৃষিজমিতে বিপজ্জনক বৈদ্যুতিক সংযোগের ওপর নজরদারি বাড়ানোর দাবি উঠছে। পাশাপাশি, হাতি–মানুষ সঙ্ঘাত কমাতে বন দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়ের ওপরও জোর দিচ্ছেন বন্যপ্রাণীপ্রেমীরা। হাততোড়ার এই ঘটনা ফের মনে করিয়ে দিল, বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কতটা জরুরি। তিনটি হাতির মৃত্যুর পর এখন তদন্তের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংযোগের নিরাপত্তা এবং হাতিদের সুরক্ষায় বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়, সেদিকেই নজর রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করল পুলিশ, গ্রেপ্তার পাত্র-সহ ৪

স্নেহাশিস সৈয়দ
বহরমপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর

চুপিসারে বিয়ে করে নাবালিকা পাত্রীকে নিয়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল পাত্রপক্ষ। কিন্তু খবর পেয়ে রানিতলা থানার পুলিশ আচমকা বাড়িতে হানা দিয়ে নাবালিকা পাত্রীকে উদ্ধার করে এবং পাত্র, কনের বাবা–মা এবং বিয়ের কাজিকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রানিতলা থানার আমডহরার ভাণ্ডারা গ্রামের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ১৬ বছরের নাবালিকার সঙ্গে হরিহরপাড়া থানার নাজিরপুর এলাকার বাসিন্দা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক ১৯ বছরের তুষার শেখ ওরফে সুইটের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল। ওই খবর পেয়ে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় পুলিশ ভাণ্ডারা গ্রামে আচমকা অভিযান চালায়। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার আগেই নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ এবং বিয়ের আসর থেকেই বর, নাবালিকার বাবা–মা ও বিয়ের কাজিকে গ্রেপ্তার করে। ছাদনাতলার বদলে বরের ঠাঁই হয় সোজা রানিতলা থানার পুলিশ লকআপে। পুলিশ জানায়, পড়শি ও পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে বিয়ের অনুষ্ঠানের কোনও আয়োজন করেনি। চুপিচুপি কাজিকে দিয়ে বিয়ে পড়িয়ে পাত্রীকে নিয়ে চলে যাওয়ার ছক করেছিল। কিন্তু তার আগেই খবর পেয়ে ওই বাড়িতে হানা দিয়ে বর, নাবালিকার বাবা–মা ও কাজিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয়। এর পাশাপাশি নাবালিকাকে উদ্ধার করে ওই রাতেই বহরমপুরে সরকারি 'শিলায়ন' হোমে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের এদিন লালবাগ এসিজেএম আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

সরকার, দলে সমন্বয় বাড়ুক

● ১ পাতার পর

এদিন বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, ১৯৫২ সালে লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনসঙ্ঘ পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুটি আসন জিতেছিল। কলকাতা দক্ষিণ–পূর্ব থেকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ঝাড়গ্রাম থেকে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সারা দেশে দল মোট তিনটি আসন জিতেছিল। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনের সময় বহু বিজেপি কার্যকর্তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩৪–এ। দলের অনেক মহিলা কার্যকর্তা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। তাঁদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হয়েছে। এই আত্মত্যাগের ওপর ভিত্তি করেই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।'

শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'মন্ত্রীরা কীভাবে নিজেদের ভূমিকা পালন করবেন সে বিষয়ে নীতিন নবীন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। পাশাপাশি, দল কখনও মন্ত্রী পরিষদের কাজের ওপর কোনও হস্তক্ষেপ করবে বলেও জানিয়েছেন নীতিন। তিনি আরও জানিয়েছেন, দলের কোনও কর্মী যেন কোনও অবস্থাতেই সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ না করেন। অহেতুক কোনও দলীয় কর্মী মন্ত্রীর বিরক্তি বা মাথাব্যথার কারণ যেন না হন। মন্ত্রী এবং সরকার কীভাবে কাজ করছে, সেই সব তথ্য যেন দলের কাছে থাকে। ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি কীভাবে পালন করা হবে, তার রূপরেখা দিয়েছেন নীতিন নবীন। ছ'মাস পরে আবার পর্যালোচনা বৈঠক হবে।'

আজ, সোমবার নীতিন নবীনের বেশ কিছু কর্মসূচি আছে। জানা গেছে, সোদপুরে লোকসংস্কৃতি ভবনে তিনি যাবেন। এরপর কলকাতায় স্পেস সার্কেল ক্লাবে তাঁর একটি অনুষ্ঠান আছে। সেখানে যুব সংবাদ কনক্লেভে যোগ দেবেন। রবিবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনকে অভ্যর্থনা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী–সহ দলের অন্য নেতারা।

সিডব্লিউবিটিএর বার্ষিক সভা

আজকালের প্রতিবেদন

কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনস (সিডব্লিউবিটিএ)–এর বার্ষিক সাধারণ সভা এবং সংগঠনের ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত হল শনিবার। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা ছিল 'বেঙ্গল বাউন্ড টু গ্রো'। উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, কার্তিক মহারাজ, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত, দীনেশ পান্ডে এবং বিজেপি মুখপাত্র শঙ্কুদেব পন্ডা। পশ্চিমবঙ্গে বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসারে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবং পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

সিডব্লিউবিটিএর সভাপতি সুশীল পোদ্দার সংগঠনের ২৫ বছরের যাত্রার ওপর আলোকপাত করেন। তিনি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্বার্থে জোরালো সওয়াল করা এবং আগামী দিনে বাণিজ্য ও শিল্পের বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কথা বলেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন সহ–সভাপতি প্রদীপ লুহারিওয়ালা ও সিকে বরদরাজন, সম্পাদক জেএল বারদিয়া, কোষাধ্যক্ষ দীনেশ গঙ্গোয়াল, উপদেষ্টা এনকে কাপাডিয়া এবং চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) করিশ্মা খান্না। অনুষ্ঠানে অংশ নেন সিডব্লিউবিটিএর সঙ্গে যুক্ত প্রধান সদস্য ও ব্যবসায়ী এসকে চৌরারিয়া, আরকে রাঠি, জিডি বাগড়ি, পিএল শাহ, বিনোদ কে সানচেতি, চন্দ্রেশ মেঘানি, কমল চন্দগোঠিয়া, সঞ্জীব মেহরোত্রা, অভিষেক আগরওয়াল, রোহিত চৌধুরি এবং বিবেক দ্রোলিয়া। এ ছাড়াও প্রদীপ খৈতান, অরবিন্দ পান্ডে, সঞ্জয় আগরওয়াল, শশীকান্ত শাহ–সহ অন্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরাও ছিলেন অনুষ্ঠানে।

সিডব্লিউবিটিএর বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, কার্তিক মহারাজ, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত, সংগঠনের সভাপতি সুশীল পোদ্দার, সংগঠনের উপদেষ্টা এনকে কাপাড়িয়া। শনিবার। ছবি: আজকাল

মুখ্যমন্ত্রীর 'মৃত্যুকামনা' হুমায়ুনের, তীব্র নিন্দা

প্রদীপ দে
বহরমপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'মৃত্যুকামনা' করলেন নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবির। হুমায়ুনের এমন কাণ্ডে সিপিএম, কংগ্রেস, দুই তৃণমূল এবং বিজেপি একযোগে তীব্র নিন্দা করেছে। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে রবিবারই বহরমপুর থানায় এফআইআর করে গ্রেপ্তারের দাবি করেছে রিপাবলিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া।

রবিবার দুপুরে রেজিনগরে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুন কবির মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সরাসরি আক্রমণ করেন। এমনকী তাঁর মৃত্যু কামনাও করেন। সাংবাদিকদের সদর্পে হুমায়ুন বলেন, 'যিনি পুলিশ দিয়ে আমার রাতের ঘুম কেড়েছেন, আমার দলের নেতা–কর্মীদের ধরেছেন, তাঁর জন্য কী দোয়া চাইব, উনি প্রধানমন্ত্রী হোন?' মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে এমন মন্তব্যের পরই রিপাবলিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে রাজু ঘোষ বহরমপুর থানায় গিয়ে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে এফআইআর করেন। হুমায়ুনের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন সব রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চরম সাম্প্রদায়িক নেতা হুমায়ুন কবির যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন এবং তাঁর 'মৃত্যু কামনা' করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস তার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাচ্ছে। কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরি বলেছেন, 'শালীনতা বজায় রেখে কথা বলা উচিত। কখনই কোনও নেতা, মন্ত্রীর মৃত্যু কামনা করা ঠিক নয়। মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে হুমায়ুন যা বলেছেন, তা কোনও মতেই সমর্থন করি না।' সিপিএমের জেলা সম্পাদক জামির মোল্লাও বলেছেন, 'তীব্র নিন্দা করছি।' বিজেপির রেজিনগরের প্রার্থী শাখারভ সরকার বলেন, 'হুমায়ুনের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। অবিলম্বে ওঁর চিকিৎসা করানো দরকার।' রেজিনগরের সাধারণ মানুষজনও হুমায়ুনের এমন মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছেন।

অবৈধ বালি বাজেয়াপ্ত

বেআইনি বালি কারবারের বিরুদ্ধে ব্লক প্রশাসন ও পুলিশের যৌথ হানায় উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ বালি। বাঘমুণ্ডি ব্লকের অন্তর্গত সারিডী ও পারশিডী–এই দুই গ্রামে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬,৭০০ সিএফটি মজুত করা অবৈধ বালি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় নদী ও অন্যান্য উৎস থেকে বালি এনে বেআইনিভাবে মজুদ করা হচ্ছিল।

পর্বতারোহীর দেহ কৃষ্ণনগরের বাড়িতে

নেপালের মানাসলু পর্বতে আরোহণ করতে গিয়ে তুষারঝড়ে নিহত পর্বতারোহী ধ্রুবজ্যোতি গুহর (৪৬) মৃতদেহ রবিবার কৃষ্ণনগরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সেখানে পরিবারের সদস্য ও শহরের বাসিন্দারা তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। এরপর মৃতদেহ কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ধ্রুবজ্যোতি এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এরপর শেষকৃত্যের জন্য নবদ্বীপ শ্মশানের উদ্দেশে রওনা দেয়। সম্প্রতি নেপালে পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ মানাসলু জয়ের লক্ষ্য নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। ১৯ সেপ্টেম্বর তৃতীয় ক্যাম্পে থাকাকালীন তুষারঝড়ের কবলে পড়েন।

সাধারণের কাছে উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে দক্ষিণ কলকাতার গাঙ্গুলি বাগানের মিলনী ক্লাব প্রাঙ্গণে প্রচেষ্টা চেরিটেবল ট্রাস্টের নতুন কার্যালয় ও বিশেষ ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী অম্বেষানন্দ মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রাশিস সেন শর্মা–সহ বিশিষ্টরা। ছবি: বিপ্লব মৈত্র

সুফিয়ান, সাহাউদ্দিনের বাড়িতে পুলিশ

যজ্ঞেশ্বর জানা
নন্দীগ্রাম, ২৭ সেপ্টেম্বর

উপনির্বাচনের আবহে তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি অভিযান ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল নন্দীগ্রামে। ২০০৭ সালের একটি পুরনো মামলার দুই পলাতক আসামিকে খুঁজতে রবিবারে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযুক্ত দু'জন হলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান ও শেখ সাহাউদ্দিন। এদিন নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের তারাচাঁদবাড় ও হাজরাকাটায় দুই নেতার বাড়িতে যায় পুলিশ। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। আদালত থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে আগেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। সামনেই উপনির্বাচন। নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশ মেনেই পরোয়ানা কার্যকর করতে তৎপর হয় পুলিশ। এদিন অভিযান চলাকালে সুফিয়ান কিংবা সাহাউদ্দিন—কাউকেই

নন্দীগ্রাম

বাড়িতে পাওয়া যায়নি। পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ফিরে যান তদন্তকারীরা। সাহাউদ্দিনের বাড়িতে তল্লাশির সময় তাঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে পুলিশের বচসা বাধে। পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখালে পরিস্থিতি শান্ত হয়। দুই নেতার পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, মামলাটি নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলন পর্বের এবং তা জামিনযোগ্য। আদালতে জামিনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে বলে তাঁরা দাবি করেছেন।

রামনগরের ধাড়াসস্থিত রজনীকান্ত জ্ঞানমন্দির ও প্রভাতকুমার কলেজ, কাঁথির যৌথ ব্যবস্থাপনায় জ্ঞানমন্দিরের সভাগৃহে শিক্ষামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন রামনগর ১ ও ২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভাশিস মজুমদার ও শুভদীপ ভড়, রামনগর ২ ব্লকের পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক কল্যাণ সামন্ত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মাধবেন্দ্রনারায়ণ সাহু, সমাজসেবী ও শিক্ষক সত্যেন পণ্ডাধ্যায়ী, সেমিনারের আলোচক ড. প্রদীপ্ত পণ্ডাধ্যায়ী এবং বিশিষ্ট প্রাক্তন শিক্ষক ও সমাজসেবী কানাইলাল আদক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জ্ঞানমন্দিরের সভাপতি ড. দীপক বড় পন্ডা। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নিত্যানন্দ পট্টনায়ক, সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পুষ্পেন্দুরঞ্জন পন্ডা। ছিলেন নাসিম আলি, শশাঙ্কশেখর বাগ, দীপেন্দু মাইতি ও অসীম মাইতি। ছবি: আজকাল

কয়লা বোঝাই মালগাড়ি লাইনচ্যুত

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের নারায়ণগড় থেকে বেনাপুরের দিকে যাওয়ার পথে ডাউন লাইনে লাইনচ্যুত হয় একটি মালগাড়ি। কয়লা বোঝাই এই মালগাড়ি ওড়িশা থেকে খড়্গাপুর আসছিল। সেখান থেকে কোলাঘাট যেত। চলন্ত ট্রেনের কাপলিং খুলে যাওয়ায় মাঝের দু'টি বগি পড়ে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বিকট আওয়াজ পেয়ে চালক দ্রুত জরুরি ব্রেক কষেন। ততক্ষণে কয়লা বোঝাই বগি লাইনচ্যুত হয়ে একদিকে উল্টে যায়। ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। খড়্গাপুর ডিভিশন থেকে রেলের আধিকারিকেরা পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় লাইন মেরামতের কাজ শুরু হয়।

CHANGE OF NAME

I, **KANAI GOLDAR,** residents of Pukhuria, Gopalpur, North 24 Parganas, West Bengal - 743445, declare that, **KANAI LAL GOLDER and KANAI GOLDAR** refer to the same person myself, as Supported by affidavit dated **11.09.2026** before the Judicial Magistrate 1st Class at BARASAT Court.

CHANGE OF NAME

I, **DIPALI GOLDAR,** residents of Pukhuria, Gopalpur, North 24 Parganas West Bengal - 743445, declare that, **DIPALI GOLDER and DIPALI GOLDAR** refer to the same person myself, as Supported by affidavit dated **11.09.2026** before the Judicial Magistrate 1st Class at BARASAT Court.

AFFIDAVIT

I, **Rana Mallick,** S/o **Rajiyel Mallick,** of Vill- Keshabpur, P.O- Sankari, P.S.- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, and My father's actual name is **Rajiyel Mallick**, which has been recorded on my and my father's Voter, Aadhaar & Pan card but in my M.P. all academic records as Marksheet & Pass Certificate, my name & my father's name has been recorded as Rana Mallik S/o Rajel Mallik. That **Rana Mallick alias Rana Mallik** and my father **Rajiyel Mallick alias Rajel Mallik** is the same and one identical person, vide affidavit dated 23/09/2026 before the 1st Class Judicial Magistrate at Purba Bardhaman.

দুর্গাপুর দিল্লি পাবলিক স্কুলের ১১তম বার্ষিক অনুষ্ঠান রেভারেন্সে অভিনেত্রী আলেকজান্দ্রা টেলর। অনুষ্ঠানে স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক–শিক্ষিকা, শিক্ষার্থীবৃন্দ, অভিভাবকমণ্ডলী এবং বহু শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন। অভিনেত্রী আলেকজান্দ্রা টেলর বলেন, 'বাংলায় এসে সাত বছর ধরে অভিনয় শিখছি। বাংলায় থাকতে আমার খুব ভাল লাগে। এখানকার স্কুলের ছেলেমেয়েরাও খুব ভাল। আমি এখানে অন্যরকম অনুভূতি অনুভব করি।' ছবি: আবির রায়

একগুচ্ছ নতুন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ও ওয়েলনেস প্রোডাক্ট নিয়ে এল নামী ওষুধনির্মাতা সংস্থা সি রিঙ্গার হেল্‌থকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড। 'দ্য ডাইলিউশনস প্রিমিয়ার ২০২৬' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে নতুন পণ্যসম্ভারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন সংস্থার ডিরেক্টর ডাঃ রানি ব্যানার্জি এবং ডাঃ লোকেশ কুমার প্রধান।

সনাতনি স্বাস্থ্য সেনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে বক্তব্য পেশ করছেন কার্তিক মহারাজ। রয়েছেন সংগঠনের ন্যাশনাল চেয়ারম্যান ডাঃ পিকে হাজরা, ডাঃ প্রদীপকুমার ঘোষ, ডাঃ এসসি মণ্ডল প্রমুখ। রবিবার।

চিকিৎসকদের নতুন সংগঠন ‘সনাতনি স্বাস্থ্য সেনা’

আজকালের প্রতিবেদন

চিকিৎসকদের নতুন সংগঠন ‘সনাতনি স্বাস্থ্য সেনা’র পথচলা শুরু হল। রবিবার কার্তিক মহারাজ এবং বিধায়ক সজল ঘোষের উপস্থিতিতে এই সংগঠনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন সরকার আসার পর গঠিত ‘সনাতনি স্বাস্থ্য সেনা’ আগের সংগঠনগুলি থেকে একেবারেই আলাদা। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে চিকিৎসাক্ষেত্রকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। চিকিৎসক হিসেবে ‘সনাতনি স্বাস্থ্য সেনা’র মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক নতুন পরিবেশে কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১,২৫০ জন চিকিৎসক এই সংগঠনে যোগ দিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন সনাতনি স্বাস্থ্য সেনার জাতীয় চেয়ারম্যান ডাঃ পিকে হাজরা, ডাঃ প্রদীপকুমার ঘোষ, ডাঃ এসসি মণ্ডল, ডাঃ দেবাশিস বসু–সহ প্রায় ৫০০ জন চিকিৎসক।

কালীঘাটের সঙ্ঘশ্রী ক্লাবের দুর্গাপুজো এবার ৮১তম বর্ষে। এবারের ভাবনা ‘আনন্দে অর্ঘ্য, ঐতিহ্যে পুজো’। এ উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা সায়ন্তন বোস, অনিল মালাওয়াত, শিল্পী মহুয়া ওঝা, নিবেদিতা বোস প্রমুখ। প্রেস ক্লাবে, রবিবার। ছবি: সুবল সাহা

চোলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান প্রশাসনের

বর্ধমানে এসে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই জেলা জুড়ে চোলাই কারবারের বিরুদ্ধে অভিযানে নামল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ ও জেলা আবগারি দপ্তর। মানুষের সহযোগিতা চেয়ে চালু করা হল ডেডিকেটেড ফোন নম্বর। রবিবার সকাল থেকেই বর্ধমান থানা এবং বর্ধমান সদর ও গলসি এক্সাইজ সার্কেলের পক্ষ থেকে বর্ধমান থানার অন্তর্গত বিজয়রাম এলাকায় জোরদার অভিযান চালিয়ে কয়েক হাজার লিটার চোলাই তৈরির উপকরণ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-NIT NO.- WBIW/SDO/MISD/e-NIT-09/26-27. Encrypted electronic bids are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafide contractors for 8 (Eight) no. Works amounting to Rs 1.63 Lakh to 4.45 Lakh. Last date & time of Bid submission is 05.10.2026 till 12:00 Hours IST. Other details may be seen on the website www.tenders.wb.gov.in and www.iwd.wb.gov.in and in the office of the undersigned. Sd/- Sub-Divisional Officer Memari Irrigation Sub-Division.
ICA-T18340(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
THE DURGAPUR PROJECTS LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
CIN NO. U40102WB1961SGC025250
NOTICE INVITING TENDER (NIT)
Corrigendum for Date Extension of NIT No. (1) WBDPL-12017/14/2026-GM-POW(DPL)-DPL/PS/E-155. Tender ID 2026_DPL_1041389_1. Bid Submission end date 01.10.2026. Bid Opening date 07.10.2026. **Corrigendum for Date Extension of NIT No. (2) WBDPL-12017/16/2026-GM-POW (DPL)-DPL/PS/139.** Tender ID 2026_DPL_1039498_1. Bid Submission end date 06.10.2026. Bid Opening date 12.10.2026. **NIT No. (3) WBDPL/PP/T/12016(18)/22/2026/CHP MM/E/157.** Tender ID 2026_DPL_1042636_1. for Strengthening of existing Liner plates inside chutes at CHP. Bid Submission end date 29.09.2026. Bid Opening date 02.10.2026. **Corrigendum for Date Extension of NIT No. (4) WBDPL/DPPS/PUR/NIT (E)-042 SR/179/2026-27.** Tender ID 2026_DPL_1041120_1. Bid Submission end date 03.10.2026. Bid Opening date 07.10.2026. **NIT No. (5) WBDPL/PP/T/12016(18)/19/2026/CHP MM/E/158.** Tender ID 2026_DPL_1042668_1. for Servicing of radiator and oil cooler of CLW Loco WDS 4B and 4D. Bid Submission end date 30.09.2026. Bid Opening date 03.10.2026. Visit at: https://www.dpl.net.in
ICA-T18347(2)/2026

Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders vide **NIT No- 372/SBM/Jangipara/26-27** for 03 nos. works & **373/SSM/Jangipara/26-27** for 16 nos. work, **Date-25.09.2026** by the undersigned through Online mode (**www.wbtenders.gov.in**). Last date of submission of online bid on **03/10/2026 at 15:00 PM.**
Sd/-
Block Development Officer
Jangipara Development Block

NOTICE
THE WEST BENGAL STATE CO-OPERATIVE BANK LIMITED
(H.O.) 24A, Waterloo Street, Kolkata-700069
Notice is hereby given to all concerned that **Helencha Branch of The West Bengal State Co-operative Bank Ltd.** will be shifted to the 1st floor of Adjacent Building in the south of the present premises at P.O.- Helencha, P.S.- Bagdah, North 24 Pgs., Pin- 743270 **w.e.f. 05.10.2026 (Monday).** Depositors, Customers and all concerned are requested to note that normal banking services will be available from the new location as usual on and **from 05.10.2026.** All concerned are requested to kindly bear with us.
Sd/-
Managing Director

ডিমেনশিয়া নিয়েও মঞ্চ মাতালেন প্রবীণরা

আজকালের প্রতিবেদন

কারও বয়স ৭৫, কেউ ৮০ তো আবার কেউ ৯৫ বছরের প্রবীণ। বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবির কিছু কিছু অংশ অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নিলেন এই প্রবীণ ব্যক্তিরা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। বয়সকে তুড়ি মেরে বন্দে মাতরম্‌ গানের সঙ্গে সুন্দর করে পা মেলাতেও দেখা গেল তাঁদের। বিশ্ব অ্যালজাইমার্স সচেতনতা মাস উপলক্ষে ঢাকুরিয়ার সিএলটি হলে ডিমেনশিয়া আক্রান্ত প্রবীণদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ডিগনিটি ফাউন্ডেশন। সংস্থার সিনিয়র অ্যাডভাইজর রুমা চ্যাটার্জি বলেন, ‘বয়স ও ডিমেনশিয়াকে সঙ্গী করেই তাঁদের এই উদ্যম অন্য প্রবীণদেরও এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ জোগাবে। আমাদের ভলান্টিয়াররা দিনরাত পরিশ্রম করে তাঁদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেন।’ নিউরোলজিস্ট ডাঃ কৌশিক দত্ত বলেন, ‘আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যেও বিভিন্ন আবর্জনা জমে। এটি দূর করার জন্য পর্যাপ্ত ঘুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’ সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শিবশঙ্কর ব্যানার্জি–সহ অন্য সদস্যরা।

বিশ্ব অ্যালজাইমার্স সচেতনতা মাস

দিল্লিতে ইলিশ ফেস্ট

বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ নিয়ে অনুষ্ঠিত হল ‘ইলিশ ফেস্ট’। শনিবার দিল্লির বাংলাদেশ দূতাবাসে আয়োজিত এই উৎসবে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ‘এ ফিশ কলড ইলিশ’ বইটির উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী এমজে আকবর, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণিশঙ্কর আইয়ার, প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত রনেন সেন, মানবাধিকার কর্মী সাইদা হামদি, সমাজবিজ্ঞানী আশিস নন্দী, দিল্লিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ রিয়াজ হামিদুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ইলিশের নানা পদ পরিবেশনের পাশাপাশি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার ও রন্ধনশৈলীর বৈচিত্র তুলে ধরা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, ইস্টার্ণ রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) ক্লজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়
~ এবং ~
সম্পর্কিত বিষয়: **ইনেক্সট অ্যাভিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড,** রেজিস্টার্ড অফিস ৩৭ শেক্সপিয়র সরণি, ৪ নং ফ্লোর, কলকাতা– ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ
.....আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ০২ **সেপ্টেম্বর, ২০২৬** তারিখে আয়োজিত উক্ত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারাধীনে **‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’** থেকে **‘মহারাষ্ট্র রাজ্য’**–তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সঙ্ঘস্মারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পিটিশনার কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি পিটিশন ফাইল করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে **তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে** কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট ভবন, ফ্লোর নং ৬, প্লট নং–IIIF/১৬, এএ–IIIF, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা–৭০০১৩৫ সমীপে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে। রেজিস্টার্ড অফিস ৩৭ শেক্সপিয়র সরণি, ৪ নং ফ্লোর, কলকাতা– ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ
জন্য ও তরফে
ইনেক্সট অ্যাভিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/–
(অমিত হারজিন্দার গাধোকে)
স্থান: কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ **DIN: 01730158**

ভারতীয় শিল্পীদের শিল্পকর্ম নিয়ে অনলাইন নিলাম

আজকালের প্রতিবেদন

ভারতীয় শিল্পীদের বেশ কিছু শিল্পকর্ম নিয়ে অনলাইন নিলামের আয়োজন হল। নিলামে ছিল বাংলার কিংবদন্তি শিল্পী গণেশ পাইনের আকর্ষণীয় শিল্পকর্মের পাশাপাশি ছিল শিল্পী সুনীল দাসের কাজও। বেঙ্গল স্কুলের শিল্পী ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মর ‘ওয়াশ’ পদ্ধতিতে

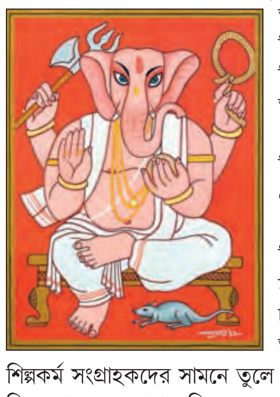

আঁকা ছবি এবং শিল্পী সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শিল্পকর্মও নিলামে ওঠে। ‘দ্য অটাম প্যালেট’ নামে এই নিলাম সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত চলে। আয়োজনে ‘আই উইদিন আর্ট’। এই সংস্থা ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। দেশের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পসংগ্রাহক ও শিল্পপ্রেমীরা এই অনলাইন নিলামে অংশ নেন। ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে নিলামে ওঠা শিল্পকর্মগুলির প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রদর্শনী চলে। আয়োজক সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয় শিল্প–ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চমানের শিল্পকর্ম সংগ্রাহকদের সামনে তুলে ধরাই ছিল এই নিলামের উদ্দেশ্য। অভিজ্ঞ শিল্পসংগ্রাহকদের পাশাপাশি নতুন সংগ্রাহকদের কথা ভেবে এই নিলামের আয়োজন। নিলামে অংশগ্রহণে আগ্রহীদের সংস্থার ওয়েবসাইটে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়।

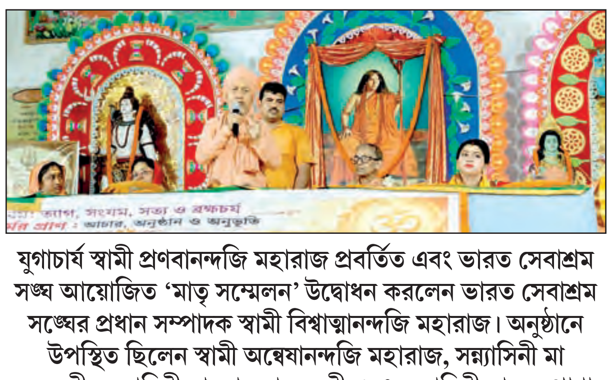

যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ প্রবর্তিত এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ আয়োজিত ‘মাতৃ সম্মেলন’ উদ্বোধন করলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজি মহারাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী অন্বেষানন্দজি মহারাজ, সন্ন্যাসিনী মা তেজময়ী, সন্ন্যাসিনী মা আত্মস্থানন্দময়ী এবং সন্ন্যাসিনী মা বেদপ্রাণা। এ ছাড়াও ছিলেন ডাঃ রণিতা রায়, সুলতা মণ্ডল প্রমুখ। রবিবার।

E-AUCTION SALE NOTICE
MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)
CIN : U64203WB2002PTC094700
Registered Office : 6 G C Avenue, 3rd Floor, Kolkata, West Bengal, India, 700013
Liquidator : Mr Sandip Mitra
Liquidator's Office : 53/C, Harish Mukherjee Road, Kolkata - 700025
Email ID : liquidation.manthan@gmail.com, **Contact No. :** +91 9830344450

Notice is hereby given to the public at large, inviting bids for the sale of the assets (described in the table below) owned by **M/s. Manthan Broadband Services Private Limited (in liquidation)**, which forms part of the liquidation estate of the Corporate Debtor, in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (**"IBC"**), read with the regulations framed thereunder, on an **"AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS, WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS"**. The auction will take place through the online e-auction service provider: **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**.

SCHEDULE OF IMPORTANT DATES FOR THE E-AUCTION	
Last date and time for submission of requisite forms, Affidavits, Declarations, etc. on the BAANKNET portal	12 October 2026, up to 5 PM
Last date and time for submission of EMD on the BAANKET portal	12 October 2026, up to 5 PM
Date and Time of the E-Auction	14 October 2026 from 11.00 AM to 3:00 PM (Unlimited time extension of 5 minutes each)

Description of Assets	Reserve Price (Rs.)	Earnest Money Deposit (Rs.)	Bid Incremental Value (Rs.)
Land along with a structure at Mouza - Tajpur, JL No. 244, P.S. - Ramnagar, East Medinipur, West Bengal (under Digha Sankarpur Development Authority), as per records, having an **aggregate area of 13.095 acres as per the Title deeds. (Original Title deeds admeasuring only 3 Acres in possession of the Liquidator)**	15,50,00,000	1,55,00,000	20,00,000

Major Terms and Conditions of the E-auction are as follows: —
1. The intending bidders are required to register through **https://ibbi.baanknet.com** by using their mobile number and email ID. Contact for support: support.BAANKNET@psballiance.com / **Mobile No. +91 82912 20220**. The Liquidator will not be responsible for any technical glitches on the portal.
2. **The Complete E-Auction Process Information Document, together with all other relevant documents uploaded in relation to the subject property, shall be read in conjunction with this notice and is available at** https://ibbi.baanknet.com. **Prospective bidders are advised to carefully examine and satisfy themselves with the contents of all such documents before participating in the e-auction process.**
3. The intending bidders shall submit an undertaking that they do not suffer from any ineligibility under section 29A of the Code to the extent applicable and that if found ineligible at any stage, the Earnest Money Deposited shall be forfeited.
4. **Intending bidders must submit the prequalification documents, Undertaking under Section 29A and EMD on the E-auction Platform only, i.e.,** https://ibbi.baanknet.com. **The EMD shall be non-interest-bearing.**
5. As per the Government Land Records presently available, Bargadar entries exist in respect of land measuring approximately 4.85 Acres under Khatian Nos. 412 and 627.
6. Intending bidders shall, at their own cost, conduct independent due diligence regarding possession, ownership, title, restrictions on intended use, and all outstanding dues relating to the property—including local taxes, electricity and water charges, and other liabilities—and shall satisfy themselves before participating in the e-auction.
7. The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties, fees, all taxes, legal expenses, etc. and all the local taxes, duties, rates, assessment charges, fees, maintenance charges, etc., including arrears, if any, in respect of the property put on auction.
8. It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the e-auction process and/or to accept and/or disqualify any interested party/potential investor/bidder without assigning any reason and without any liability.
9. The e-auction is subject to the order of the Hon'ble NCLT permitting extension of the liquidation process period beyond 2nd October 2026.

Sd/-
Sandip Mitra
Liquidator - Manthan Broadband Services Private Limited
Regn. No. : IBBI/IPA-001/IP-P00497/2017-18/10885
AFA Valid up to 31/12/2026
Date : 28.09.2026
Place : Kolkata

দক্ষিণ কোরিয়ায় ছৌ নৃত্য পরিবেশন পুরুলিয়ার ৮ শিল্পীর

আজকালের প্রতিবেদন

পুরুলিয়ার আটজন ছৌ শিল্পী দক্ষিণ কোরিয়ার ‘জিনদো আন্তর্জাতিক অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্মেলন এবং উৎসব’–এ অংশ নিলেন। এই উৎসবে ছৌ নৃত্য পরিবেশন করে বিদেশের মাটিতে বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতি তুলে ধরলেন পুরুলিয়ার শিল্পীরা। ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে তিন দিনের এই উৎসবে ভারত ছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন ও ইন্দোনেশিয়ার শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী শিল্প তুলে ধরেন। মঙ্গোলিয়ার শিল্পীদের সঙ্গে পুরুলিয়ার শিল্পীরা যৌথ ভাবে নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ছৌ নৃত্যের ছন্দের সঙ্গে মঙ্গোলিয়ার শিল্পীরা গলা মেলান। ফলে এক অভিনব সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন দেখা যায় দুই দেশের শিল্পীদের মধ্যে। উৎসব চলাকালীন জিনদো কাউন্টি এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ভবিষ্যতে এই দুই জায়গার শিল্পীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়, সহযোগিতা ও পারস্পরিক শিক্ষার সুযোগ আরও বাড়ানোর জন্য এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ দপ্তর এবং ইউনেস্কোর সহযোগী সংস্থা কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজ–এর তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সফরে ভারতীয় শিল্পীরা জিনদোর বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থান, কারুশিল্প কেন্দ্র এবং সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেন। ফলে ভারতীয় শিল্পীরা দক্ষিণ কোরিয়ার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ পেলেন। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের শিল্পী ও সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ এবং পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বিনিময়েরও সুযোগ পেলেন পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পীরা। পশ্চিমবঙ্গের কারুশিল্পীদের জন্য ডিজিটাল সহায়িকা চালুর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার থেকে এই সহায়িকা বিতরণ শুরু হয়েছে। সহায়িকা তৈরিতে সাহায্য করেছে ইউনেস্কোর সহযোগী এসএএসএ।

দক্ষিণ কোরিয়ার ‘জিনদো আন্তর্জাতিক অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্মেলনে পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পীরা।

Chola Enter a better life
চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস: চোলা ক্রেস্ট, সুপার বি, সি৫৪ ও সি৫৫, ৪, থিরু ভি ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গিন্ডি, চেন্নাই–৬০০০৩২, তামিলনাড়ু

দাবি বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (‘দ্য অ্যাক্ট’) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (‘দ্য রুলস’)–এর বিধানাবলির অধীনে
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে উক্ত আইনের অধীনে এবং আইনের ১৩(১২) ধারার সঙ্গে পঠনীয় বিধি ৩ অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন, যেখানে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(দের)–কে উক্ত নোটিস প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নিজ নিজ নোটিসে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করেন যে ঋণগ্রহীতা(গণ) দাবি বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ এড়িয়ে চলছেন, তাই বিধি অনুযায়ী নোটিসটি সাঁটানো ও প্রকাশের মাধ্যমে জারি করা হচ্ছে। দাবি বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু নীচে উল্লেখ করা হল:–

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা ও সহ–ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ঋণের অর্থাঙ্ক	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক	সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ
১.	**লোন অ্যাকাউন্ট নং:** LAP3KRN000056894 এবং LAP3KRN000118852 **১. মিঃ/মিসেস শ্যামসুন্দর খান ২. মিঃ/মিসেস মণিমোহন খান ৩. মিঃ/মিসেস মৌমিতা বিশ্বাস ঠিকানা (ক্রম নং ১ থেকে ৩ এর ক্ষেত্রে এক) :** সুবিদপুর পুরন্দরপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, প্রাইমারি স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা, আমুদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩২৭৩; **বিকল্প ঠিকানা (ক্রম নং ১ থেকে ৩ এর ক্ষেত্রে এক) :** মৌজা সুবিদপুর, জে এল নং ১০৫, আর এস নং ২৩৯, তৌজি নং ১৭, এল আর খতিয়ান নং ১৫৭, নতুন এল আর খতিয়ান নং ১১৫১ ও ১১৮৪, আর এস দাগ নং ২৯৫, এল আর দাগ নং ৩৩০, গ্রাম সুবিদপুর, পোঃ পুরন্দরপুর, থানা গাইঘাটা, পুরন্দরপুর প্রাইমারি স্কুল, আমুদিয়া–৭৪৩২৭৩।	**এলএএন : LAP3KRN000056894–এর জন্য ₹১০,০০,০০০/– এবং LAP3KRN000118852–এর জন্য ₹৫,০০,০০০/–**	**১৮.০৯.২০২৬ ₹২০,৩৮,৫৬৩/– (কুড়ি লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশো তেষট্টি টাকা মাত্র) ১৮.০৯.২০২৬ তারিখ অনুসারে**	১৮.৫০ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: অংশত আর এস দাগ নং ২৯৫, এল আর দাগ নং ৩৩০, এল আর খতিয়ান নং ১৫৭ (দলিল অনুসারে) ও এল আর খতিয়ান নং ১১৫১ ও ১১৮৪ (পর্চা অনুসারে), মৌজা সুবিদপুর, থানা গাইঘাটা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। **আইনি নথি অনুসারে চৌহদ্দি: ২০১৯ সালের দলিল নং ১৫১৪০৫৭১৭ অনুসারে: উত্তর:** গৌর খান; **পূর্ব**: বাবুরালি মণ্ডল; **দক্ষিণ**: মৃত্যুঞ্জয় পারে; **পশ্চিম**: মণিশঙ্কর খান।

এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা(দের) দাবি বিজ্ঞপ্তি(গুলি) মেনে চলার এবং এই প্রকাশনার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাতে উল্লিখিত দাবিকৃত অর্থের সঙ্গে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ, অতিরিক্ত সুদ, বাউন্স চার্জ, খরচ এবং ব্যয় পরিশোধের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ঋণগ্রহীতা(গণ) খেয়াল রাখবেন, **চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড** একটি সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতা(দের) দ্বারা নেওয়া ঋণের সুবিধাটি হল ঋণগ্রহীতা(দের) দ্বারা বন্ধক রাখা সুরক্ষিত সম্পদ বা স্থাবর সম্পত্তি(গুলি)–র বিনিময়ে একটি সুরক্ষিত ঋণ। ঋণগ্রহীতা(গণ) যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁদের দায়বদ্ধতা পুরোপুরি মেটাতে ব্যর্থ হন, তবে সুরক্ষিত ঋণদাতা উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি)–র দখল নেওয়ার সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী, যার মধ্যে সম্পদ বিক্রি করে তা হস্তান্তর করা বা আইন এবং এর অধীনে থাকা বিধিমালার অধীনে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের মাধ্যমে অর্থ আদায় করা অন্তর্ভুক্ত, তবে তা কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রি বা হস্তান্তরের অধিকার প্রয়োগ করার আগে সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি) **ক্রোক এবং/অথবা সিল করার** ক্ষমতাও রাখেন। সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি) বিক্রির পরে, যদি বন্ধকি সম্পত্তির মূল্য সুরক্ষিত ঋণদাতাকে প্রদেয় বকেয়া অর্থাঙ্ক মেটাতে অপর্যাপ্ত হয়, তবে বাকি বকেয়া আদায়ের জন্য সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে আলাদা আইনি ব্যবস্থা শুরুর অধিকার রয়েছে। এই প্রতিকারটি অন্য কোনও আইনের অধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতার প্রতি উপলব্ধ অন্যান্য সমস্ত প্রতিকারের অতিরিক্ত এবং পৃথক।
ঋণগ্রহীতা(দের) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) ধারার সংস্থানগুলির প্রতি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পদগুলি ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য প্রাপ্য সময়সীমার বিষয়ে বলা হয়েছে এবং আরও উল্লেখ করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারার সংস্থানগুলির বিষয়ে, যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা(দের) সুরক্ষিত ঋণদাতার পূর্বানুমতি ছাড়া সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি) নিষ্পত্তি করা, লেনদেন করা বা বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (সাধারণ কারবারি পদ্ধতি ছাড়া) হস্তান্তরে নিষেধ করা হয়েছে এবং ওপরের নিয়ম লঙ্ঘন করা উক্ত আইনের ২৯ ধারার অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দাবি বিজ্ঞপ্তির একটি কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ রয়েছে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) চাইলে যে কোনও কার্যদিবসে সাধারণ অফিস চলাকালীন নিম্নস্বাক্ষরকারীর থেকে তা সংগ্রহ করতে পারেন।
স্বাঃ–
স্থান: উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ **অনুমোদিত আধিকারিক**
তারিখ: ১৮.০৯.২০২৬ **চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে**

ELIMINATE HEPATITIS BY 2030

“সারা বিশ্বে প্রতি ৩০ সেকেন্ডে প্রায় একজন ব্যক্তি ভাইরাল হেপাটাইটিসজনিত কারণে প্রাণ হারান। অথচ হেপাটাইটিস প্রতিরোধের উপায়, রোগ শনাক্ত করার পরীক্ষা এবং কার্যকর চিকিৎসা—সবই বর্তমানে উপলব্ধ। সময়মতো পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে হেপাটাইটিসজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব।
হেপাটাইটিস বি ও সি অনেক সময় লিভারে দীর্ঘমেয়াদি (ক্রনিক) সংক্রমণ সৃষ্টি করতে পারে। সময়মতো রোগ শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু না করলে লিভারের ক্ষতি ধীরে ধীরে বাড়তে পারে এবং পরবর্তীতে লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারের মতো গুরুতর জটিলতা দেখা দিতে পারে।
তাই দেরি না করে হেপাটাইটিস পরীক্ষা করুন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।”

-ডাঃ পূর্ণেন্দু রঞ্জিত
চিকিৎসক

INDIAN INSTITUTE OF LIVER & DIGESTIVE SCIENCES
(LIVER & GI SPECIFIC HOSPITAL), SONARPUR
সহযোগিতায়- World Hepatitis Alliance, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল, যাদবপুর এন কে পাল আদর্শ শিক্ষায়তন, হাওড়া যোগেশ চন্দ্র গার্লস স্কুল, জ্যাংড়া আদর্শ বিদ্যালয়
আজকাল
West Bengal Motion Picture Artists' Forum
লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গ-এর একটি উদ্যোগ

“সমাজের সর্বস্তরে হেপাটাইটিস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সময়মতো পরীক্ষা ও চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে জানানো অত্যন্ত জরুরি। সম্মিলিত সচেতনতা, প্রতিরোধ, সময়মতো রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার মাধ্যমেই হেপাটাইটিসমুক্ত পৃথিবীর লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।”

-সত্যরূপ সিদ্ধান্ত
পর্বতারোহী; সপ্ত শৃঙ্গ এবং সপ্ত আগ্নেয়গিরি জয়ী

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
সার্কল অফিস খড়্গপুর, এসএএম ডিপার্টমেন্ট, ফ্লোর নং ৪, এম এস টাওয়ার–২, এইচপি পেট্রল পাম্পের কাছে, অটওয়াল রিয়েল এস্টেট, ওটি রোড, ইন্দা, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১৩০৫। ই–মেল: cokgpsam@pnb.bank.in

যেহেতু, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও বন্ধকদাতা(গণ)–এর নামের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির/ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক সুদ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি(গুলি) নিয়ে কোনওরূপ লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি(গুলি) নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন নিম্নে বর্ণিত অর্থাঙ্ক ও এর ওপর সুদ, চার্জ সমেত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম খ) শাখার নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া অর্থাঙ্ক
১	**ক) বরুণ কুমার দে** অ্যাকাউন্ট নং: ২৫৯৮০০এডি০০০০০০০২৯ খ) শাখা অফিস: বুরামালা (২৫৯৮০০)	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– সুলতানপুর, জে এল নং ৫০১, এল আর খতিয়ান নং ৩৫৭ (মিউটেশন খতিয়ান নং ১০১৬), পরিমার্জিত এল আর খতিয়ান নং ১১০৭, আর এস প্লট নং ১২৪২ (এল আর প্লট নং ১৩৫৬), জমির পরিমাপ– সামান্য কমবেশি ০.০৩ ডেসিমেল (বাস্তু), থানা– খড়্গপুর (লোকাল), জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, সম্পত্তির স্বত্বধারক: বরুণ কুমার দে। চৌহদ্দি: উত্তর– বিজলি বেরার ফাঁকা জমি; দক্ষিণ– লক্ষ্মীকান্ত দে’র জমি; পূর্ব– ৬ ফুট চওড়া মোরাম রাস্তা, তারপরে প্রলয় অট্টের সম্পত্তি; পশ্চিম– প্রস্তাবিত ৬ ফুট চওড়া রাস্তা এবং বিজলি বেরার জমি।	ক) ১৪.০৭.২০২৬ খ) ২৫.০৯.২০২৬ গ) ₹১৮,৪২,২৯৯.১৭ (আঠারো লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার দুশো নিরানব্বই টাকা সতেরো পয়সা মাত্র), ৩০.০৬.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ

তারিখ: ২৫.০৯.২০২৬
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর
প্রমোদ কুমার মাঝি
চিফ ম্যানেজার তথা অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

আজকাল
সোপান
আরও বড় হতে হবে

আমায় চেনো?

১৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ছবিটি **বেওহর রাজেন্দ্র সিনহার**। ঠিক উত্তরদাতা: **সৈয়দ সাদিক ইকবাল**, দক্ষিণ ২৪ পরগনা; **প্রসূনকুমার সিংহরায়**, আগরতলা; **শঙ্কর সাহা**, পতিরাম; **বাবুল চট্টোপাধ্যায়**, খড়দা; **অভিষেক মল্লিক**, ডোমজুড়; **অরুণ গুপ্ত**, নিউ রায়পুর রোড; **বাসুদেব চক্রবর্তী**, নিউ টাউন।

এই পাতা আপনাদেরই। শিক্ষার্থী, পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাধারণ পাঠক সকলের। এখানে আর কী কী বিষয়, বৈচিত্র্য যোগ করলে ভাল হয়, মতামত দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করুন, এটাই অনুরোধ। আমাদের জানাবেন এখানে : aajkaalsopan@gmail.com

হর্টিকালচার

উদ্যানপালন বিজ্ঞান কৃষিবিজ্ঞানের একটি উদীয়মান শাখা, যেখানে গ্রামীণ ও শহুরে যুবকদের বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে স্বনিযুক্তি ও উদ্যোক্তা হওয়ার পথদিশা। কোথায় কেমন যোগ্যতায় কী পড়া যেতে পারে, জানাচ্ছেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান

প্রফেসর প্রদ্যুৎকুমার পাল

কৃষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে, হর্টিকালচার বা উদ্যানপালন অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃত, যা সীমাহীন কর্মসংস্থান এবং উদ্যোগের সুযোগ দিয়ে থাকে।

সরকারি হিসেব বলছে, ২০২৫-২৬ সালে ভারতের উদ্যানপালন উৎপাদন প্রায় ৩৭৭.৮ মিলিয়ন টন, যা এই ক্ষেত্রের বিশালতার প্রমাণ। উদ্যানপালন বিজ্ঞান মূলত ফল, শাকসবজি, ফুল, মশলা, বাগিচা ফসল, ঔষধি এবং সুগন্ধি গাছের মতো উচ্চমূল্যের ফসল নিয়ে চর্চা করে। ভূমিচিত্রায়ণ বা ল্যান্ডস্কেপিং, নার্সারি ব্যবস্থাপনা এবং ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা হল অন্যান্য মূল বিষয়, যা স্ব-কর্মসংস্থান এবং ব্যবসার সম্ভাবনা তৈরি করে।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত উদ্যানপালন বিজ্ঞান একটি গৌণ বিষয় বা বিএসসি ইন এগ্রিকালচারের অংশ হিসেবে পড়ানো হতো। ১৯৭২ সালে, তামিলনাড়ু এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি এবং কেরালা এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি ভারতে প্রথম স্বতন্ত্র বিএসসি ইন হর্টিকালচার পাঠ্যক্রম চালু করে।

হিমাচল প্রদেশের নৌনি বা সোলানে ১৯৮৫ সালে ড. যশবন্ত সিং পারমার ইউনিভার্সিটি অফ হর্টিকালচার অ্যান্ড ফরেস্ট্রি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই শৃঙ্খলার আনুষ্ঠানিক কাঠামোগত স্বাধীনতা সুদৃঢ় হয়। এটি এশিয়ার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যা শুধুমাত্র হর্টিকালচার ও ফরেস্ট্রি সংক্রান্ত শিক্ষা, গবেষণা এবং সম্প্রসারণের জন্য নিবেদিত।

বর্তমানে ভারতে ইউনিভার্সিটি অফ হর্টিকালচারাল সায়েন্সেস, বাগলকোট (কর্ণাটক); ড. ওয়াই এস আর হর্টিকালচারাল ইউনিভার্সিটি (অন্ধ্রপ্রদেশ) এবং মহারানা প্রতাপ হর্টিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, হরিয়ানার মতো অনেক স্বাধীন স্টেট হর্টিকালচারাল ইউনিভার্সিটি রয়েছে, যা উদ্যানপালন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরাল ডিগ্রি দিয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্যানপালন শিক্ষা ১৯৯৬ সালে নদিয়ার মোহনপুরে অবস্থিত বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সাধারণ কৃষিবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত একটি বিষয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন অ্যাকাডেমিক ফ্যাকাল্টিতে রূপান্তরিত হয়।

পেশা হিসেবে সম্ভাবনা

যেহেতু খাদ্য মানবসভ্যতার মৌলিক প্রয়োজন এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন আধুনিক সমাজের অগ্রাধিকার, তাই উদ্যানপালন সর্বদাই বিশ্বজুড়ে খাদ্য সংস্থানের কেন্দ্রে থাকবে। চিত্তাকর্ষক অপ্রচলিত ফসল, অর্কিড চাষ, শহুরে বাগান, শহুরে ল্যান্ডস্কেপিং, ভার্টিক্যাল ফার্মিং এবং প্রোটেক্টেড কাল্টিভেশনের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ আধুনিক উদ্যানপালনের অগ্রগতির কারণ।

যেহেতু উদ্যানপালনের পণ্যগুলি অত্যন্ত পচনশীল এবং এর জন্য দ্রুতগামী সাপ্লাই চেন প্রয়োজন, তাই প্যাকহাউস পরিচালনা এবং সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টের বিশেষজ্ঞ পেশাদারদেরও উদ্যানপালনের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সুতরাং, উদ্যানপালনে কর্মজীবনের সুযোগ অন-ফার্ম উৎপাদন এবং অফ-ফার্ম শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। পেশাদাররা সরকারি পরিষেবা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিক্ষা, ব্যাঙ্কিং, কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সংগ্রহ, মান নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াকরণ, খুচরা বিক্রয়, রপ্তানি বা ল্যান্ডস্কেপিংয়ে বিভিন্ন ধরনের পেশা বেছে নিতে পারেন। উপরন্তু, এই ক্ষেত্রটি বাণিজ্যিক নার্সারি, ফলের বাগান, মাশরুম চাষ কেন্দ্র, পলিহাউস, ল্যান্ডস্কেপিং পরিষেবা, প্যাকহাউস বা প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগের মতো ব্যবসার মাধ্যমে স্বনিযুক্তির অন্যতম হাতিয়ার।

কোর্স ও যোগ্যতামান

উচ্চ মাধ্যমিকের (১০+২) পর যে সকল শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বা কৃষি বিষয়ে পড়াশোনা করেছে, তারা কয়েকটি উপায়ে উদ্যানপালনে প্রবেশ করতে পারে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্যতার মানদণ্ড ভিন্ন হয়, তাই আবেদনকারীদের অবশ্যই সম্পর্কিত তথ্যপুস্তিকা দেখে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিসিকেভি) এবং উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউবিকেভি) উদ্যানপালনের ওপর বিভিন্ন কোর্স করিয়ে থাকে। বিসিকেভি-তে স্নাতকস্তরে ভর্তি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং ইংরেজিতে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে হয়, অন্যদিকে ইউবিকেভি-তে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হয়। জাতীয় স্তরে, সিইউইটি পরীক্ষায় পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) বিভিন্ন রাজ্যস্তরীয় কৃষি/ উদ্যানপালন বিশ্ববিদ্যালয় (এসএইউ/ এসএইচইউ) এবং কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিএইউ) ভর্তির জন্য কাউন্সেলিং করিয়ে থাকে।

প্রধান পেশাগত ডিগ্রি হল চার বছরের বিএসসি (অনার্স) ইন হর্টিকালচার। চার বছরের বিএসসি (অনার্স) এগ্রিকালচার কোর্সও উদ্যানপালনে কর্মসংস্থান এবং স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের একটি পথ হতে পারে। স্নাতকরা ফ্রুট সায়েন্স, ভেজিটেবল সায়েন্স, ফ্লোরিকালচার (ফুলচাষ) এবং ল্যান্ডস্কেপিং, প্ল্যান্টেশন (বাগিচা), স্পাইসেস (মশলা), মেডিসিনাল (ওষধি) এবং সুগন্ধি ফসল (অ্যারোমেটিক ক্রপস) এবং পোস্ট-হারভেস্ট ম্যানেজমেন্টে (ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা) দুই বছরের এমএসসি করতে পারেন। সম্পর্কিত বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে প্ল্যান্ট ব্রিডিং, বায়োটেকনোলজি, ফুড টেকনোলজি, এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট এবং এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স। মাস্টার্সের পর পিএইচডি করারও পথ খোলা।

কী শিখতে হয়

একটি উদ্যানপালন পাঠ্যক্রমে সাধারণত উদ্ভিদ বংশবিস্তার, নার্সারি ব্যবস্থাপনা, বাগান পরিকল্পনা, সবজি এবং ফুল উৎপাদন, বাগিচা এবং মশলা ফসল, ওষধি উদ্ভিদ, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, উদ্ভিদের পুষ্টি, সেচ, জেনেটিক্স এবং প্রজনন, বীজ উৎপাদন, উদ্ভিদ রোগবিদ্যা, কীটতত্ত্ব এবং আগাছা ব্যবস্থাপনা শিখতে হয়। শিক্ষার্থীরা নিয়ন্ত্রিত চাষ, ক্ষুদ্র-সেচ, সুনির্দিষ্ট কৃষি, জৈব উৎপাদন, ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন এবং খামার যন্ত্রপাতি সম্পর্কেও শেখে।

কোথায় কেমন কাজ

ফ্রেশার বা সার্টিফিকেট/ ডিপ্লোমাধারীরা নার্সারি অ্যাসিস্ট্যান্ট, গার্ডেন সুপারভাইজার, ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট, গ্রিনহাউস অপারেটর, হর্টিকালচার টেকনিশিয়ান, সেলস অ্যাসিস্ট্যান্ট বা প্রসেসিং-ইউনিট সুপারভাইজার হিসেবে কাজ শুরু করতে পারে। ডিগ্রিধারীরা হর্টিকালচার অফিসার, হর্টিকালচার ডেভেলপমেন্ট অফিসার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্ম ম্যানেজার, নার্সারি ম্যানেজার, প্ল্যান্টেশন সুপারভাইজার, কোয়ালিটি-কন্ট্রোল এগজিকিউটিভ, প্রোকিওরমেন্ট এগজিকিউটিভ, ক্রপ অ্যাডভাইজার, টেরিটরি অফিসার, ল্যান্ডস্কেপ এগজিকিউটিভ এবং প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো পদের জন্য আবেদন করতে পারে।

রাজ্য উদ্যানপালন এবং কৃষি বিভাগ (অ্যাসিস্ট্যান্ট হর্টিকালচার অফিসার/ অ্যাসিস্ট্যান্ট হর্টিকালচারিস্ট/ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ হর্টিকালচার), পুরসভা, এফএসএসএআই, ডিরেক্টরেট অফ প্ল্যান্ট প্রোটেকশন, কোয়ারেন্টাইন অ্যান্ড স্টোরেজ, সিপিডব্লুডি (সেকশন অফিসার)-এর মতো সংস্থা, মিশন মোড প্রোজেক্ট, NABARD, ন্যাশনাল হর্টিকালচারাল বোর্ড, APEDA, টি বোর্ড, কফি বোর্ড, রাবার বোর্ড এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ থাকে।

রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন, স্টাফ সিলেকশন কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন বা প্রকল্প-ভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমেও নিয়োগ হতে পারে। ব্যাঙ্ক, বিমা সংস্থা এবং গ্রামীণ-উন্নয়ন সংস্থাগুলিও তাদের যোগ্যতার নিয়ম সাপেক্ষে ফিল্ড এবং অফিসার পদের জন্য কৃষি স্নাতকদের নিয়োগ করে।

বেসরকারি নিয়োগকর্তাদের মধ্যে রয়েছে বীজ এবং রোপণ-উপাদান কোম্পানি, সার এবং ফসল-সুরক্ষা সংস্থা, সেচ এবং গ্রিনহাউস কোম্পানি, ফুড প্রসেসর, কোল্ড-চেন অপারেটর, সুপারমার্কেট, রপ্তানিকারক, নার্সারি, রিসর্ট এবং ল্যান্ডস্কেপ ফার্ম।

স্নাতকরা ফার্মার-প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন, বেসরকারি সংস্থা এবং এগ্রিকালচারাল স্টার্ট-আপেও কাজ করতে পারেন।

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, প্রার্থীরা সাবজেক্ট ম্যাটার স্পেশালিস্ট, সহকারী অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, প্ল্যান্ট ব্রিডার, পোস্ট-হারভেস্ট টেকনোলজিস্ট, প্রোডাকশন ম্যানেজার, সাপ্লাই-চেন ম্যানেজার বা কনসালট্যান্ট পদে উন্নীত হতে পারেন। অভিজ্ঞ পেশাদাররা ডেপুটি ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর অফ হর্টিকালচার, সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, প্রফেসর, হেড অফ রিসার্চ, এস্টেট ম্যানেজার, বিজনেস হেড বা স্বাধীন উদ্যোক্তা হতে পারেন।

কেমন আয়

সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমাধারীরা সাধারণত প্রতি মাসে প্রায় ১২-২৫ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করেন। বেসরকারি নার্সারি, খামার, বিক্রয়, সংগ্রহ বা গুণমানের কাজে প্রবেশকারী বিএসসি স্নাতকরা মাসে ২০-৪০ হাজার টাকা পেতে পারেন। এমএসসি এবং বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বেতন হতে পারে ৩০-৫৫ হাজার টাকা। পাঁচ থেকে দশ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পেশাদাররা মাসে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বা তার বেশি আয় করতে পারেন, যেখানে সিনিয়র ম্যানেজার, স্পেশালিস্ট এবং পরামর্শদাতাদের বেতন আরও অনেক বেশি হতে পারে।

কোথায় পড়া যায়

শিক্ষার্থীদের এমন একটি প্রতিষ্ঠান বেছে নেওয়া উচিত যেখানে পর্যাপ্ত খামার, ল্যাবরেটরি, যোগ্য শিক্ষক, ইন্টার্নশিপ এবং প্লেসমেন্ট বা এন্টারপ্রাইজ সহায়তা রয়েছে।

সুপরিচিত বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ড. ওয়াই এস পারমার ইউনিভার্সিটি অফ হর্টিকালচার অ্যান্ড ফরেস্ট্রি, সোলান; ড. ওয়াই এস আর হর্টিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, অন্ধ্রপ্রদেশ; ইউনিভার্সিটি অফ হর্টিকালচারাল সায়েন্সেস, বাগলকোট; তামিলনাড়ু এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি; পাঞ্জাব এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি; বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি; জি বি পন্থ ইউনিভার্সিটি অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি; বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; কেরালা এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি এবং অসম এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি।

উত্তরবঙ্গে উদ্যানপালন শিক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প। নয়াদিল্লির আইসিএআর- ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এই সপ্তাহের বিতর্ক

কড়া বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই তাই পথভ্রষ্ট এখনকার ছেলেমেয়েরা

নাম, পুরো ঠিকানা-সহ ১০০ শব্দের মধ্যে আপনার মতামত আগামী শুক্রবারের মধ্যে জানান এই ই-মেলে: aajkaalsopan@gmail.com

গত সোমবারের বিতর্কের বিষয়

অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি কিশোর-কিশোরী, নব্যযুবাদের মধ্যে

ছেলেভোলানোয় দাদু-ঠাকুমার বদলে গ্যাজেট দিয়েছি। বয়স্কদের প্রণাম করার পাঠ শেখাইনি। কিশোর যুবা জানে, সইলে রইলে। তারা বুঝেছে 'যখন যেমন, তখন তেমন'। আমড়ার মাটিতে কিশোর-যুবাদের কাছে আম্রপালি মিলবে কেন? খেটেখুটে এতটা নীচে নেমেছি, চেষ্টাতেই জিরাফ লম্বাগলার হয়েছে। কিশোর-যুবারা কেউ অবক্ষয়ের শিকার নয়, বিবর্তনে তাদের আজকের চেহারা।
তুষার ব্যানার্জি
সুতাহাটা, পূর্ব মেদিনীপুর

অগ্রগতি ও শিক্ষার নামে স্মার্টফোন বাড়ি, স্কুল থেকে পেয়ে আজকের ছেলেমেয়েরা এত দ্রুত সব জেনে যাচ্ছে, যাতে নিষিদ্ধ আর কিছুই থাকছে না। বয়সের সন্ধিক্ষণে এক বিরাট পরিবর্তন তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসছে, যা ভালর থেকে খারাপের দিকেই বেশি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সম্মান বজায় রেখে কোথায় থামতে হবে, তা দেখুক স্কুল, সমাজ, পরিবার।
মৃত্যুঞ্জয় বোস
শেঠ বাগান রোড, দমদম

বড়দের সম্মান দেওয়া এবং কোন পরিস্থিতিতে কী বলতে হয়, জানে না আজকের কিশোর-কিশোরী, নব্যযুবরা। গৃহে যথাযথ শাসনের অভাব এবং পরবর্তী জীবনে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বাড়বাড়ন্তে অবক্ষয়ের এই সূত্রপাত। সামাজিক রীতিনীতিকে তুচ্ছ করে শুধু নিজের স্বার্থ হাসিল করা। সেই চলার বেগে কার অনুভূতিতে কী ঘা লাগল, তা দেখার অবকাশ কোথায়?
অরুণ গুপ্ত
নিউ রায়পুর রোড, কলকাতা-৮৪

এই নতুন পৃথিবীকে আজকের প্রৌঢ় বা বৃদ্ধরা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে অভ্যস্ত, নতুনরা সেভাবে দেখতে চায় না। তাদের আচার-আচরণ, বোধ-বুদ্ধি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত। ফলে মনে হতে পারে তারা হয়তো অবক্ষয়ের সীমায় পৌঁছে গেছে। আদতে কিন্তু তারা তাদের মতো করে পৃথিবীটা 'এক্সপ্লোর' করছে। তবে, কিছু ক্ষেত্রে ঔদ্ধত্য ও অবক্ষয়ের যে ছবি আমরা দেখি, তা নিতান্তই অশিক্ষা বা কুশিক্ষার ফল।
শঙ্খ অধিকারী
সাবড়াকোন, বাঁকুড়া

বর্তমান প্রজন্মে কিছু কিশোর-কিশোরী বা নব্যযুবার মধ্যে শুভ চেতনার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। হাতে গোঁজা মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়ায় মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি, নানান নেশার প্রতি নব্যযুবাদের আসক্তি অবক্ষয়ের চিত্রকেই তুলে ধরে।
শঙ্কর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর

আগেও সমাজে অবক্ষয় ছিল না বললে বাস্তবকে অস্বীকার করা হবে, কিন্তু এখন যত কম বলা যায় ততই ভাল। এখন সব কিছুই খুলমখুল্লা! মা-বাবা-বন্ধুর অভাব বোধ না করার জন্য মোবাইল-টিভিই যথেষ্ট। ছাত্রছাত্রীরা দেখেছে ঘুষ দিয়ে চাকরি পাওয়া যায়, রাজনৈতিক নেতা হলেই হাতে নগদ লক্ষ্মী আসে। সর্বত্রই অবক্ষয়। শুধু ছাত্রছাত্রীদের দোষ দিয়ে কী হবে? এর থেকে রক্ষাকবচ হতে পারত পারিবারিক টান, ভালবাসা, যোগাভ্যাস, খেলাধুলো। দেবে কে?
জয়ন্তকুমার সাহা
কৃষ্ণপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

আজকাল পথে বার হলে ছেলেমেয়েদের পোশাক, চালচলন, আচার-আচরণ, থোড়াইকেয়ার মনোভাব, বয়স্কদের দেখেও সংযমী না হওয়া, অবলীলায় সর্বসমক্ষে ধূমপান ও বেলেল্লাপনা এই বয়সীদের সম্পর্কে আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করে। প্রতিবাদ করলে কী ফল হয় অনেকেই জানেন!
জয়ন্তকুমার মল্লিক
হিন্দুস্তান পার্ক, বেহালা, কলকাতা-৩৪

বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার পাঠের খুব অভাব। পড়ুয়ারা ভাল নম্বরের জন্য ইঁদুরদৌড়ে নেমেছে। ফলে মূল্যবোধের জ্ঞান অধরা থেকে যাচ্ছে। নব্যযুবাদের মধ্যেও বেকারত্ব বেড়ে যাওয়া ও সততার সঙ্গে উপার্জনের বেশিরভাগ উৎস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা বিপথে চালিত হচ্ছে।
ঐন্দ্রী ভট্টাচার্য
হামিরহাটি, বাঁকুড়া

কিশোর-কিশোরী ও নব্যযুবাদের মধ্যে নেশা এত বেড়েছে, যে রাস্তায় বেরনোই দায়! সরকারের সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাড়াতে হবে, প্রতিটি মানুষকে সচেতন করতে হবে।
সুদীপ্ত ব্যানার্জি
বড়বাগান, সিউড়ি, বীরভূম

দিনরাত মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকা, দামি মোবাইলের বায়না ধরে অসহায় পিতা-মাতাকে হুমকি দেওয়া, ব্ল্যাকমেল করা আজকালকার কিশোর-কিশোরী ও নব্যযুবাদের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাইকেল-স্কুটি-বাইক চালাতে চালাতে অনর্গল কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাওয়া, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেলফি তোলা, পিতা-মাতা ও অভিভাবককে অগ্রাহ্য করা, এক শ্রেণির কিশোর-কিশোরী ও নব্যযুবার স্টাইল হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সুনীল সাহা
বেদীভবন, কল্যাণী, নদিয়া

তরুণ, যুবসমাজ আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট। শিক্ষান্তে চাকরি নেই। যোগ্য হয়েও উপযুক্ত চাকরি মেলে না। রাজনীতি আজ দিশাহীন। তরুণদের সামনে আদর্শ নেতৃত্ব বলতে কিছু নেই। তরুণ, যুবদের সঠিক পথে চালিত করে মেধা, উদ্যম ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগানোর দায়িত্ব সুশীল সমাজেরই।
অতীশচন্দ্র ভাওয়াল
কোন্নগর, হুগলি

প্রযুক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতি আসক্তি, অশালীন বিনোদন, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা এবং দ্রুত সাফল্য পাওয়ার প্রবণতা আজকের ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশে প্রভাব ফেলছে। বই পড়া, খেলাধূলা, পরিবারকে সময় দেওয়া কিংবা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিবর্তে অনেকেই ভার্চুয়াল জগতেই বেশি সময় কাটাচ্ছে। ছোটখাটো ব্যর্থতা সহ্য করার মানসিকতাও কমে যাচ্ছে। তবে পুরো প্রজন্মকে দোষারোপ করা সমাধান নয়। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজকে একসঙ্গে এগিয়ে এসে তাদের সঠিক দিশা দেখাতে হবে।
সৈয়দ সাদিক ইকবাল
সিমলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

একথা একেবারে ঠিক যে একটা অবক্ষয়ের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে সমাজের সর্বস্তরে। সবথেকে বেশি ক্ষতি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের, কারণ তাদের মূল্যবোধ তৈরি হচ্ছে না, বলা ভাল তৈরি করা হচ্ছে না। বড়-ছোট না মানা, সম্মান না দেওয়া, বায়না, অন্যায় আবদার, সঙ্গদোষ ইত্যাদি মারাত্মক ক্ষতি করছে কিশোর-কিশোরী বা নব্যযুবাদের।
বাবুল চট্টোপাধ্যায়
খড়দা, কলকাতা

জিএনআইটি-র ডিগ্রি প্রদান

জেআইএস গ্রুপের গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কলকাতার নিজস্ব ক্যাম্পাসে সম্প্রতি আয়োজিত হল ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠান ২০২৬। অনুষ্ঠানে ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে উত্তীর্ণ ব্যাচের শিক্ষাগত সাফল্য উদ্‌যাপন করা হয়। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মাকাউট উপাচার্য অধ্যাপক তাপস চক্রবর্তী, জেআইএস ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ও প্রো-চ্যান্সেলর ড. নীরজ সাক্সেনা, জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর সর্দার সিমরপ্রীত সিং, আইআইটি খড়গপুরের বায়োসায়েন্স ও বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক রামকৃষ্ণ সেন, গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সেরামিক টেকনোলজির অধ্যক্ষ অধ্যাপক কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, জিএনআইটি অধ্যক্ষ অধ্যাপক স্বরূপ কুমার মিত্র প্রমুখ।

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মূল্যমান নিয়ে নতুন করে ভাবার আহ্বান

অধ্যাপক আর পি ব্যানার্জি

কৃত্রিম মেধা যেভাবে দ্রুত ব্যবসায়িক কার্যাবলি ও আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে বদলে দিচ্ছে, তাতে হিসাববিজ্ঞানকেও কর্পোরেট মূল্যমানের প্রথাগত পরিমাপের বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। এমনটাই মন্তব্য করেছেন ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশন রিসার্চ ফাউন্ডেশন (আইএএআরএফ)-এর প্রেসিডেন্ট এবং ইআইআইএলএম, কলকাতা-র চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর অধ্যাপক আর পি ব্যানার্জি। সম্প্রতি কলকাতার গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে আয়োজিত আইএএআরএফ-এর বার্ষিক সেমিনারে অধ্যাপক ব্যানার্জি বক্তব্য পেশ করেন।

সিজিইউ-এর আট শিক্ষার্থী যোগ দিলেন ওয়ার্ল্ডস্কিলস শাংহাই ২০২৬

শাংহাইয়ে 'দক্ষতার অলিম্পিক' হিসেবে পরিচিত ওয়ার্ল্ডস্কিলস প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করলেন ওড়িশার সি ভি রমন গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি (সিজিইউ)-এর আট প্রতিভাবান শিক্ষার্থী। আসরে অংশ নিলেন ৭৩টি দেশ ও অঞ্চল থেকে প্রায় ১,৪০০ প্রতিযোগী। ভারতীয় দলে থাকা সিজিইউ-এর আট শিক্ষার্থী গ্রাফিক ডিজাইন টেকনোলজি, প্যাটিসারি অ্যান্ড কনফেকশনারি, রেস্তোরাঁ পরিষেবা, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, অটোনমাস মোবাইল রোবটিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল এবং ওয়াটার টেকনোলজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রতিযোগিতায় সিজিইউ-এর পড়ুয়ারা বরাবরই দুর্দান্ত ফলের নজির পেশ করেছেন। শাংহাইয়ের বিশ্বমঞ্চে দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ওড়িশা ও ভারতের প্রত্যাশা ও স্বপ্নকে তুলে ধরার জন্য প্রতিযোগীদের শুভেচ্ছা জানান সিজিইউ ওড়িশার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সঞ্জীবকুমার রাউত-সহ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ।

টিসিএস ইনকুইজিটিভ ২০২৬-এর কলকাতা পর্ব জিতে নিল দিল্লি পাবলিক স্কুল। এই প্রতিযোগিতায় ৩৭টি স্কুলের মোট ১৬২টি দল অংশ নিয়েছিল।

উৎকর্ষের স্বীকৃতি পেলেন দুই গবেষক

গবেষণা ও টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দুই বিশিষ্ট গবেষককে সম্মান জানাল ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইইএম)।
এঁরা হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এবং সিএসআইআর সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী অধ্যাপক অমিত গাঙ্গুলি।
সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় গবেষণাক্ষেত্রে আইইএম উৎকর্ষ সম্মাননা ২০২৬।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইইএমের ডিরেক্টর অধ্যাপক সত্যজিৎ চক্রবর্তী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন এবং আইএসডব্লুএমএডব্লু-এর সভাপতি অধ্যাপক সাধন কুমার ঘোষ, আইইএমের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক অরুণ কুমার বার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক দ্বৈপায়ন দে, অধ্যাপক রাহুল বৈদ্য-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শালবনি ইনস্টিটিউট অফ নার্সিংয়ে রক্তদান শিবির

সম্প্রতি শালবনি ইনস্টিটিউট অফ নার্সিংয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী হাসপাতালের ব্লাডব্যাঙ্কের সহযোগিতায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হল। রক্তদাতাদের মধ্যে ছিলেন কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্থানীয় মানুষজন। উপস্থিত ছিলেন শালবনি ব্লকের বিএমওএইচ ডাঃ কৌশিক সিং, শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট ডাঃ স্বর্ণালি দে, নার্সিং ডেপুটি সুপারিনটেন্টেন্ট কৃষ্ণা দত্ত ও শান্তা পণ্ডা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শালবনি ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং-এর প্রিন্সিপাল ইন-চার্জ সুমন মণ্ডল এবং কলেজ চেয়ারম্যান ডাঃ অসিতকুমার ঘোষ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়েস অ্যান্ড ভিশন স্টোরি টেলিং

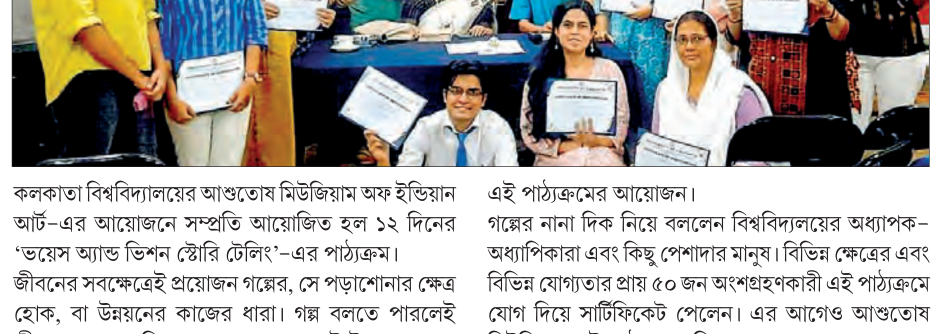

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট-এর আয়োজনে সম্প্রতি আয়োজিত হল ১২ দিনের 'ভয়েস অ্যান্ড ভিশন স্টোরি টেলিং'-এর পাঠ্যক্রম।
জীবনের সবক্ষেত্রেই প্রয়োজন গল্পের, সে পড়াশোনার ক্ষেত্র হোক, বা উন্নয়নের কাজের ধারা। গল্প বলতে পারলেই জীবনের অনেক দিক সহজ হয়ে যায়। সেই উদ্দেশ্য পূরণে এই পাঠ্যক্রমের আয়োজন।
গল্পের নানা দিক নিয়ে বললেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এবং কিছু পেশাদার মানুষ। বিভিন্ন ক্ষেত্রের এবং বিভিন্ন যোগ্যতার প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণকারী এই পাঠ্যক্রমে যোগ দিয়ে সার্টিফিকেট পেলেন। এর আগেও আশুতোষ মিউজিয়াম এই পাঠ্যক্রম পরিচালনা করেছে।

খেলা

ভিডিওবার্তা কাম্বলির

অসুস্থতা বেড়েছে বিনোদ কাম্বলির। তিনি ভর্তি থানের নিদান সেন্টার ফর এলডারলি কেয়ার–এ। সেখানেই ভিডিওবার্তায় কাম্বলি বলেছেন, ‘এখানে আমার চিকিৎসা চলছে। ব্যবস্থা খুব ভাল।’ তবে কথা বলতে বেশ অসুবিধেই হচ্ছিল কাম্বলির।

সামনে ব্রাজিল, অসম্ভব বলে কিছু নেই

আনোয়াররা সাহস দিচ্ছে

গৌতম সরকার

কালকেই সুধীর কর্মকার ফোন করে সাতাত্তরে ইডেনে পেলের নিউ ইয়র্ক কসমসকে ২–২ গোলে মোহনবাগানের আটকে দেওয়ার কথা বলছিল। নিজের ঢাক পেটাচ্ছি না। সেদিন ফুটবলসম্রাটকে গোটা ম্যাচে ১৭ বার ট্যাকল করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বল কেড়ে নিয়েছিলাম। তবে পেলে তখন অস্তমিত সূর্য। তাও পিকে ব্যানার্জির মতো কোচ প্র্যাকটিসে আমাদের বলেছিলেন, ‘দেখো বাবা, মান–ইজ্জত চলে যায় এমন বিশ্রী হেরো না।’ যদিও আসল সময় দারুণ স্ট্র্যাটেজি নিয়েছিলেন। আর ওঁর সেই বিখ্যাত ভোকাল টনিকে আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত জোশ জাগিয়ে তুলেছিলেন।

ভাবছি, আজ যদি প্রদীপদা থাকতেন, তা হলে ব্রাজিল কোচ কার্লো আনসেলোত্তির ‘ভারতীয় ফুটবলের সংস্কৃতি নেই’ এই খোঁচাটার ফায়দা তুলে ড্রেসিংরুমে আনোয়ার আলি, রায়ান উইলিয়ামস, গুরপ্রীত সিংদের মনে কী আগুনটাই না জ্বালিয়ে তুলতেন! আমার মতে, এই কাজটাই যুবভারতীতে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভারতের ফিফা ফ্রেন্ডলি আন্তর্জাতিক ম্যাচের আগে করতে হবে জাতীয় কোচ খালিদ জামিলকে। আমাদের ছেলেরা একটা ঐতিহাসিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছে। তার আগেই বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক এগিয়ে থাকা পানামার সঙ্গে গর্বের ড্র করে ভিনিসিয়াস, রাফিনহাদের মতো এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলারদের বিরুদ্ধেও লড়াই করার সাহসও অর্জন করেছে।

কিন্তু পাঁচবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দেশের বিরুদ্ধে মাঠে শুধু সাহস বা মনের জোর দেখালেই তো হবে না। ইংরেজিতে একটা বিখ্যাত কথা আছে— ইন্টেলিজেন্স, উইল অ্যান্ড স্কিল টুগেদারলি ক্যান পসিবল এনি ইমপসিবল। অনিরুদ্ধ, জয়, এডমান্ডরাও যদি বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি আর স্কিল, এই তিনটে একত্র করে সাম্বা ম্যাজিকের সঙ্গে ৯০ মিনিট লড়াই করে, আনসেলোত্তি টের পাবেন, ভারতীয় ফুটবলের সংস্কৃতি আছে কি নেই? আরে, এমনি এমনি ভারত ফুটবলে দু’বার এশিয়াড চ্যাম্পিয়ন, অলিম্পিকে একবার চতুর্থ স্থান অর্জন করেনি। হতে পারে, সেগুলো গত শতাব্দীর কথা। তবে এই ক’দিন আগেই ইস্টবেঙ্গল জর্ডনে গিয়ে বিশ্বকাপের ফুটবলারে ভরা সেদেশের ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিততে জিততে শেষে ২–২ ড্র করে এসেছে।

আমার মতে, ব্রাজিল ম্যাচে ভারত ডিপ ডিফেন্সে তিনজনকে রেখে মাঝমাঠে পাঁচজনকে খেলালে ভাল করবে। তাদের সামনেও একজন উইথড্রন ফরোয়ার্ড থাক। যার মূল কাজ হোক বিপক্ষকে প্রথম ট্যাকলটা করা। যেটা পেলের বিরুদ্ধে মহম্মদ হাবিব সারাক্ষণ করেছিল। এছাড়াও ভিনিসিয়াস, রাফিনহার আক্রমণের সময় যেদিক দিয়ে ওরা উঠবে, খালিদের দলের সেদিকের ইনসাইড হাফ আর উইং হাফ সেই মুহূর্তে নেমে গিয়ে পুরোপুরি ডিফেন্ডারের ভূমিকা নিক। তা হলে ভারতের তখন পাঁচজনের ডিপ ডিফেন্স দাঁড়িয়ে যাবে। সেইসঙ্গে খালিদের সেন্টার হাফ গোটা ম্যাচে পেন্ডুলামের মতো ডানদিক–বাঁদিক করে রক্ষণ আর আক্রমণের মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলুক।

পেলে ম্যাচ আমাদের ড্র রাখতে পারাকে ৫০ বছর পরেও মানুষ অসাধ্যসাধন বলে থাকেন। বুড়ো বয়সেও যা শুনতে ভাল লাগে আমার বা সুব্রত ভট্টাচার্য, শ্যাম থাপাদের। ব্রাজিল জাতীয় দল তার তুলনায় ঢের বেশি শক্তিশালী। খালিদের ছেলেরা যদি আটকে দিতে পারে, তা হলে আমি এখনই লিখে দিচ্ছি, ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে সেটাই হবে সর্বকালের সেরা পারফরমেন্স।

অলিম্পিয়াডে রুপো, ব্রোঞ্জ

আজকালের প্রতিবেদন

দিব্যা দেশমুখ

দোম্মারাজু গুকেশ

দু’বছর আগে বুদাপেস্টে হওয়া দাবা অলিম্পিয়াডের কথা। ওপেন ও মহিলা, দুটি বিভাগেই সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন দোম্মারাজু গুকেশ, দিব্যা দেশমুখরা। এবার সম্ভাবনা থাকলেও সমরকন্দে দাবা অলিম্পিয়াডে সোনা এল না। তবে পোডিয়ামে শেষ করল ভারত। ওপেন বিভাগে রুপো ও মহিলাদের বিভাবে ব্রোঞ্জ। ওপেনে চ্যাম্পিয়ন উজবেকিস্তান। শেষ রাউন্ডে ইউক্রেনকে ২.৫–১.৫ ফলে হারিয়ে ২০ পয়েন্টে শেষ করে উজবেকিস্তান। ভারত ও জার্মানি ১৮ পয়েন্টে ছিল। টাইব্রেকে অর্জিত পয়েন্টের নিরিখে দ্বিতীয় স্থান পায় ভারত। মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চীন। শেষ রাউন্ডে ভিয়েতনামকে তারা অনায়াসেই হারায় (৩–১)। দুইয়ে কাজাখস্তান। শেষ রাউন্ডে জর্জিয়ার বিরুদ্ধে হেরে ভারতের পদক হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। প্রথম ম্যাচে কোনেরু হাম্পি জিতলেও পরের ম্যাচে দিব্যা হারেন। তৃতীয় ম্যাচে ভান্তিকা আগরওয়ালের ড্র। নির্ণায়ক ম্যাচে খাদের কিনারায় ছিলেন সবিতা শ্রী। সেখান থেকে ড্র করে ভারতের ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেন তিনি। ব্যক্তিগত ভাবে সোনা জিতেছেন সবিতা। দিব্যা রুপো পেয়েছেন। কোনেরু এবং ভান্তিকার ব্রোঞ্জ। অন্যদিকে, রুপো পেয়েছেন গুকেশ। ব্রোঞ্জ রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দর।

ফিফা ফ্রেন্ডলি

ব্রাজিল ও উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খালিদ জামিলের ভারতের দ্বৈরথের পরেই কলকাতায় ভারতের মহিলা ফুটবল দলও ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে। কিশোরভারতীতে ৮ ও ১১ অক্টোবর ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬৯ নম্বর ভারতের মহিলা দল র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৭ নম্বর রাশিয়ার সঙ্গে দুটি ম্যাচ খেলবে।

সংবর্ধিত ভাস্কররা

রবিবার বারাসতে অত্যাধুনিক অনুষ্ঠানগৃহ ‘আর এ ফিয়েস্তা’র উদ্বোধন করেন বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি। এদিনের অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয় প্রাক্তন খেলোয়াড় ভাস্কর গাঙ্গুলি, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু রায়, বিজয় দত্ত, যিশু পালকে। এছাড়া হয়েছে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরও।

নর্থইস্ট ম্যাচে বাগান কি স্ট্রাইকার ছাড়াই নামবে

আজকালের প্রতিবেদন

আইএফএ শিল্ডের শেষ চারে জায়গা নিশ্চিত। নর্থইস্টের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার মোহনবাগানের নিয়মরক্ষার ম্যাচ। এই ম্যাচ গ্রুপশীর্ষে থাকার। নর্থইস্টের শক্তি প্রান্তিক আক্রমণ। আলাদিন আজারে ও জিতিন এমএস উইংয়ে গতির ঝড় তোলেন। তাঁদের আটকানোর পাশাপাশি নর্থইস্টের গোলমুখও খুলতে হবে। সেই জন্য দল নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা–নিরীক্ষায় বাগান কোচ পানাগিওটিস ডিম্পেরিস।

চোট সারিয়ে ফিরছেন সামির জেলকোভিচ। তাঁর অন্তর্ভুক্তিতে মাঝমাঠের পাশাপাশি রক্ষণভাগও দৃঢ়তা পাবে। এছাড়াও রবিবারের অনুশীলন থেকে বেশ কিছু ট্যাকটিক্যাল পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গিয়েছে। রক্ষণে শুভাশিস বসু, আলবার্তো রডরিগেজ ও রাহুল ভেকে ত্রয়ীই থাকছে। মাঝমাঠে সামির এলেও দীপক টাংরি এবং অভিষেক সূর্যবংশী থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার নয়, রাইট উইংব্যাকের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে অভিষেককে। এইমুহূর্তে বাগানে রাইটব্যাকের অভাব। সেই জায়গাতেই আঘাত হানার চেষ্টা করবেন আলাদিন। তাঁকে রুখতে পরিকল্পনার অংশ হতে পারেন অভিষেক। শুভাশিস নড়বড়ে। সামনে ফাঁকা জায়গা পেলে বাগান অধিনায়ককে বিপদে ফেলবেন জিতিন। সেই জন্য লিস্টনকে লেফট উইংব্যাক হিসেবে ভাবা হচ্ছে। গতিতে জিতিনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার পাশাপাশি আক্রমণেও সাহায্য করতে পারবেন।

শেষ ম্যাচে অনভ্যস্ত লেফট উইংব্যাক পজিশনে খেললেও নর্থইস্টের বিরুদ্ধে পরিচিত রাইট উইঙ্গারের ভূমিকায় পাওয়া যেতে পারে লালিনজুয়ালা ছাংতেকে। লেফট উইঙ্গার হয়তো দেজান দ্রাজিচ। তাঁদের মাঝখানে মিগেল ফিগেরা। অ্যাটাকিং মিডিও নয়, তাঁকে স্ট্রাইকার হিসেবে ভাবা হচ্ছে। তবে বিল্ড আপের সময় নিচে নেমে আসবেন। জেমি ম্যাকলারেন এদিন পুরো অনুশীলন করেননি। স্কটিশ স্ট্রাইকার লি আরউইন পুরো ম্যাচ খেলার অবস্থায় নেই। নর্থইস্টের বিরুদ্ধে হয়তো কোনও স্ট্রাইকারকে ছাড়াই শুরু করতে পারে বাগান।

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ভাবনায় সিনিয়ররা

আজকালের প্রতিবেদন

কাস্টমসের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে আইএফএ শিল্ড অভিযান শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। সেই ম্যাচে মূলত রিজার্ভ দলের ফুটবলারদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সিনিয়র দলে সুযোগ না পাওয়া কয়েকজন ফুটবলারকে। দ্বিতীয় ম্যাচে সামনে কঠিন প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। যারা রবিবার ৭ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে কাস্টমসকে। ইস্টবেঙ্গলকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে পাঞ্জাবকে হারাতেই হবে। ঘরের মাঠে কঠিন ম্যাচে তাই ছক বদলাচ্ছে লাল–হলুদ। যা খবর, সিনিয়র দলের নিয়মিত ফুটবলারদের নিয়েই মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম একাদশে থাকতে পারেন বিদেশিরাও। হয়তো জায়গা পেতে পারেন রিজার্ভের দু–একজন ফুটবলার। বেঞ্চে বসবেন আরও কয়েকজন।

এরমধ্যেই ইস্টবেঙ্গলকে বেশ ভুগতে হচ্ছে অনুশীলন মাঠ নিয়ে। টানা বৃষ্টির পর ইস্টবেঙ্গল মাঠের বিশ্রাম দরকার। বিশেষত কাস্টমসের বিরুদ্ধে ম্যাচে মাটির হাল খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই পাঞ্জাব ম্যাচের আগে এই মাঠকে বিশ্রাম দিতে চাইছেন কোচ হাবাস। ইস্টবেঙ্গল অনুশীলন করছিল ফেডারেশনের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের কৃত্রিম ঘাসের মাঠে। কারণ, ঘাসের মাঠে অনুশীলন করবে ভারতীয় দল। খালিদ জামিল ব্রিগেড কলকাতায় আসছে সোমবার দুপুরে। মঙ্গলবার বিকেল থেকে ফেডারেশনের মাঠে অনুশীলন করবে ভারত। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এখন নতুন মাঠ খুঁজতে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টকে। রবিবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে ছুটি ছিল। যা শোনা যাচ্ছে, সোমবার অনুশীলনের জন্য ইস্টবেঙ্গলকে সম্ভবত ছুটতে হবে কল্যাণী স্টেডিয়ামে। ভাল মাঠে অনুশীলন করার সন্ধানে কলকাতা থেকে এত দূরের পথ যেতে হবে হাবাসের দলকে। এরমধ্যেই রবিবার রাতে কলকাতায় চলে আসছেন পোল্যান্ডের স্ট্রাইকার লুকাস জোলিনস্কি।

মাঠ সমস্যায় ইস্টবেঙ্গল

সোদপুর এসিসি-তে বয়েজ হস্টেল

অনির্বাণ সেনগুপ্ত

১৯৬৯–এ পথ চলা শুরু করেছিল সোদপুরের অ্যাথলেটিক কোচিং ক্যাম্প (এসিসি)। সেদিনের চারাগাছ এখন মহীরুহে পরিণত। এসিসি–র প্রাণপুরুষ ‘দ্রোণাচার্য’ কোচ ড. কুন্তল রায়। বাংলার অ্যাথলেটিক্সের অন্যতম সেরা আঁতুড়ঘর থেকেই অলিম্পিকের মঞ্চে পা রেখেছিলেন সোমা বিশ্বাস, সুস্মিতা সিংহরায়, সঞ্জয়কুমার রাই। হাইজাম্প, লং জাম্প, ট্রিপল জাম্প, শর্ট স্প্রিন্টের জন্য এসিসি–তে ২০২৩–এ বসেছিল অত্যাধুনিক সিন্থেটিক ট্র্যাক। এই ট্র্যাকের পরিসর আরও বাড়ানো হবে। এই মুহূর্তে বাংলার অ্যাথলেটিক্সের অন্যতম পাওয়ারহাউস এসিসি। শেষ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে এসিসি–র ৬৫ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন, তার মধ্যে পদক পেয়েছেন ৬২ জনই! সোনা জিতেছেন ১৮ জন, রুপো পান ৩২ জন, ব্রোঞ্জের সংখ্যা ১২। সম্প্রতি এসিসি–র শিক্ষার্থী শাহনওয়াজ মণ্ডল ইয়ুথ ন্যাশনালে লং জাম্পে রুপো পেয়েছেন। পাটনায় সদ্যসমাপ্ত ইস্ট জোন আথলেটিক্সে দারুণ সাফল্য এসিসি–র। তাদের অ্যাথলিটরা ৩ সোনা, ৩ রুপো ও ২ ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। সেই এসিসি–র মুকুটে এবার যুক্ত হতে চলেছে নতুন পালক। এসিসি পাচ্ছে তার নিজস্ব বয়েজ হস্টেল, যার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ।

কাজ চলছে অ্যাথলেটিক কোচিং ক্যাম্পের বয়েজ হস্টেলের। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

সোদপুরে এসিসি–র মাঠ সংলগ্ন একটি বাড়ি বেশ কয়েক বছর পড়ে ছিল তালাবন্ধ অবস্থায়। বাড়ির মালিক থাকেন অন্যত্র। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এসিসি–র এক কর্তা দীপক ব্যানার্জি। তিনি জানান, বাড়িটি কিনতে চায় এসিসি। বাড়ির মালিক রাজি হয়ে যান। দূরের জেলার অ্যাথলিটদের থাকার কথা ভেবেই এই বাড়িটিকে বয়েজ হস্টেল বানানোর পরিকল্পনা এসিসি–র। বাড়ি হাতে পেয়েই অত্যাধুনিক হস্টেল বানাতে যা যা প্রয়োজন, সেই ভাবেই সংস্কারের কাজ পূর্ণোদ্যমে শুরু করে দিয়েছে এসিসি।

কী বলছেন ‘দ্রোণাচার্য’ কোচ? কুন্তল রায়ের কথায়, ‘হঠাৎ করেই আমরা সুযোগটা কাজে লাগিয়েছি। বেশ বড় অঙ্কের টাকা (প্রায় ৩০ লক্ষ) জোগাড়ও হয়ে গেল। সরকারি সাহায্য নেই, কর্পোরেটের সাহায্য নেই। কিন্তু সারা জীবন বিশ্বাস করেছি, সদিচ্ছা থাকলে কোনও বাধাই বাধা নয়। সংস্কারের কাজ ৮০ শতাংশ শেষ। এই হস্টেলে ১০–১১ জন অ্যাথলিট থাকতে পারবে। অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। এবার আমার স্বপ্ন গার্লস হস্টেল তৈরি করা। ভিশন ছাড়া এগোনো যায় না।’ বাংলার একমাত্র লেভেল–থ্রি কোচ রুদ্রপ্রতিম রায় (কুন্তল রায়ের পুত্র) সকাল–বিকেল পড়ে আছেন এসিসি–র শিক্ষার্থীদের নিয়ে। বাবার মতো তিনিও খুশি এসিসি–তে বয়েজ হস্টেল হওয়ায়।

কেনরা বैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা–II
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
৬৫১, আনন্দপুর, মনোবিকাশ কেন্দ্রের কাছে,
ফ্লোর নং ২, কলকাতা–৭০০১০৭

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, ব্রাঞ্চ ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, মালতিপুর শাখা খ) তহমিনা বিবি স্বামী– প্রয়াত মহঃ মিরকাশিম মণ্ডল চাঁদবাজার, শ্রীনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৪২৮ মহুয়া পরভিন পিতা– প্রয়াত মহঃ মিরকাশিম মণ্ডল চাঁদবাজার, শ্রীনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৪২৮ মনিয়া পরভিন পিতা– প্রয়াত মহঃ মিরকাশিম মণ্ডল চাঁদবাজার, শ্রীনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৪২৮ মেহদি মাসুম পিতা– প্রয়াত মহঃ মিরকাশিম মণ্ডল চাঁদবাজার, শ্রীনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৪২৮	ক) ₹২০,৩৬,২৪০.৩০ (কুড়ি লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুশো চল্লিশ টাকা তিরিশ পয়সা মাত্র), ১৮.০৬.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ খ) ১৮.০৬.২০২৬ গ) ১৮.০৯.২০২৬	এল আর খতিয়ান নং ৩১৩২ অধীনে দাগ নং ৪৩০৯, খাতা নং ১২৯৯ সংবলিত ০২ ডেসিমেল এবং দাগ নং ৪৩১০, খাতা নং ২৮৬৬ সংবলিত ০৩ ডেসিমেল মিলিয়ে মোট ৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– শ্রীনগর, জে এল নং ২৫, থানা– বসিরহাট, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর অফিস– বসিরহাট, শ্রীনগর–মাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– আবদুল মণ্ডলের জমি; দক্ষিণ– পঞ্চায়েতি কাঁচা রাস্তা; পূর্ব– আবদুল মাজেদের বাড়ি; পশ্চিম– আতিয়ার মণ্ডলের বাড়ি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ₹১৫,০০,০০০.০০ খ) ₹১,৫০,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ, মালতিপুর শাখা, মোবাইল: ৬২৯২২ ৪২৮৪২ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১,৫০,০০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
২.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বসিরহাট শাখা খ) মঞ্জু দাস দে, স্বামী– শঙ্কর দে দক্ষিণ মথুরাপুর, মধ্যপাড়া, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৪২৮ শঙ্কর দে, পিতা– প্রয়াত শ্রীদাম দে দক্ষিণ মথুরাপুর, মধ্যপাড়া, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৪২৮	ক) ₹১৩,৫৫,১৯৭.৭২ (তেরো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশো সাতানব্বই টাকা বাহাত্তর পয়সা মাত্র), ০৩.০৭.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ খ) ০৩.০৭.২০২৬ গ) ১৮.০৯.২০২৬	সামান্য কমবেশি ০২ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার আর এস ও এল আর দাগ নং ১৩৯৫, জে এল নং ৫৯, তৌজি নং ৬০৩, ৫৯৩, সাবেক খতিয়ান নং ৫৯৭, হাল কৃষি নং ১১৭১, এল আর খতিয়ান নং ১৪৯৩, উত্তর ২৪ পরগনা, বালিয়া খালপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, মৌজা– মথুরাপুর। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– দীপঙ্কর দে ও বিশ্বনাথ দে’র সম্পত্তি এবং চাপাগুড়ি রোডের সঙ্গে সংযোগকারী ৬ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর; **দক্ষিণ**– ছামছুল মণ্ডল; **পূর্ব**– মোকছেদ মণ্ডল; **পশ্চিম**– শ্যামল কর্মকার। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ₹২১,০০,০০০.০০ খ) ₹২,১০,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ, বসিরহাট শাখা, মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯১৩৩ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹২,১০,০০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
৩.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বারাসত চাঁপাডালি শাখা খ) অঞ্জু লোধ, স্বামী– নেপাল লোধ চন্দ্রপুর মেরি বাগান, গলি নং ২, কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃঅঃ– দিঘা দত্তপুকুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩২৪৮ নেপাল চন্দ্র লোধ পিতা– হরিসাধন লোধ চন্দ্রপুর মেরি বাগান, গলি নং ২, কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃঅঃ– দিঘা দত্তপুকুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩২৪৮	ক) ₹৩,৮৭,৫১৫.৮৭ (তিন লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো পনেরো টাকা সাতাশি পয়সা মাত্র), ০৪.০৭.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ খ) ০৪.০৭.২০২৬ গ) ১৬.০৯.২০২৬	**শ্রীমতী অঞ্জু লোধ (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) এবং শ্রী নেপাল চন্দ্র লোধ–এর স্বত্বাধীনে** উপরিস্থিত আবাসবাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ৭ ছটাক ৩৮ বর্গফুট জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– চন্দ্রপুর, জে এল নং ৯২, আর এস নং ৯৪, আর এস খতিয়ান নং ২০৯, ২১০, ২১১ ও ২১২, এল আর খতিয়ান নং ১৩২৪, কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা– বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– ‘বি’ প্লটের জমি; **দক্ষিণ**– ১২ নং দাগের জমি; **পূর্ব**– ৬ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর; **পশ্চিম**– ৭ নং দাগের জমি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ₹৩১,০০,০০০.০০ খ) ₹৩,১০,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ, বারাসত চাঁপাডালি শাখা মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯১৩২ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹৩,১০,০০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
৪.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, ঘোনা শাখা খ) সঞ্জীব কুমার মণ্ডল পিতা– নিমাই চন্দ্র মণ্ডল গ্রাম– উত্তর খাতড়া, পোঃঅঃ– আমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩৪৪৫ সুধা মণ্ডল স্বামী– নিতাই চন্দ্র মণ্ডল গ্রাম– উত্তর খাতড়া, পোঃঅঃ– আমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩৪৪৫	ক) ₹৪,৮৬,৮৬৫.১৫ (চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার আটশো পঁয়ষট্টি টাকা পনেরো পয়সা মাত্র), ০২.০৭.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ খ) ০২.০৭.২০২৬ গ) ১৮.০৯.২০২৬	**সঞ্জীব কুমার মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)–এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** টালির ছাদ দেওয়া ১০০ বর্গফুট মাপের একটি বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ০৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার আর এস ও এল আর দাগ নং ২৯২, আর এস খতিয়ান নং ৩২২, মৌজা– আমতা, জে এল নং ৮৭, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা– হাড়োয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– মালিকানাধীন জমি; **দক্ষিণ**– ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; **পূর্ব**– গোবিন্দ মণ্ডল; **পশ্চিম**– জাফর গাজি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ₹১২,০০,০০০.০০ খ) ₹১,২০,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ, ঘোনা শাখা, মোবাইল: ৬২৯২২ ৪২৮৪১ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১,২০,০০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
৫.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি, রাজারহাট ক্যাম্পাস শাখা খ) মলয় হালদার পিতা– স্বর্ণকান্তি হালদার সোদপুর ব্রিকফিল্ড রোড, দক্ষিণপাড়া, হরিদেবপুর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০০৮২	ক) ₹১৯,৮৯,২৫৪.৮৩ (উনিশ লক্ষ উননব্বই হাজার দুশো চুয়ান্ন টাকা তিরাশি পয়সা মাত্র), ১৫.০৬.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ খ) ১৫.০৬.২০২৬ গ) ২০.০৮.২০২৬	**মলয় হালদার (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)**–এর থেকে কানাড়া ব্যাঙ্কের অনুকূলে এআরএ–II কলকাতা সমীপে ২৩.১২.২০২২ তারিখে সম্পাদিত দলিল নং ১৫৭২১/২২ এবং শ্রী মলয় হালদার (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)–এর অনুকূলে ১৬.১২.২০২২ তারিখে সম্পাদিত কনভেয়ান্স দলিলের সমবন্ধকি মোতাবেক নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। উপরিস্থিত দোতলা আবাসবাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৫ শতক মাপের বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– দেবীপুর, জে এল নং ৯৯, আর এস ও এল আর দাগ নং ১৬৯৬/২৫১৯, আর এস খতিয়ান নং ১৭০৭ ও ৩৩৫/১, এল আর খতিয়ান নং ৪১১, ৪৪০, ৪৪৫, ৪৫৬ (পুরনো), এল আর খতিয়ান নং ১৭৫৫ (নতুন), থানা– ফলতা, এডিএসআর অফিস– ফলতা–এর অধিক্ষেত্রাধীন, দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৩৭৭। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– অন্য দাগে স্বত্বধারকের জমি; দক্ষিণ– শঙ্কর ভূষণ রাজের জমি; পূর্ব– কানাইলাল ঘোষের দাগ নং ১৬৯৬/২৫১৯ সংবলিত জমি; পশ্চিম– ১৬ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ₹২০,০০,০০০.০০ খ) ₹২,০০,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ, সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি, রাজারহাট ক্যাম্পাস শাখা মোবাইল: ৬২৯২২ ৪২৮৪৮ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹২,০০,০০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে

সম্পত্তি নং ১
ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ২১.১১.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২০.১১.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

সম্পত্তি নং ২
ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ২৩.১১.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২১.১১.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

সম্পত্তি নং ৩
ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ২৫.১১.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২৪.১১.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

সম্পত্তি নং ৪
ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ২৬.১১.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২৫.১১.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

সম্পত্তি নং ৫
ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ২৭.১১.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২৬.১১.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

–: শর্ত ও নিয়মাবলি :–

১. পরিসম্পদগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’ ও ‘যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) –এর মাধ্যমে কেবলমাত্র **‘অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি’**তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]**–এর ই–ওয়ালেটে অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি–র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ **২০.১১.২০২৬ (সম্পত্তি নং ১–এর ক্ষেত্রে); ২১.১১.২০২৬ (সম্পত্তি নং ২–এর ক্ষেত্রে); ২৪.১১.২০২৬ (সম্পত্তি নং ৩–এর ক্ষেত্রে); ২৫.১১.২০২৬ (সম্পত্তি নং ৪–এর ক্ষেত্রে); ২৬.১১.২০২৬ (সম্পত্তি নং ৫–এর ক্ষেত্রে), বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে।**
৬. সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]–এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য: ৭০৪৬৬১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯১০১৭২ / ৮২৯১২২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই–মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com।**
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে **১৩.১১.২০২৬ থেকে ১৯.১১.২০২৬ (সম্পত্তি নং ১–এর ক্ষেত্রে); ১৬.১১.২০২৬ থেকে ২০.১১.২০২৬ (সম্পত্তি নং ২–এর ক্ষেত্রে); ১৬.১১.২০২৬ থেকে ২১.১১.২০২৬ (সম্পত্তি নং ৩–এর ক্ষেত্রে); ১৭.১১.২০২৬ থেকে ২৩.১১.২০২৬ (সম্পত্তি নং ৪–এর ক্ষেত্রে); ১৭.১১.২০২৬ থেকে ২৫.১১.২০২৬ (সম্পত্তি নং ৫–এর ক্ষেত্রে) তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।**
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১২. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: www.canarabank.com।

তারিখ: ২৫.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কে জি মার্গ, নতুন দিল্লি–১১০০০১, ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪
ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com শাখার ঠিকানা: ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(১) অনুসারে ও সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি(গুলি) জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক উক্ত বিজ্ঞপ্তি(গুলি)র তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/দের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি/সমূহের দখল নিয়েছেন। বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন নিম্নে বর্ণিত অর্থাঙ্ক ও তার ওপর ঋণচুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সুদ–সমেত পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/আইনি উত্তরাধিকারীর নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তিতে বকেয়া অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
NHL/ KOL/ 0425/ 1376273 শাখা অফিস: কলকাতা	শুভ্রজিৎ ঘোষ, সমর কুমার ঘোষ ও অপর্ণা ঘোষ	৭ মে, ২০২৬	₹ ৭৬,৭০,৮০৬.৩৬ ০৭.০৫.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া	২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (প্রতীকী)	রমন আবাসনের প্রথম তলায় অবস্থিত ১সি নং বাণিজ্যিক স্থান যার পরিমাপ প্রায় ৭৭৫ (সাতশো পঁচাত্তর) বর্গফুট (কাভার্ড এরিয়া), ৬৯৭.৫ (ছয়শো সাতানব্বই) বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) এবং ৯৪৫.৫ (নয়শো পঁয়তাল্লিশ) বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), যা আর.এস. দাগ নং– ১৩০ (একশো ত্রিশ), এল.আর. দাগ নং ১১৯ (একশো উনিশ), আর.এস. খতিয়ান নং ১০৮৭ (এক হাজার সাতাশি) এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫৩২, ৪৫৩৪, ৪৫৩৩, ৪৫৩৮, ৪৫৩৫, ৪৫৩৬, ৪৫৪০, ৪৫৩৭, ৪৫৩৯, জে.এল. নং ৯, মৌজা–মানকুণ্ডু, থানা – ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলির অধীনে অবস্থিত এবং যার সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: প্রয়াত গোপীনাথ খাঁ–এর সম্পত্তি (প্লট– ‘সি’)। দক্ষিণে: জে.সি. খাঁ রোড (মানকুণ্ডু স্টেশন রোড)। পূর্বে: সাধারণ পথ (আর.এস দাগ নং ১৩০/৫২৬), ১২ ফুট। পশ্চিমে: অন্য একটি বাণিজ্যিক স্থান। এবং রমন আবাসনে প্রথম তলায় অবস্থিত ১বি নং বাণিজ্যিক স্থান যার পরিমাপ প্রায় ৭৭৫ (সাতশো পঁচাত্তর) (কাভার্ড এরিয়া) বর্গফুট, ৬৯৭.৫ (ছয়শো সাতানব্বই) বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) এবং ৯৪৫.৫ (নয়শো পঁয়তাল্লিশ) বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), যা আর.এস. দাগ নং– ১৩০ (একশো ত্রিশ), এল.আর. দাগ নং ১১৯ (একশো উনিশ), আর.এস. খতিয়ান নং ১০৮৭ (এক হাজার সাতাশি) এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫৩২, ৪৫৩৪, ৪৫৩৩, ৪৫৩৮, ৪৫৩৫, ৪৫৩৬, ৪৫৪০, ৪৫৩৭, ৪৫৩৯, জে.এল. নং ৯, মৌজা–মানকুণ্ডু, থানা – ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলির অধীনে অবস্থিত এবং যার সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: প্রয়াত গোপীনাথ খাঁ–এর সম্পত্তি (প্লট ‘সি’)। দক্ষিণে: জে.সি. খাঁ রোড (মানকুণ্ডু স্টেশন রোড)। পূর্বে: অন্য একটি বাণিজ্যিক স্থান; পশ্চিমে: প্রয়াত গোবিন্দলাল খাঁ–এর সম্পত্তি।
HOU/SKOL/ 0718/ 550938 শাখা অফিস: কলকাতা	পার্থ মণ্ডল এবং পাপিয়া মণ্ডল	১১ ডিসেম্বর, ২০২৫	₹ ১৭,৫৫,২৩৬.৬৭ ১১.১২.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া	২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (প্রতীকী)	‘বাসনা অ্যাপার্টমেন্ট’ নামে পরিচিত একটি ভবনের ৪র্থ তলায় অবস্থিত ৮৪৬ বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া যুক্ত ডি/৪ নং ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ, যা ৮ কাঠা, ৭ ছটাক এবং ৯ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর অবস্থিত, হোল্ডিং নং ১/১/১, কর্নেল কে.পি. গুপ্ত রোড, পিন ৭৪৩১৩৬, মৌজা–হালিশহর, পরগনা হাভেলিশহর, জে.এল. নং ৬, আর.এস নং ৩৭, তৌজি নং ৮৯৫, জমিদারি খতিয়ান নং ২৫১, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৭৪৫, এল.আর খতিয়ান নং ১৬৭৮০, ১৬৭৮১, ১৬৭৮২ এবং ১৭৪৩১, আর.এস. দাগ নং ২৪৭৯/৯১৭৪, এল.আর. দাগ নং ৪১৯২, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর), থানা বীজপুর, হালিশহর পৌরসভার গণ্ডির মধ্যে ওয়ার্ড নং ৮–এ অন্তর্ভুক্ত। যার সীমানা নিম্নরূপ:– উত্তরে: অনিল দেবনাথ; দক্ষিণে: ৬০’–০’’ চওড়া কর্নেল কে.পি. গুপ্ত রোড; পূর্বে: মৃত্যুঞ্জয় রায়; পশ্চিমে: বরেন্দ্র গলি মেইন রোড।
NHL/KOL/ 0323/ 1098495 শাখা অফিস: কলকাতা	চন্দন সাহা; সূর্য সাহা ও মমতা সাহা	৬ জুলাই, ২০২৬	₹ ৭,৮৮,৬৬৬.৭৬ ০৬.০৭.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া	২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (প্রতীকী)	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জগদ্দল থানার অন্তর্গত জে.এল. নং ১২, তৌজি নং ১১৯৩, হাভেলি শহর পরগনার মৌজা কাঁকিনাড়ায় খতিয়ান নং ৫৫৫–এর অধীনে ২০৯০ নং দাগের অংশ, প্লট নং বি–তে প্রায় ১৫ ছটাক ও ১৫ বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটের উপর নির্মিত ভবনের একতলায় অবস্থিত প্রায় ১০০ বর্গফুট পরিমাপের দোকানঘর, যা বর্তমানে ভাটপাড়া পৌরসভার সীমানার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ১১–এর অধীনে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৯/২, বিএল নং ৮ হিসাবে পরিচিত এবং চিহ্নিত। সীমানা: উত্তরে: মিউনিসিপ্যাল রোড; দক্ষিণে: নিজস্ব সম্পত্তি; পূর্বে: রমা শঙ্কর পাণ্ডের দোকান; পশ্চিমে: মিউনিসিপ্যাল রোড।
HOU/ KOL/ 0124/ 1202464; NHLKOL/ 1024/ 1316936 শাখা অফিস: কলকাতা	সুমন ঘোষ, তারক ঘোষ ও বন্দনা ঘোষ	৬ জুলাই, ২০২৬	₹ ৩৩,১৬,২৪৫.১৪ ০৬.০৭.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া	২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বাস্তবিক)	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এডিএসআর বারাসত এবং ডিএসআর উত্তর ২৪ পরগনার অধীনে জগদ্দল থানার হিন্দুস্থান কলোনির হোল্ডিং নং ১০৪/১/১১৯, ভাটপাড়া পৌরসভার সীমানার মধ্যে জে.এল. নং ১৭–এর সাথে সম্পর্কিত এল.আর. খতিয়ান নং ২৪৭১ এবং ২৪৭০, ই.পি. নং ১১৯, এস.পি. নং ১৪৫, সি.এস. দাগ নং ২২৮(পি) এবং এল.আর. দাগ নং ২২৮/৬৯৭–এর অন্তর্ভুক্ত মৌজা– বিদ্যাধরপুরে অবস্থিত প্রায় ০২ কাঠা ১০ ছটাক ৪২ বর্গফুট পরিমাপের সমস্ত জমি এবং তার সাথে ৯৫৯ বর্গফুট পরিমাপের কাঠামো। জমির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: কলোনি রোড; দক্ষিণে: ই.পি. নং ১১৯ এ; পূর্বে: সাধারণ পথ; পশ্চিমে: ই.পি. নং ১১৮।

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ২৬.০৯.২০২৬

স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

২৪ ঘণ্টায় তিন ম্যাচ, হেরে বিরক্ত সিন্ধু

সোনার খোঁজে শ্রেয়সরা

আজকালের প্রতিবেদন

সোনার পদকের প্রবল দাবিদার হিসেবে সোমবার এশিয়ান গেমসে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে নামছে ভারতীয় দল। শ্রেয়স আয়ারদের সামনে প্রতিপক্ষ তরুণ ও অনভিজ্ঞ আফগানিস্তান। জাপানের কোরোগি স্পোর্টস পার্কের অচেনা পরিবেশ ও উইকেটের সঙ্গে দ্রুত নিজেদের মানিয়ে নিতে মরিয়া ভারত।

যশপ্রীত বুমরা, বৈভব সূর্যবংশী, ঈশান কিষাণ, অভিষেক শর্মা, অক্ষর প্যাটেল সমৃদ্ধ তারকাখচিত এই স্কোয়াড নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপের প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন তুললেও, ভারতীয় দলের গভীরতা বিবেচনা করলে এশিয়াডে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া অন্য যেকোনও ফলাফলই হতাশাজনক হবে। অন্য দিকে, দারউইশ রাসুলির নেতৃত্বাধীন আফগান দলে ছ’জন আনক্যাপড মুখ রয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক আঙিনায় ক্রমাগত নড়বড়ে ব্যাটিংয়ের কারণে গ্রুপ পর্বে নেপালের কাছেও হারের মুখ দেখা এই দলের পক্ষে ভারতের কঠিন চ্যালেঞ্জ টপকানো নিঃসন্দেহে বিরাট পরীক্ষা।

নেটে অনুশীলনে শ্রেয়স আয়ার। ছবি: এক্স

জাপানের মতো অক্রিকেটীয় দেশে প্রথমবার খেলতে এসে ভিন্ন ক্রীড়াসংস্কৃতির পরিবেশ উপভোগ করছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। টোকিও থেকে বুলেট ট্রেনে নাগোয়া সফর দলের সকলের কাছে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছে। এর মধ্যেই মহিলাদের ক্রিকেটে হরমনপ্রীত কাউরদের সোনা জয় পুরুষ দলের ওপর যেমন বাড়তি সাফল্যের চাপ তৈরি করেছে, তেমনই অধিনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ক্ষেত্রেও শ্রেয়সের জন্য এই টুর্নামেন্ট অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে।

নাগোয়ায় পৌঁছোনোর আগে সানোতে জাপানের বিরুদ্ধে বৃষ্টিবিঘ্নিত পাঁচ ওভারের টানটান ম্যাচে ভারত জয় পেয়েছে ঠিকই। যদিও গত দু’দিন ধরে একটানা বৃষ্টিতে স্বাভাবিক অনুশীলন ব্যাহত হয়েছে। তবে, প্রতিকূল আবহাওয়া বা পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ না পাওয়াকে কোনও ভাবেই অজুহাত হিসেবে দেখাতে চান না অধিনায়ক শ্রেয়স। ম্যাচের আগে তিনি বলেন, ‘আমরা পেশাদার ক্রিকেটার। বৃষ্টির বাহানা দেওয়া সাজে না। এসব বাধা আসবেই এবং পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, মানসিক ভাবে প্রস্তুত থেকে আমাদের দ্রুত উইকেটের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নামতে হবে। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সময় প্রত্যাশার চাপ থাকবেই এবং তা ইতিবাচক। তাই লক্ষ্য থাকবে দলের ক্রিকেটের মানও বজায় রাখা।’

আজ এশিয়াডে ক্রিকেট
কোয়ার্টার ফাইনাল
ভারত : আফগানিস্তান
(সকাল ১০–৩০। সোনি স্পোর্টস)

রুপো অ্যান্সি, সর্বেশ, অভয়, অনাহতর

আজকালের প্রতিবেদন

চলতি এশিয়াডে ব্যাডমিন্টনের ব্যক্তিগত বিভাগ থেকে ভারতের ঝুলিতে কোনও পদক এল না। রবিবার মহিলা সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে পিভি সিন্ধু এবং উন্নতি হুডা, ডাবলসে তৃষা জলি–গায়ত্রী গোপীচাঁদ ও মিক্সড ডাবলসে ধ্রুব কপিলা–তানিশা ক্রাস্তো জুটি হেরে বিদায় নিল। কোয়ার্টারে সিন্ধু ২০২০ অলিম্পিকে সোনা জয়ী চীনের চেন ইউ ফেইয়ের কাছে ২১–১১, ১৮–২১, ১০–২১ গেমে হারেন। শেষ আটের অন্য ম্যাচে উন্নতি তিনবারের বিশ্বজয়ী জাপানের আকানে ইয়ামাগুচির কাছে ১৬–২১, ২১–১৪, ১৭–২১ হারেন। দুই ভারতীয় জুটিও শেষ আটে স্ট্রেট গেমে হারলেন। সিন্ধু ম্যাচের পর এবারের এশিয়াডে ব্যাডমিন্টনের ক্রীড়াসূচির তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিরক্ত সিন্ধুর মন্তব্য, ‘২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনটে সিঙ্গলস ম্যাচ খেলা আমি মনে করি আদৌ ভাল ক্রীড়াসূচির এবং ভাল সংগঠনের বিজ্ঞাপন নয়।’

20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026

মেয়েদের লং জাম্পে সোনার আশা জাগিয়েও রুপো পেলেন অ্যান্সি সোজান। প্রথম পাঁচ রাউন্ড পর্যন্ত তাঁর স্কোর ছিল ৬.৫৩ মিটার । তিনিই ছিলেন শীর্ষে। কিন্তু ষষ্ঠ লাফে অ্যান্সিকে ছাপিয়ে গেলেন চীনের হুয়াং ইংগিং (৬.৫৫ মিটার)। স্বপ্ন দেখিয়েও সোনা হাতছাড়া। ছেলেদের হাই জাম্পে ২.২৫ মিটার লাফিয়ে রুপো পেলেন সর্বেশ কুশারে। মেয়েদের ২০০ মিটারে ব্রোঞ্জ হরিতা ভদ্রের। সময় নিলেন ২৩.২০ সেকেন্ড। মেয়েদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে ব্রোঞ্জ পেলেন পারুল চৌধুরি। সময় নিলেন ৯:০৮.৬৭। নজর ছিল তেজস্বিন শঙ্করের দিকেও। নেমেছিলেন ডেকাথলনে। প্রথম দিন পাঁচটি ইভেন্টের শেষে ৪৩৩৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিলেন। দ্বিতীয় দিন বাকি ছিল আরও পাঁচটি ইভেন্ট। চারটি ইভেন্টে পিছিয়ে পড়েন। শেষ ইভেন্ট ছিল ১৫০০ মিটার দৌড়। সেখানে শীর্ষে থাকার সুবাদে স্কোর দাঁড়াল ৭৯৩৪। পেলেন ব্রোঞ্জ।

কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন বক্সাররা। এশিয়ান গেমসেও আশার আলো দেখাচ্ছে বক্সিং। সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন তিন বক্সার। ভারতের তিন পদক নিশ্চিত। এই তিন বক্সার হলেন প্রবীণ হুডা, অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল, নরেন্দর বরেয়াল। হরিয়ানার মেয়ে প্রবীণ নেমেছিলেন ৬৫ কেজি বিভাগে। তিন বছর আগের এশিয়াডে ৫৭ কেজি বিভাগে জিতেছিলেন ব্রোঞ্জ। কিন্তু ডোপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ায় সেই পদক কেড়ে নেওয়া হয়। ২২ মাসের নির্বাসনও দেওয়া হয়। নির্বাসন থেকে ফিরে আবার এশিয়ান গেমসে পদক নিশ্চিত করা বেশ কৃতিত্বের।

তীরন্দাজিতে ছয় বিভাগে সেমিফাইনালে ভারতীয় তীরন্দাজরা। ফাইনালে উঠলে পদক নিশ্চিত। হারলে খেলতে হবে ব্রোঞ্জ প্লেঅফে। রিকার্ভ, কম্পাউন্ডে পুরুষ, মহিলা ও মিক্সড ইভেন্টের সেমিতে ভারতের তীরন্দাজরা। বেশ কয়েকটি পদকের আশা করছে ভারতীয় শিবিরে। মেয়েদের হকিতে ভারত পৌঁছল শেষ চারে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ৭–০ হারাল সিঙ্গাপুরকে। রবিবার সেমিতে ভারতের সামনে দক্ষিণ কোরিয়া।

স্কোয়াশ থেকে এল দুটি রুপো। ছেলেদের বিভাগে অভয় সিং ও মেয়েদের বিভাগে অনাহত সিংয়ের ফাইনালে হার। তবে ১৮ বছরের অনাহতর রুপো নিঃসন্দেহে বড় চমক। প্রথম ভারতীয় হিসেবে জুনিয়র স্তরে খেতাব জয়ের নজির রয়েছে এই অষ্টাদশীর। ছেলেদের ভলিবলে ভারত প্রথম ম্যাচে ভিয়েতনামকে হারাল ৩–০।

রুপো পাওয়ার পর তেরঙা কাঁধে উচ্ছ্বাস অ্যান্সি সোজানের।

এশিয়াডের পদক তালিকা

ক্রমিক নং	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চীন	১১৯	৪৮	৩৮	২০৫
২	জাপান	৩৭	৬২	৫৮	১৫৭
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	২১	২৩	৩৯	৮৩
১২	ভারত	৪	১৬	১৭	৩৭

বিরাট-শুভমানের অনবদ্য শতরানে সহজ জয় ভারতের

জুটিতে লুটি। শতরানে ভারতের জয়ের দুই কারিগর শুভমান এবং বিরাট। ছবি: পিটিআই

অগ্নি পাণ্ডে

দেশের মাটিতে আবার একসঙ্গে দু’জনকে খেলতে দেখার উন্মাদনা। আবারও সেই ‘রো–কো’ ক্যাম্পেনে ভর করে প্রত্যাশার গগনচুম্বী উড়ানে চড়া। একজনের সামনে যদি একদিনের আর্ন্তজাতিকে ১৫ হাজার রানের গ্রহে ঢোকার হাতছানি, তো আরেকজনের সামনে একদিনের আর্ন্তজাতিকে ১২ হাজার রানের গণ্ডি টপকে যাওয়ার সুযোগ। তারিয়ে, তারিয়ে তো ক্রিকেট–জনতা উপভোগ করবেই। সেটাই দেখা গেল রবিবার তিরুবন্তনিপুরমের গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ম্যাচেই কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে শুভমান গিলের ভারত। ২৯৬ রানের ‘লক্ষ্য’। কী করবেন রোহিত শর্মা–বিরাট কোহলিরা? সেই প্রশ্নেই রবি–সন্ধেয় বুঁদ ক্রিকেটমহল। সুদে–আসলে উসুল করে দিলেন বিরাট কোহলি। এখনও পর্যন্ত একদিনের আর্ন্তজাতিকে ১৫ হাজার রানের মালিক শচীন তেন্ডুলকার। যা পেরিয়ে ১৮,৪২৬–এ থেমেছিলেন শচীন। ‘আইডল’–এর ১৫ হাজারের গ্রহে ঢুকতে বিরাটের প্রয়োজন ছিল ৫৯ রান। আলজারি জোসেফকে পুল করে ১৫ হাজার ক্লাবে রবিবারই ঢুকে পড়লেন বিরাট। আর ‘আইডল’ একা নন। যোগ্য শিষ্যকে সঙ্গে পেলেন। দুরন্ত নজির। বিরাটের রানের খিদে এখনও প্রবল। উল্টোদিকে, ১০৫ রান করলেই রোহিত ১২ হাজার রানের গ্রহে পৌঁছোবেন। রবিবার হয়নি।

শচীনের ১৫ হাজারি গ্রহে প্রবেশ বিরাটের

যেন লর্ডসের ছন্দ। রোহিত ইনিংসের প্রথম ডেলিভারিটিই পাঠিয়ে দিলেন বাউন্ডারিতে। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই শুভমানকে নিয়ে ব্যাটিং করছিলেন। তবে, ‘জীবন’ পেয়েছিলেন বাউন্ডারি লাইনে আলজারি জোসেফের হাতে। পরে আলজারিই আউট করলেন রোহিতকে (৩৫ বলে ৩২, ২ চার, ৩ ছয়)। বেশি দূর না এগোলেও পুরনো টাচ দেখা গেল রোহিতকে। ভারত ১০ ওভারে তুলল বিনা উইকেটে ৭০। তারপরই রোহিত আউট। নামলেন বিরাট। এরই ফাঁকে ব্যক্তিগত ১১ রানে কেমার পলের হাতে ‘জীবন’ পাওয়া শুভমান শতরান করলেন! ১১তম শতরান একদিনের আর্ন্তজাতিকে। চাবুক ব্যাটিং। দ্বিতীয় উইকেটে বিরাটের সঙ্গে ১৫১ রান জুড়ে শুভমান (১০৮ বলে ১১০, ১৩ চার, ১ ছয়) থামলেন। ততক্ষণে জয়ের রাস্তা প্রশস্ত। ছয় মেরে নিজের ৮০তম অর্ধ শতরান করেছিলেন বিরাট। তারপর ছয় মেরে ৫৫তম শতরান বিরাটের! ৮ উইকেটে জয়ও এনে দিলেন। ‘চেজ–মাস্টার’ বিরাট (৮৮ বলে অপরাজিত ১৩৯, ১০ চার, ৯ ছয়) ৪১.৪ ওভারে ভারতকে ৩০০/২ পৌঁছে দিলেন। ৩ ম্যাচের সিরিজে ভারত ১–০–তে এগিয়ে গেল।

টস জিতে শুভমান ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক শাই হোপকে প্রথমে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান। যুক্তি, দ্বিতীয়ার্ধে নৈশালোকে গ্রিনফিল্ডের বাইশ গজে নাকি ব্যাটিং আরও সহজ। প্রথম ইনিংসেই ব্যাটিং যে সহজ, তা দেখালেন দুই ক্যারিবিয়ান ওপেনার জন ক্যাম্পবেল এবং জাস্টিন গ্রিভস। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, গুরনুর ব্রার, নীতীশ কুমার রেড্ডির জোরে বোলিংয়ের সামনে। ১০ ওভারে রান নিয়ে গেলেন বিনা উইকেটে ৮৫–তে। ওপেনিং জুটি ভাঙলেন কুলদীপ যাদব। ফেরালেন ক্যাম্পবেলকে (৬০ বলে ৬২, ৬ চার, ৩ ছয়)। ক্যারিবিয়ানদের রান তখন ১৩৫/১। এরপর আবার জ্বলে উঠলেন সেই কুলদীপ। ফেরালেন শাই হোপকে। কুলদীপে (৪/৪০) ঠকলেন শতরানকারী গ্রিভস (১০৮ বলে ১০১, ১২ চার)। ঠিক পরের ডেলিভারিতে ফেরালেন জুয়েল অ্যান্ড্রুকে। হ্যাটট্রিকের সুযোগ ছিল। হয়নি। ক্যারিবিয়ানদের রানের গতি কমালেন, উইকেটও নিলেন। একটা সময় মনে হয়েছিল ক্যারিবিয়ানদের রান ৩০০ পেরিয়ে যাবে। হতে দেননি কুলদীপ। মিডল ওভারে ভেঙে দেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটিংকে। শেষদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাঁহাতি ব্যাটার আমির জাঙ্গু (৪৩ বলে অপরাজিত ৫৮, ৭ চার, ১ ছয়) চালিয়ে দলের রান ২৯৫/৭ পৌঁছে দেন। উল্লেখ্য, রবিবার ভারতের হয়ে অভিষেক ঘটে অলরাউন্ডার নমন ধীরের।

স্কোরবোর্ড

ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্যাম্পবেল ক প্রসিদ্ধ ব কুলদীপ	৬২ (৬০)
গ্রিভস এলবিডব্লু ব কুলদীপ	১০১ (১০৮)
কার্টি ক শুভমান ব প্রসিদ্ধ	১৩ (৩১)
হোপ ক জাদেজা ব কুলদীপ	১২ (১১)
জাঙ্গু অপরাজিত	৫৮ (৪৩)
অ্যান্ড্রু ক রোহিত ব কুলদীপ	০ (১)
চেজ ব প্রসিদ্ধ	২৪ (৩২)
ফোর্ড ক নমন ব নীতীশ	৭ (১২)
মোতি অপরাজিত	৪ (৪)
অতিরিক্ত	১৪
মোট (৫০ ওভারে, ৭ উইকেটে)	২৯৫

■ উইকেট পতন : ১/১৩৫, ২/১৭৬, ৩/১৯৫, ৪/১৯৮, ৫/১৯৮, ৬/২৫০, ৭/২৮৮

■ বোলিং : প্রসিদ্ধ ১০–০–৬০–২, নীতীশ ৫–০–৪৫–১, ব্রার ১০–০–৬০–০, জাদেজা ১০–০–৫৪–০, নমন ৫–০–৩৩–০, কুলদীপ ১০–১–৪০–৪

ভারত

রোহিত ক অ্যান্ড্রু ব জোসেফ	৩২ (৩৫)
শুভমান ক অ্যান্ড্রু ব চেজ	১১০ (১০৮)
কোহলি অপরাজিত	১৩৯ (৮৮)
ঋতুরাজ অপরাজিত	১৩ (১৯)
অতিরিক্ত	৬
মোট (৪১.৪ ওভারে, ২ উইকেটে)	৩০০

■ উইকেট পতন : ১/৭৪, ২/২২৫

■ বোলিং : সিলস ৭–০–৩২–০, ফোর্ড ৫–০–৩৯–০, জোসেফ ৯–১–৮১–১, মোতি ১০–০–৬৬–০, চেজ ১০–০–৬৪–১, কার্টি ০.৪–০–১৭–০

■ ভারত ৮ উইকেটে জয়ী

■ ম্যাচের সেরা: কুলদীপ যাদব

নজিরেও নির্লিপ্ত বিরাট

আজকালের প্রতিবেদন

তিরুবনন্তপুরমে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ৮৮ বলে অপরাজিত ১৩৯ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। সঙ্গে শচীন তেন্ডুলকারের পর ইতিহাসের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে ১৫ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ। তবু উদ্‌যাপনে কোনও আত্মতুষ্টি নেই, আছে তৃপ্তি। এদিন বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেশের মাটিতে ৭ হাজার রান করার নজিরও গড়লেন তিনি।

ম্যাচ শেষে বিরাট বলছিলেন, ‘পরিসংখ্যান বা মাইলফলক নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি। দলের চাহিদা অনুযায়ী পরিস্থিতি বুঝে নিজের দায়িত্বটুকু পালন করে যাওয়ারই চেষ্টা করি, সাফল্য সেই পথচলার অনুষঙ্গ মাত্র।’ কেরিয়ারের এই সায়াহ্নে নতুন মাত্রা যোগ করা প্রসঙ্গে বিরাটের সংযোজন, ‘কেরিয়ারের এই পর্যায়ে এসে ব্যাটিংয়ের গিয়ার বদলে আরও আক্রমণাত্মক মেজাজে নিজেকে মেলে ধরাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। নিজেকে ফিট রাখা আর মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকাই শেষ কথা। ম্যাচে খোলা মনে নেমে, নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করার রোমাঞ্চই আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে।’

আসন্ন ৫০ ওভারের বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘বিশ্বকাপ আর একটা বছর দূরে। লক্ষ্যটা একদম পরিষ্কার। অতিরিক্ত উদ্বেগ বা চাপ না নিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চাই।’

আজ

নেশন্‌স লিগে

তুরস্ক : ইতালি
বেলজিয়াম : ফ্রান্স
সুইডেন : পোল্যান্ড
(রাত ১২–১৫)
সোনি স্পোর্টস

SUGUNA Chicken
Younger Tender Better
কলকাতা ও হাওড়ার গতকালের খামার মূল্য 148

S24 PAGS	147
N24 PAGS	147
RANAGHAT	147
ARAMBAGH	146
BURDWAN	145
BOLPUR	145
MIDNAPUR	145
BANKURA	145
SILIGURI	146
MALDA / BALURGHAT	146
FALAKATA	147
ALIPURDUAR	147

CONTACT-80160 91101

রুদ্ধশ্বাস জয় স্পেনের

আজকালের প্রতিবেদন

বিশ্বকাপজয়ী এবং বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থানাধিকারী দলের মধ্যে ঠিক যেমন লড়াই প্রত্যাশিত, তেমনটাই দেখা গেল শনিবার রাতে নেশ্‌নস লিগে। হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ বলতে যা বোঝায়, তাই হল। শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডকে ৩–২ ফলে হারিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় পেল স্পেন। ২ মিনিটের মাথায় স্প্যানিশরা এগিয়ে যাওয়ার পরেও যে এমন তুল্যমূল্য লড়াই হবে, তা শুরুতে বোঝা যায়নি। ইংরেজ রক্ষণের ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে চমৎকার গোল করে যান লামিন ইয়ামাল। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ঘরের মাঠে এরপর ঘুরে দাঁড়ায় টমাস টুখেলের ইংল্যান্ড। ৩৬ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরান অ্যান্থনি গর্ডন। ৪০ মিনিটে গোল করে খেলা জমিয়ে দিয়েছিলেন হ্যারি কেন।

এই পরিস্থিতিতে ম্যাচটা ইংল্যান্ড দখলে নিতে পারত, যদি না হ্যারি কেন দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি মিস করতেন। ৫৪ মিনিটে তাঁর পেনাল্টি মিসের পরই খেলা ঘুরতে শুরু করে। ফেরান টোরেসের পরিবর্তে মাঠে নামা অ্যালেক্স বায়নার গোলে ৬০ মিনিটে ২–২ ফল দাঁড়ায়। এরপর দু’দলই জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তবে জয়সূচক গোলটি পেল স্পেনই। ৭৪ মিনিটে মিকেল ওয়ারজাবাল স্কোরশিটে নাম তুলে দলকে কাঙ্ক্ষিত তিন পয়েন্ট এনে দেন। এদিন অন্য ম্যাচে, চেক প্রজাতন্ত্রকে ২–১ ফলে হারিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতেই এগিয়ে যান ক্রোটরা। নেপথ্যে লুকা মদ্রিচ। এরপর চেক সমতা ফেরায়। শেষে মার্কো পাসালিচের গোলে জয় পায় ক্রোয়েশিয়া।

গোলের পর উচ্ছ্বসিত লামিন ইয়ামাল।

আজ রাতে নেশ্‌নস লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম। প্রথম ম্যাচে ফ্রান্সকে জিতিয়েও চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপে। এদিন তিনি খেলবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। পরিবর্ত হিসেবে পরেও তাঁকে মাঠে নামাতে পারেন কোচ জিনেদিন জিদান। এদিকে, প্রথম ম্যাচে ইতালিকে ২–০ হারিয়েছিল বেলজিয়াম। সোমবার রাতে তাদের বড় পরীক্ষা হবে ফরাসিদের বিরুদ্ধে। ইতালির খেলা রয়েছে তুরস্কের সঙ্গে। আরেকটি ম্যাচে সুইডেনের সামনে পোল্যান্ড।

প্রকাশিত হবে মহালয়ার অনেক আগেই

আজকাল
খেলা
শারদীয় ১৪৩৩

সম্পাদক
অশোক দাশগুপ্ত

এবারও অপ্রতিদ্বন্দ্বী!

অশোক দাশগুপ্ত
বলের আগুন

বিশেষ আকর্ষণ
সুনীল গাভাসকারের নেওয়া স্যর গ্যারি সোবার্সের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার

দেবাশিস দত্ত
চলতে চলতে

গল্প — জমজমাট ক্রীড়াসাহিত্য — ছড়া

অমর মিত্র ♦ প্রচেত গুপ্ত ♦ অরূপ বসু
অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ♦ অরূপ বসু
মলয় সাহা ♦ সব্যসাচী সরকার ♦ আবির গুপ্ত
সুচেতনা দত্ত ♦ রানা সেনগুপ্ত ♦ রূপক বসু
স্নিগ্ধদেব সেনগুপ্ত ♦ শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
তাপসী খাঁড়া ♦ অনাদিকৃষ্ণ নন্দী
ডাঃ কৌশিক রায়চৌধুরী

মৃদুল দাশগুপ্ত ♦ শ্যামলী আচার্য
দেবাশিস চন্দ ♦ শিবাশিস মুখোপাধ্যায়
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ♦ অংশুমান চক্রবর্তী
অনীশ ঘোষ ♦ অনির্বাণ ঘোষ ♦ নির্মল করণ
তন্ময় চক্রবর্তী ♦ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়
সৌভিক গুহসরকার ♦ গৌতম হাজরা
চঞ্চল ভট্টাচার্য ♦ সমর্পিতা ঘটক

সম্পূর্ণ রঙিন ♦ মাত্র ১০০ টাকা